মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ১৯৯৮

প্রকাশকঃ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা, রাজশাহী।

ফোনঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬১৩৭৮।

মুদ্রণেঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية دينية

جلد:٢ عدد:٣، شعبان ١٤١٩هـ/دسمبر ١٩٩٨م

رئيس التحرير: د.محمد أسد الله الغالب

تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে শিমুলবাড়ী আল-মা'হাদ ওমর আল-খাত্ত্বাব (রাঃ) মাদরাসা, মসজিদ ও ইয়াতীম খানা কমপ্লেক্স -এর নবনির্মিত দ্বিতল ভবন। থানাঃ সাঘাটা, যেলাঃ গাইবান্ধা।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writers of home and abroad, aiming to establish a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are, Such as: 1. Dars-i Quran 2. Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News: Home & Abroad & Muslim world 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11.Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হারঃ

* *শেষ প্রচ্ছদ ঃ*	*৩,০০০/=*
* *দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ*	*২,৫০০/=*
* *তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ*	*২,০০০/=*
* *সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ*	*১,৫০০/=*
* *সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠাঃ*	*৮০০/=*
* *সাধারণ সিকি পৃষ্ঠাঃ*	*৫০০/=*
* *অর্ধ সিকি পৃষ্ঠাঃ*	*২৫০/=*

স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হারঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/=	১১০/=
এশিয়া মহাদেশঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভূটানঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তানঃ	৫৪০/=	৪৭০/=
ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশঃ	৮৭০/=	৮০০/=

* ভি, পি, পি -যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে। বছরের যেকোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ড্রাফ্‌ট্‌ বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বরঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি-১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK.**
Chief Editor: Dr.Muhammad Asadullah Al-Ghalib.
Edited by: Muhammad Sakhawat Hossain
Published by: Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi.Bangladesh.
Yearly subscription at home Tk: 110/00 & Regd. Post: Tk. 155/00.
Address: Editor, *Monthly* AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH. P.o. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph: (0721) 760525. Ph & Fax: (0721) 761378.

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

২য় বর্ষ ঃ ৩য় সংখ্যা
শা'বান ১৪১৯ হিঃ
অগ্রহায়ণ ১৪০৫ বাং
ডিসেম্বর ১৯৯৮ ইং

প্রধান সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
শামসুল আলম

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
ওয়ালিউয্ যামান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন- (০৭২১) ৭৬০৫২৫
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
ঢাকা ফোনঃ ৮৯৬৭৯২,৯৩৩৮৮৫৯

মূল্যঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

❐ সম্পাদকীয় ২

❐ দরসে কুরআন ৩

❐ দরসে হাদীছ ৯

❐ প্রবন্ধ ঃ

- আল্লাহর নাযিলকৃত অহি বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি ১৩
  -আব্দুস সামাদ সালাফী
- শবেবরাত ১৬
  - কামাল আহমাদ
- তাল-র প্রকৃত স্বরূপ ২০
  - *অধ্যাপক স. ম. আব্দুল মজীদ কাফিপুরী*
- রামাযানের ফাযায়েল ও মাসায়েল ২২
  - আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ

❐ ছাহাবা চরিত
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ২৬
- এস, এম, শাফা আত হোসাইন

❐ মনীষী চরিত
ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) ৩০
- মুহাম্মাদ হারূণ

❐ চিকিৎসা জগৎ
পিত্ত পাথরী ৩৩
-ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক

❐ কবিতা ৩৪
পীর-শিষ্য কীর্তি -নিযামুদ্দীন

❐ টক-ঝাল-মিষ্টি ৩৫
-দুররুল হুদা

❐ সোনামণিদের পাতা ৩৬

❐ স্বদেশ-বিদেশ ৩৯

❐ মুসলিম জাহান ৪২

❐ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৩

❐ পাঠকের মতামত ৪৪

❐ সংগঠন সংবাদ ৪৫

❐ প্রশ্নোত্তর ৪৯

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

চাই ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা

সহযোগী দৈনিকের একটি সংবাদ শিরোনাম আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। পাঠক মাত্রেরই মন সহমর্মিতায় ছেয়ে যাবে। অক্ষর জ্ঞানহীন একজন অশিক্ষিতা বৃদ্ধা মায়ের করুণ আর্তনাদঃ 'আমার স্বামীরে মেরেছিল বিদেশী মিলিটারী, কিন্তু আমার ছেলেরে মারলো কারা?' সন্তান হারা অসহায় মায়ের এই আর্তনাদের জবাব আমরা কেউ দিতে পারব কি? গত ৯ নভেম্বর'৯৮ হরতালের দিন প্রচণ্ড বোমার আঘাতে ঢাকায় প্রাণ হারায় রাজবাড়ী যেলার আব্দুস সালাম। বিভিন্ন মেসে নিয়মিত ভাত সরবরাহ করত সে। সেদিন যাচ্ছিল ভাত বিক্রির টাকা আনতে। শুরু হ'ল হরতালের পক্ষ ও বিপক্ষ দলের সম্মুখ যুদ্ধ। সশস্ত্র যুদ্ধের মাঝে পড়ে ঘাতক বোমার আঘাতে অকস্মাৎ সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও সন্তানদেরকে শোকের অকুল সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে যায় সে।

পরবর্তী দৃশ্যটি আরো বেদনার, আরও ঘৃণার। সালামের অসাড় মৃত দেহটি নিয়ে শুরু হ'ল টানা-হেঁচড়া। লাশ চাই-ই চাই। সালামকে পুঁজি করে এগিয়ে যাওয়া যাবে। আরো কাউকে হয়তো 'সালাম'(!) বানানো যাবে। সরগরম হ'ল রাজপথ। শুরু হ'ল গায়েবানা জানাযা ও মিছিল। নোংরা দলীয় রাজনীতির বেলেল্লাপনা। শেষতক ভিক্ষের টাকায় স্বামীর লাশ নিয়ে গেলেন স্ত্রী তার গ্রামের বাড়ীতে। শেষ হয়ে গেল একটি স্বপ্ন, একটি পরিবার, একটি সংসার। সালামের মা রূপবান (৭০) পুত্র শোকে এখন মৃত্যু পথযাত্রী। তার স্ত্রী ও সন্তানদের কথা না-ইবা বললাম! স্বাধীন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দৃপ্ত প্রত্যয়ে রক্ত দিয়েছিল সালা-মের বাবা '৭১ সালে। আজ বাবার রক্তে গড়া সেই স্বাধীন বাংলার রাজপথে গণতন্ত্রের বলি হ'ল সালাম। এই কি ছিল মহান মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গিকার? তাইতো অস্ফুট স্বরে ভাষাহীন মায়ের তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ দেশের নেতাদের প্রতি, আমাদের সকলের প্রতি।

আব্দুস সালাম একটি উদাহরণ মাত্র। এভাবে হাযারো আব্দুস সালামের পরিবার নিঃস্ব হচ্ছে প্রতিদিন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের তৈরি করা এই বিভেদাত্মক রাজনৈতিক পদ্ধতি আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে বিষাক্ত করে তুলেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ক্রমশঃ বাড়ছেই। অর্থ ও ক্ষমতার মোহে অন্ধ নেতারা অস্ত্র ও পেশী শক্তির প্রতিযোগিতায় মত্ত। যার বলি হচ্ছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ প্রতিনিয়ত।

বর্তমানের দলীয় গণতন্ত্র তথা সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা বিশ্ব ব্যাপী অশান্তির জন্য দায়ী। প্রচলিত দল ও প্রার্থী ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির ফলে প্রতিটি নির্বাচনে ও নির্বাচনোত্তর সময়ে অসংখ্য মানুষকে প্রাণ দিতে হচ্ছে। আর্থিক অপচয় তো আছেই। অথচ ইসলামী পদ্ধতিতে দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন সম্পন্ন হলে বর্তমানের এই দুর্দশা গ্রস্থ অবস্থা হ'তে সমাজ নিষ্কৃতি পেত। নিরাপদ সামাজিক জীবন ফিরে আসত।

দুর্ভাগ্য ইসলামী দলগুলোর। তারাও প্রচলিত এ গণতন্ত্রের জোয়ারে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। ইসলামী হুকুমত কায়েমের নাম করে মানুষের দ্বারে দ্বারে ভোট ভিক্ষা চাচ্ছেন। ক্ষমতার মোহে বাতিলের সাথে আপোষ করতে এমনকি মিথ্যা প্রচারণা চালাতেও কুণ্ঠিত হন না। অথচ ইসলাম কখনো দল ও প্রার্থী ভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতিকে সমর্থন করেনি। এ বিষয়ে মহ-ানবী (ছাঃ) -এর স্পষ্ট ঘোষণা হচ্ছে...... যারা নেতৃত্ব চায় বা নেতৃত্বের লোভ করে, আল্লাহর কসম! তাদেরকে আমরা নেতৃত্ব দেই না....(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)।

আমরা মনে করি, ইসলামী হুকুমত কায়েমের আন্দোলন ইসলামী পন্থায়ই হওয়া উচিত। ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কোন পথে আর যাই হোক ইসলাম কায়েম হ'তে পারে না। ইসলামের এই চরম দুর্দিনে দলমত নির্বিশেষে সকলকে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে বাতিলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানাই। আল্লাহ সকলকে তাওফীক দিন- আমীন!!

দরসে কুরআন

তাবলীগে দ্বীন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

يَاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ، إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ -

১. উচ্চারণঃ ইয়া আইয়ুহার রাসূলু বাল্লিগ মা উনযিলা ইলাইকা মির রব্বিকা; ওয়া ইন্ লাম তাফ'আল ফামা বাল্লাগতা রিসা-লাতাহু; ওয়াল্লা-হু ইয়া'ছিমুকা মিনান্না-সি; ইন্নাল্লা-হা লা ইয়াহ্‌দিল ক্বাওমাল কা-ফিরীনা।

২. অনুবাদঃ হে রাসূল! পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। যদি আপনি তা না করেন, তবে আপনি তাঁর 'রেসা-লাত' পৌঁছে দিলেন না; আল্লাহ আপনাকে মানুষের (দুষ্কৃতি) থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না' (মায়েদাহ ৬৭)।

৩. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(১) ***ইয়া আইয়ুহার রাসূলু*** (يَاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ)-'হে রাসূল'! ইয়া আইয়ুহা (يَاأَيُّهَا) সম্বোধন সূচক অব্যয় বা 'হরফে নেদা'। 'আলিফ লাম' দ্বারা নির্দিষ্টকৃত সম্বোধিত ব্যক্তি বা 'মুনাদা' (المنادى المعرف باللام) -এর পূর্বে 'ইয়া আইয়ুহা' হরফে নেদা বসে থাকে। এখানে 'আর-রাসূল' (الرسول) 'আলিফ-লাম' দ্বারা নির্দিষ্টকৃত হওয়ার কারণে তার পূর্বে 'ইয়া আইয়ুহা' বসেছে। স্ত্রীলিঙ্গে 'আইয়াতুহা' (أَيَّتُهَا) শব্দটি মূলতঃ اى ও هاء التشبيه দ্বারা যুক্ত (أَيُّهَا)। আর-রাসূল' -এর পূর্বে 'আলিফ-লাম' নির্দিষ্টবাচক হরফ বসানোর ফলে এখানে সম্বোধন দ্বারা কেবলমাত্র রাসূল মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বুঝানো হয়েছে। একইভাবে পরবর্তীকালে উম্মতের সকল ওলামায়ে দ্বীন এই সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত (কুরতুবী)।

(২) ***বাল্লিগ*** (بَلِّغْ)-'পৌঁছে দিন'। বালাগ' (بلاغ) অর্থ ঃ পৌঁছে দেওয়া।সেখান থেকে 'বাবে তাফ'ঈল' (باب تفعيل) -এর মাছদার 'তাবলীগ' (تبليغ) হ'তে امرحاضر معروف বা আদেশ সূচক একবচনের ক্রিয়া 'বাল্লিগ' (بَلِّغْ) হয়েছে। বাবে তাফ'ঈল -এর আধিক্য বোধক خاصه বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এর সঠিক অর্থ দাঁড়াবে 'আপনি ভালভাবে পৌঁছে দিন'।

(৩) ***মা উন্‌যিলা ইলাইকা*** (مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ) - 'যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার নিকটে'। 'মা' (ما) 'ইসমে মওছূল মুশতারাক' অবিবেকী প্রাণী বা বস্তুর পুং, স্ত্রী, দ্বিবচন ও বহু বচনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা রাসূলের প্রতি আল্লাহর পক্ষ হ'তে যা কিছু 'অহি' নাযিল হয়েছে, সবকিছুকে বুঝানো হয়েছে। চাই তা অহিয়ে মাত্‌লু বা কুরআন হৌক, কিংবা অহিয়ে গায়ের মাত্‌লু বা হাদীছ হৌক। পূর্বে উল্লেখিত কোন বিষয়ের পুনরুল্লেখ বুঝানোর জন্য 'ইসমে মওছূল' ব্যবহৃত হয়। এখানে 'মা' ইসমে মওছূল ব্যবহারের মাধ্যমে ইতিপূর্বে উল্লেখিত 'তাবলীগ' -এর বিষয়টি পুনরুল্লেখ করে বলা হচ্ছে যে, 'আপনি পৌঁছে দিন মানুষের নিকটে ঐসব বিষয় যা আপনার নিকটে অবতীর্ণ হয়েছে আপনার প্রভুর পক্ষ হ'তে'।

(৪) ***ওয়া ইন্ লাম তাফ'আল*** (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ) -'যদি আপনি না করেন'। 'ইন্' শর্তবোধক অব্যয়। পরের বাক্যটি পূর্ববর্তী শর্তবোধক বাক্যের জওয়াবে এসেছে- *ফামা বাল্লাগ্‌তা রিসা-লাতাহু* 'তাহ'লে আপনি তাঁর 'রিসা-লাত' পৌঁছে দিলেন না'। অর্থাৎ রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেন না। পূর্বের বাক্যটি 'শর্ত' ও পরের বাক্যটি 'জাযা'। উভয়ে মিলে পূরা বাক্যটি جمله شرطيه বা শর্ত সূচক বাক্যে পরিণত হয়েছে। বাক্যটির মধ্যে তাকীদ রয়েছে রাসূলের প্রতি, যাতে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে সর্বদা সজাগ থাকেন। একইভাবে তাকীদ রয়েছে ওলামায়ে দ্বীনের প্রতি, যাতে তাঁরা তাবলীগের গুরু দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন (কুরতুবী)।

(৫) ***ইয়া'ছিমুকা*** (يَعْصِمُكَ)- 'রক্ষা করবেন তিনি আপনাকে'। عَصَمَ يَعْصِمُ عَصْمًا অর্থঃ রক্ষা করা, নিরাপদ রাখা ইত্যাদি। এখানে রক্ষা করা বলতে শত্রুদের ধ্বংসকারী চক্রান্ত হ'তে রাসূলকে ও তাঁর আনীত দ্বীনকে নিরাপদ রাখা বুঝানো হয়েছে।

শানে নুযূলঃ অত্র আয়াতের শানে নুযূল হিসাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জেগে ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম,

আপনার কি হয়েছে হে আল্লাহ্‌র রাসূল? তখন তিনি বললেন, لَيْتَ رجلا صالحا من أصحابى يَحْرُسُنِى اللَّيْلَةَ 'যদি আমার ছাহাবীদের মধ্যে কোন যোগ্য ব্যক্তি আজ রাতে আমাকে পাহারা দিত'। এমতাবস্থায় অস্ত্রের ঝনঝন শব্দ শোনা গেল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বল্লেন, কে? জওয়াব এলো, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ। جِئْتُ لأَحْرُسَكَ يا رسول الله 'এসেছি আপনাকে পাহারা দেওয়ার জন্য হে আল্লাহ্‌র রাসূল'। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দো'আ করলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এরপরে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর ঘুমের আওয়ায শুনতে পেলাম'।[১] ঘটনাটি ২য় হিজরী সনের।- (ঐ)

এতদ্ব্যতীত গাওরাছ ইবনুল হারিছ -এর প্রসিদ্ধ ঘটনা যা আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বুখারী ও ইবনু হাব্বান কর্তৃক ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, যাতুর রিক্বা' (ذات الرقاع) যুদ্ধের এক অবসরে বৃক্ষতলে তন্দ্রাচ্ছন্ন নবীর ঝুলন্ত তরবারি হাতে নিয়ে উক্ত ব্যক্তি নবীকে হত্যা করতে উদ্যত হয় ও বলে যে, কে আপনাকে রক্ষা করবে? রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ'। এতে লোকটির হাত থেকে তরবারি পড়ে যায়।[২]

(৬) *লা ইয়াহ্‌দী* (لاَ يَهْدِى) -'হেদায়াত করেন না' هَدَى يَهْدِى هَدْيًا 'হেদায়াত' অর্থঃ রাস্তা দেখানো। পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ প্রেরিত হক ও কল্যাণের পথ প্রদর্শনকে হেদায়াত বলা হয়। এখানে 'আল্লাহ হেদায়াত করেন না' অর্থ বান্দা হেদায়াতের পথে চলে না।

হেদায়াতের তিনটি স্তর রয়েছে। ১ম স্তরে সমগ্র সৃষ্টিজগত অন্তর্ভুক্ত। কেননা সকল সৃষ্টির মধ্যেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র পথের দিকে যাওয়ার একটি সাধারণ আকর্ষণ বা অনুভূতি রয়েছে। ২য় স্তরে রয়েছে জিন ও ইনসান জাতি। অন্যান্য সকল সৃষ্টির তুলনায় এদের মধ্যেই বুদ্ধি, অনুভূতি ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হয়েছে। এদেরকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় পরিচালনার জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। যারা নবীদের আহবানে সাড়া দিয়েছে, তারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে। যারা প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা কাফের হয়েছে। ৩য় স্তরের হেদায়াত হ'ল মুমিন ও মুত্তাক্বীদের জন্য। এখানে নেক আমলের প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। যার নেক আমল যত বেশী হয়, তার হেদায়াত তত বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে নবী-রাসূল, আলেম, শহীদ, সকল পর্যায়ের মুমিন আল্লাহ্‌র বিশেষ তাওফীক ও রহমত কামনা করে থাকেন।

একারণে 'ইহ্‌দিনাছ ছিরা-ত্বাল মুস্তাক্বীম' আয়াত বা দো'আটি সূরায়ে ফাতিহার মাধ্যমে সকল মুমিন সর্বদা ছালাতে পাঠ করে থাকেন। বুঝা গেল যে, 'হেদায়াত' কথাটি সাধারণ স্তর হ'তে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সকল পর্যায়ের মানুষের জন্য প্রযোজ্য। সকলের প্রতিই আল্লাহ্‌র কমবেশী 'হেদায়াত' রয়েছে। তবে বর্তমান আয়াতে 'কাফেরদেরকে আল্লাহ হেদায়াত করেন না' বলে হেদায়াতের ২য় স্তরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ হেদায়াতের পথে তারা চলে না বা তাদের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে না।

এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন। সে ইচ্ছা করলে মুমিন হ'তে পারে, ইচ্ছা করলে কাফেরও হ'তে পারে (দাহ্‌র ৩)। কিন্তু উপরোক্ত আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গিতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ হেদায়াত না করার কারণেই লোকেরা কাফের হয়েছে। এ বিষয়ে তারা বাধ্য বা অপারগ। মূলতঃ এর অর্থ তা নয়। বরং এর প্রকৃত অর্থ এই যে, তিনি কাউকে কাফের বা মুমিন হ'তে বাধ্য করেন না। যদি তাই করতেন, তাহ'লে পৃথিবীর সকল মানুষকে তিনি মুমিন করে নিতেন। কিন্তু সেটা করলে ভাল-মন্দ পরীক্ষার কোন দরকার ছিলনা। জান্নাত- জাহান্নামেরও কোন প্রয়োজন হ'ত না। জগত সংসারের যাবতীয় প্রতিযোগিতা ও উন্নয়নের গতি রুদ্ধ হ'য়ে যেত। তবে যেহেতু আল্লাহ মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয় কাজের ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু মানুষ কুফরী করলে এবং আল্লাহ তাতে বাধা না দিলে সেটা শেষতক আল্লাহ্‌র দিকেই গড়ায়। আর সে হিসাবেই 'তিনি কাফেরদেরকে হেদায়াত করেন না' কথাটি যুক্তিযুক্ত হয়।

(৭) *কা-ফেরীন* (الْكَافِرِيْنَ) 'কাফিরদিগকে'। كَفَرَ يَكْفُرُ كُفْرًا অর্থঃ কোন বস্তু গোপন করা, না-শোকরী করা, ইনকার করা, আল্লাহ্‌কে না মানা ইত্যাদি। আল্লাহ্‌কে 'হক' জেনেও তাঁকে বা তাঁর প্রেরিত রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করার কারণেই এদেরকে 'কাফির' বলা হয়। এই কাফিরগণ ঈমানদারগণের বিপরীত। এরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। ঈমান আনার পরেও যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগ করে, হাদীছে তাদেরকেও 'কাফির' বলা হয়েছে। কিন্তু এই কাফিরগণ দ্বীন থেকে খারিজ নয় ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়।[৩] বরং ঈমানের বরকতে ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সর্বশেষ শাফা'আতের কারণে আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে এরা শেষ পর্যায়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৪]

১. আহমাদ, বুখারী ও মুসলিম, তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৮১ পৃঃ; তাফসীরে কুরতুবী ৬/২৪৪।
২. ইবনু কাছীর, কুরতুবী; ছাহাবীগণ লোকটিকে ভীষণভাবে ধমকান। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তাকে ছেড়ে দেন'। -বুখারী 'মাগাযী' অধ্যায় ২য় খণ্ড পৃঃ ৫৯৩।
৩. মিরক্বাত ২য় খণ্ড পৃঃ ১১৪।
৪. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭৩; বুখারী, মিশকাত হা/৫৫৮৪, ৫৫৮৫ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়; বুখারী 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় (মীরাট ছাপা) ২/৯৭২ পৃঃ।

অবশ্য ঈমান আনার পরেও যারা শিরক করেছে এবং ছালাত, যাকাত, ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদির ফরযিয়াতকে ইনকার করেছে, তারা ঈমানের গণ্ডীমুক্ত হয়েছে ও তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত করেন না।

৪. সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ তাবলীগে দ্বীন -এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপরে অত্র আয়াতটি অতীব গুরুত্বের দাবী রাখে। অত্র আয়াতে আল্লাহ স্বীয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রিসালাতের গুরু দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে বিশেষভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন তাঁর নিকটে প্রেরিত যাবতীয় 'অহি' বা প্রত্যাদেশকে যথাযথভাবে মানবজাতির নিকটে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। যদিও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে মোটেই কার্পণ্য বা অলসতা করেননি। বরং সর্বোত্তম ভাবে তিনি তাঁর উপরে অর্পিত মহান দায়িত্ব সর্বাধিক সততা ও আমানতদারীর সাথে আদায় করেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি বলেন,

مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ محمداً كَتَمَ شيئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ عليه فقد كَذَبَ 'যদি কেউ তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ তাঁর উপরে অবতীর্ণ বিষয় সমূহের কিছু অংশ গোপন করেছেন, তবে সে মিথ্যা বলেছে'। অতঃপর তিনি অত্র আয়াতটি পাঠ করে শুনান।[৫] হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তেও অনুরূপ মর্মের বর্ণনা এসেছে।[৬]

এই আয়াতটি শী'আদের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ স্বরূপ। কেননা তারা ধারণা করে যে,

إن النبىَّ صلي اللّٰه عليه و سلم كَتَمَ شيئًا من أمرِ الدين تَقِيَّةً

'নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনী বিষয়ের কিছু কিছু অংশ গোপন করেছেন ভয়ে 'তাক্বিয়া' নীতির অনুসরণে (কুরতুবী)। 'তাক্বিইয়াহ' অর্থঃ পরহেযগারী করা, বিরত হওয়া, ভয় করা। 'জান, মাল বা অন্য কোন কারণে সত্য গোপন করা তাদের মতে ইসলামী শরীয়তের একটি ওয়াজিব বিষয়। এই মিথ্যাচার ও কপটতাকেই অন্যভাবে তারা 'তাক্বিইয়াহ' বলে থাকেন।[৭] যেমন তারা বলেন যে, অত্র আয়াতটি মূলতঃ আলী (রাঃ)-কে খেলাফতে সমাসীন করার বিষয়ে লোকেদের নিকটে প্রচার করে দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর প্রতি নির্দেশ আকারে নাযিল হয়।

৫. বুখারী, কিতাবুত তাফসীর পৃঃ ৬৬৪।
৬. ইবনু আবী হাতেম, ছহীহ বুখারী, তাফসীর ইবনে কাছীর।
৭. ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-শী'আ ওয়াস সুন্নাহ্ (লাহোরঃ ইদারা তারজুমানুস সুন্নাহ্ ২৪শ সংস্করণ ১৪০৪/১৯৮৪) পৃঃ ১৮১।

কিন্তু পরে আবুবকর (রাঃ) ও তাঁর সাথীগণ উক্ত আয়াত থেকে 'আলী' নামটি মুছে দেন (নাঊযুবিল্লাহ)। তাদের মতে মূল আয়াতটি ছিল নিম্নরূপ- بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ فِي عَلِيٍّ- অর্থাৎ পৌঁছে দিন আপনি যা নাযিল হয়েছে আপনার নিকটে আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে আলী সম্পর্কে।[৮] অথচ তিনি যে রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন ও সকলের নিকটে অহি-র বিধান ও দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন, তার সাক্ষ্য তিনি গ্রহণ করেছেন পৃথিবীতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের সেরা মানুষদের সর্বাধিক বড় ও মহাসম্মেলনে বিদায় হজ্জে উপস্থিত অন্যূন ৪০,০০০ হাযার ছাহাবীর নিকট থেকে।[৯] ছহীহ মুসলিমে হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, হে জনগণ! তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। বল তোমরা সেদিন কি বলবে? সমবেত ছাহাবীগণ সমস্বরে বলে উঠলেন, نشهد أنك قد بلَّغتَ وأدَّيتَ و نصحتَ 'আমরা সাক্ষ্য দিব যে, নিশ্চয়ই আপনি পৌঁছে দিয়েছেন, দায়িত্ব পালন করেছেন ও উপদেশ প্রদান করেছেন'। এর পরে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে জনগণের দিকে ইশারা করে কয়েকবার বলেন, اللهم هل بلَّغتُ ؟ 'হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? অন্য বর্ণনায় এসেছে 'আল্লাহুম্মা ফাশ্‌হাদ' হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক।[১০]

এত বড় সাক্ষ্য গ্রহণের পরেও 'বর্তমান কুরআনের চেয়ে আসল কুরআন তিনগুণ বড় ছিল'। 'সেই কুরআনের একটি হরফও এই কুরআনে নেই। মূল কুরআনে ১৭,০০০ হাযার আয়াত ছিল। সবগুলোকে মুছে দেওয়া হয়েছে ও গোপন করা হয়েছে'[১১] - এমন ধরণের উদ্ভট কথা বলা সন্দেহ বাতিকে আক্রান্ত শী'আ আলেম ও তাদের অনুসারী কিছু লোক ছাড়া কারু পক্ষে সম্ভব কি?

وَ إِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ 'যদি তা না করেন, তাহ'লে আপনি তাঁর রিসালাত পৌঁছে দিলেন না' -আয়াতাংশের মাধ্যমে তাবলীগে দ্বীনের ব্যাপারে রাসূল

৮. ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-শী'আ ওয়াল কুরআন (লাহোরঃ ইদারা তারজুমানুস সুন্নাহ, ৩য় সংস্করণ ১৪০৩/১৯৮৩) পৃঃ ২১৭।
৯. বুখারী ইমাম যুহরী হ'তে; ইবনু কাছীর।
১০. রাযী, তাফসীর কাবীর ১২/৪৯ পৃঃ।
১১. ইহসান ইলাহী যাহীর, আশ-শী'আ ওয়াস সুন্নাহ (লাহোরঃ ইদারা তারজুমানুস সুন্নাহ, ২৪শ সংস্করণ ১৪০৪/১৯৮৪) পৃঃ ৮০-৮১।

(ছাঃ) -এর উপরে অধিক তাকীদ করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ ভাল করেই জানেন যে, তাঁর রাসূল (ছাঃ) যথাসাধ্য দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) অত্র আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, 'যদি আপনি আপনার উপরে নাযিলকৃত আয়াত সমূহের কোন একটি আয়াত গোপন করেন, তাহ'লে আপনি রিসালাত পৌঁছে দিলেন না' (ইবনু কাছীর)। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ শেষে উম্মতের নিকট থেকে সাক্ষ্য গ্রহণের পর তিনি বলেন, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ 'উপস্থিতগণ যেন অনুপস্থিতগণের নিকটে পৌঁছে দেয়।'[১২]

অন্যত্র বলা হয়েছে بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً 'একটি আয়াত জানা থাকলেও তা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও'।[১৩] এখানে 'আয়াত' বলে কুরআন প্রচারের দিকে ইঙ্গিত করা হ'লেও হাদীছ প্রচারের বিষয়টি আপনা থেকেই এসে গেছে। কেননা কুরআন 'অহিয়ে মাত্লু' (আবৃত্ত অহি) এবং হাদীছ 'অহিয়ে গায়র মাত্লু' (অনাবৃত্ত অহি)। দু'টিই আল্লাহ্র অহি। একটি অহি প্রচারের নির্দেশ অপরটির উপরে আপনা থেকেই এসে যায়। অধিক গুরুত্বের বিবেচনায় এখানে 'আয়াত' কথাটি পেশ করা হয়েছে মাত্র। ইমাম ত্বীবী (মৃঃ ৭৪৩ হিঃ) বলেন, এর মাধ্যমে ইলমের প্রচার-প্রসার ও হাদীছের তাবলীগের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যেমন- ছাহেবে মাছাবীহ ইমাম বাগাভী (৪৩৫-৫১৬ হিঃ) ও ছাহেবে মাশারেকুল আনওয়ার ইমাম হাসান ছাগানী লাহোরী (৫৭৭-৬৫০ হিঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিছগণের অভ্যাস ছিল জনগণের সম্মুখে হাদীছের তাবলীগ করা'।[১৪] ছাহাবা ও তাবেঈগণ রাসূলের হাদীছকে বিরাট আমানত মনে করতেন ও তা যথাসাধ্য জনগণের নিকটে পৌঁছানোর চেষ্টা করতেন। ছহীহ বুখারীতে হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে, 'গোনাহগার হওয়ার ভয়ে মু'আয বিষয়টি মৃত্যুর সময় সবাইকে বলে যান'।[১৫]

ইমাম রাযী (৫৪৪-৬০৬ হিঃ) বলেন যে, আমি মনে করি 'আপনি রিসালাত পৌঁছে দিলেন না'- এরূপ অর্থ না করে এ আয়াতাংশের তাফসীর নিম্নের কবিতার তাৎপর্যের ন্যায় হবে। যেখানে বলা হয়েছে, أَنَا أَبُو النَّجْمِ وَ شِعْرِي شِعْرِي 'আমি আবু নাজ্ম। আমার কবিতাই কবিতা'। অর্থাৎ আমার কবিতা অলংকার ও বিশুদ্ধতার এমন উচ্চমানে পৌঁছে গেছে যার উপরে আর হয় না। অনুরূপভাবে এখানে আল্লাহ বলছেন, যদি আপনি পৌঁছে না দেন, তবে সেটা পৌঁছানোই নয়। অর্থাৎ আপনি যেভাবে ঝুঁকি নিয়ে ও যথার্থভাবে রিসালাত পৌঁছে দিচ্ছেন, এর উপরে হ'তেই পারে না। এই আয়াতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সর্বোচ্চ তাবলীগী দায়িত্ব পালনের প্রশংসা করা হয়েছে।[১৬]

ইমাম ইবনু শিহাব যুহরী (৫০-১২৪ হিঃ) বলেন, مِنَ اللهِ الرِّسَالَةُ وَ عَلَى الرَّسُولِ الْبَلاَغُ وَ عَلَيْنَا التَّسْلِيمُ 'আল্লাহ্র দায়িত্ব রিসালাত প্রেরণ করা, রাসূলের দায়িত্ব পৌঁছানো ও আমাদের দায়িত্ব তা মেনে নেওয়া' (তাফসীর ইবনে কাছীর)।

উপরোক্ত আয়াতে মুমিনদের দু'টি বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।-

১. দ্বীনের প্রচার ও প্রসার বা তাবলীগে দ্বীন।
২. তাবলীগের বিষয়বস্তু নির্ধারণ।

দ্বীনের প্রচার ও প্রসার বিষয়ে অন্যান্য আয়াত ও হাদীছে অসংখ্যবার বর্ণিত হয়েছে। কেননা ইসলাম মূলতঃ একটি প্রচার ভিত্তিক ধর্ম। প্রচার ব্যতীত ইসলাম টিকে থাকতে পারে না। এ দায়িত্ব সকল মুসলমানের। যারা যত বেশী জ্ঞান ও বিদ্যার অধিকারী, তাদের দায়িত্ব তত বেশী। যারা অন্ততঃ এতটুকু জানেন যে, মিথ্যা বলা মহাপাপ। তিনি অন্যের নিকটে অতটুকু প্রচার করবেন। দ্বীনের প্রচারের দায়িত্ব সকল মুমিনকে সর্বাবস্থায় পালন করতে হবে। নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে পুরা মুসলিম উম্মাহ একটি তাবলীগী কাফেলা। যাদের দায়িত্ব হ'ল নিজেদের আত্মসংশোধনের সাথে সাথে পুরা বিশ্ব মানবতার নিকটে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছানো ও তাদেরকে জান্নাতের পথ দেখানো। তাবলীগে দ্বীনের এ মহান ও গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য যার যা আছে তাই নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আধুনিক জাহেলী সমাজকে ইসলামী সমাজে পরিবর্তন করতে হবে। দুনিয়া নয় আখেরাত ভিত্তিক চিন্তাধারার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে। দুনিয়ার জন্য স্বার্থান্ধ মানুষগুলোকে জান্নাতের জন্য ত্যাগী মানুষে পরিণত করতে হবে।

পদ্ধতি সমূহঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বপ্রথম মক্কাতে ইবনুল আরক্বামের গৃহে গোপন দাওয়াত শুরু করেন। তারপর আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দেন। তারপর সকলের নিকটে প্রকাশ্য দাওয়াত শুরু করেন। অতঃপর মাদানী জীবনে মূলতঃ মসজিদে নববীতে বসে তাবলীগী দায়িত্ব পালন করতেন। বিভিন্ন স্থানে সেখানকার লোকদের আমন্ত্রণে দাওয়াতী কাফেলা পাঠিয়েছেন। কখনো কাফেলা সমেত দুশমনদের হাতে

১২. আহমাদ, বুখারী, ইবনু কাছীর।
১৩. বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮ 'ইল্ম' অধ্যায়।
১৪. মিরক্বাত ১ম খণ্ড পৃঃ ২৬৪-৬৫।
১৫. বুখারী 'ইল্ম' অধ্যায়; মুসলিম 'ঈমান' অধ্যায়।
১৬. মুহাম্মাদ বিন ওমর ওরফে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, তাফসীরুল কাবীর (মিসরঃ বাহিইয়াহ প্রেস, ১ম সংস্করণ ১৩৫৭/১৯৩৮) ১২শ খণ্ড পৃঃ ৪৮।

শহীদ হয়েছেন। তিনি তৎকালীন পৃথিবীর রাষ্ট্রনেতাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেছেন। তাঁর পত্র কেউ ছিঁড়ে ফেলেছে। তিনি ও তাঁর ছাহাবীগণ কখনো ব্যক্তিগতভাবে কখনো সমষ্টিগতভাবে কখনো মৌখিকভাবে কখনো লিখিতভাবে লোকদেরকে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। আমাদেরকেও তেমনি তাবলীগের সকল শারঈ তরীকা অবলম্বন করতে হবে। এজন্য সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বাধুনিক প্রচার কৌশল প্রয়োগ করতে হবে।

সাধারণভাবে সকলকেই এ দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একদল মুবাল্লিগ গড়ে তুলতে হবে। এজন্য যাদের পয়সা আছে, তাদের পয়সা দিতে হবে। ছাদকা কোন করুণা নয়। এটা দ্বীনের জন্য 'হক' বা অধিকার। আল্লাহ পাক কাউকে মাল দেন। কাউকে ইলম দেন। কাউকে লেখনীর শক্তি দেন, কাউকে বাগ্মীতার শক্তি দেন; যার মাল আছে, তার মাল তার নয়। বরং আল্লাহ্‌র। যদি সে ব্যক্তি তার মাল দ্বীনের মুবাল্লিগদের পিছনে ব্যয় করতে কৃপণতা প্রদর্শন করে অথবা এটাকে তার কর্তব্য বলে মনে না করে, তবে ঐ মাল ক্বিয়ামতের মাঠে তার কাল হয়ে দেখা দেবে। যার লেখনী বা বাগ্মীতার শক্তি আছে বা ইলমের যোগ্যতা আছে, তাকে তার ঐ ক্ষমতা ও প্রতিভাকে অবশ্যই নিঃস্বার্থভাবে তাবলীগে দ্বীনের পথে ব্যয় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা'।[১৭]

আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) এখানে প্রথমে মালের কথা বলেছেন। তারপরে জান ও যবান। দেহের জন্য যেমন রক্তের প্রয়োজন, দাওয়াত ও সংগঠনের জন্য তেমনি মালের প্রয়োজন। আজকের মুসলমান ধনকুবের ও ব্যবসায়ীরা তাদের মাল অকৃপণভাবে ব্যয় করেন দুনিয়ার জন্য; কিন্তু আখেরাতের জন্য নয়। হ্যাঁ বিপদে পড়লে বা দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের জন্য বা পীর-ফকীরদের অসীলা ধরার জন্য লাখ লাখ টাকা খরচ করতে রাযী আছেন। সরকারী অফিসার ও কর্মকর্তাদের লাখ-লাখ টাকা ঘুষ দিতে রাযী আছেন। কিন্তু পরকালীন মুক্তির জন্য দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে তারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে চান না। দশটি টাকা ব্যয় করতে চান না। জনগণের রাজস্বে প্রতিপালিত সরকারী দায়িত্বে যারা আছেন, তারাও এব্যাপারে গাফেল। দেশ ও বিদেশে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দু'একটি ব্যতীত অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রের অবস্থা প্রায় একই রূপ। অথচ খেলার নামে এই সব রাষ্ট্রগুলি প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে থাকে। বলা যেতে পারে মূলতঃ গরীব আলেম সম্প্রদায় ও তাদের অনুসারী কিছু দ্বীনদার মুসলমানের মাধ্যমে ও কিছু কিছু ধর্মীয় সংগঠনের মাধ্যমে বর্তমানে তাবলীগে দ্বীনের কাজ চলছে। অথচ পাশাপাশি খৃষ্টান রাষ্ট্রগুলি ও তাদের দেশের ধনকুবেরগণ তাদের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় কোষাগারের একটি বৃহৎ অংশ তাদের ধর্ম প্রচারের জন্য ব্যয় করে যাচ্ছে। সমাজ কল্যাণের নামে বর্তমানে প্রায় ১৬০০০ হাযার এনজিও বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সূদভিত্তিক ঋণের জালে আবদ্ধ করে তাদেরকে স্থায়ী দরিদ্রে পরিণত করে চলেছে। অন্যদিকে মুসলমানদের ঈমান, আমল ও মূল্যবোধকে চিরতরে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসায়ের নাম করে বাংলার মাটিতে পা দিয়ে ১৯০ বছর এ দেশকে নিজেদের গোলাম করে রেখেছিল। বর্তমানে এইসকল এনজিও রাজনৈতিক দলগুলোকে পয়সা দিয়ে খরিদ করে প্রত্যেক দলীয় সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পথ বন্ধ করে রেখেছে। ফলে এরা এখন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাই এদের প্রচারের বিপরীতে আমাদের পক্ষ থেকে তাবলীগে দ্বীনের ব্যাপক ও বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যরূরী। নইলে সেদিন আর দূরে নয়, যেদিন এদেশ পুনরায় তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়ে বিদেশের ও বিজাতীয়দের গোলাম হবে। আমরা পুনরায় নিজেদের ঘরে বিদেশীদের বন্দুকের খোরাক হব।

অতএব আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে নিয়ে কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। আপনার অর্জিত হালাল মালের একটি অংশ দৈনিক আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াতের কাজে ব্যয় করুন। দৈনিক কিছু ভাইকে দ্বীনের দাওয়াত দিন। আল্লাহ তাওফীক দিলে দৈনিক কিছু দ্বীনী সাহিত্য পড়ুন। সম্ভব হ'লে লিখুন। সবার আগে নিজের মধ্যে ও নিজ পরিবারের মধ্যে দ্বীন কায়েম করুন। দেহকে হালাল খাদ্য দিন। রূহকে আখেরাতের খোরাক দিন। সন্তানদের মধ্যে দ্বীনী জাযবা সৃষ্টি করুন। নিজেকে ও নিজ গৃহকে আল্লাহ্‌র রহমত পাওয়ার যোগ্য করে তুলুন। ইনশাআল্লাহ আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টায় এই পুঁতিগন্ধময় নোংরা সমাজ আবার সুন্দর সুরভিত ইসলামী সমাজে পরিবর্তিত হবে।

২য় বিষয়টি হ'লঃ তাবলীগের বিষয়বস্তু নির্ধারণ। আল্লাহ পাক অত্র আয়াতে সুস্পষ্টভাবে স্বীয় রাসূলকে বলছেন,

بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ 'আপনি পৌঁছে দিন যা আপনার নিকটে নাযিল করা হয়েছে, আপনার প্রভুর পক্ষ হ'তে'। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তাবলীগের বিষয়বস্তু হবে কুরআন ও হাদীছ তথা অহি-র বিধান ও শিক্ষা সমূহ।

---

১৭. নাসাঈ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৮২১; 'জিহাদ' অধ্যায়।

তাবলীগের ফযীলতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি মুবাল্লিগ এবং আল্লাহ হেদায়াত করে থাকেন' (আহমাদ ৪/১০১ পৃঃ)। তিনি বলেন, যদি একজন লোককেও আল্লাহ তোমার মাধ্যমে পথ প্রদর্শন করেন, তবে সেটি তোমার জন্য (সর্বোত্তম) লাল উট কুরবানী করার চেয়ে উত্তম হবে'।[১৮]

প্রচলিত তাবলীগঃ এক্ষণে আসুন যারা আমরা প্রচলিত 'তাবলীগে' জান ও মাল ব্যয় করছি, তারা একবার নিজেদের আয়েনায় নিজেদের চেহারাটা দেখে নিই। আমরা যখন আল্লাহ্‌র দেওয়া জান ও আল্লাহ্‌র দেওয়া মাল আল্লাহ্‌র দ্বীনের তাবলীগের জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি, তখন আমরা কি বিষয়ে তাবলীগ করি? মুখে বলা হয় দ্বীনের তাবলীগ করছি। আসলে কি তাই? আমাদেরকে ঘর থেকে বের করে নেওয়ার জন্য প্রথমেই যার লোভ দেখানো হয়, সেটা হ'ল 'ফাযায়েল'। কোটি কোটি গুণ ছওয়াব ও ফাযায়েলের লোভে উদ্বুদ্ধ করে 'চেল্লা'-র নামে ৪০ থেকে ১২০ দিন পর্যন্ত কাউকে এক বৎসর যাবৎ ঘর থেকে বের করে নেওয়া হয়। তাকে তার পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়। এইভাবে দেশের একটি বিরাট সংখ্যক কর্মশক্তিকে পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছে। এরপরে তাকদীরের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তার আক্বীদার মধ্যে অদৃষ্টবাদের বীজ এমনভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে, 'নাহি আনিল মুনকার'-এর জাযবা সে হারিয়ে ফেলে। সমাজের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার হিম্মত ও সাহস সে হারিয়ে ফেলে। কারণ 'কিছু হইতে কিছু হয় না; যা কিছু হয় আল্লাহ হইতে হয়'। ফলে একদিকে যেমন অর্থনৈতিকভাবে দেশ পঙ্গু হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও ইসলামের বিরুদ্ধে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াবার চেতনাকে মেরে ফেলে দেশকে বিদেশের গোলামে পরিণত করার দূরদর্শী বিজাতীয় পরিকল্পনার নীল-নকশা বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এরা বলেন, রাসূলের তরীকায় শান্তি। অথচ 'চেল্লা'য় গমন করা কখনো রাসূলের তরীকা নয়। 'চেল্লা'র নামে সংসারের দায়িত্ব থেকে দূরে যাওয়া রাসূলের তরীকা নয়। ফাযায়েলের নামে মিথ্যা ও জাল হাদীছ বর্ণনা করা রাসূলের তরীকা নয়। ছহীহ হাদীছের অনুসরণ বাদ দিয়ে 'মুরব্বী ও বুযর্গের' কথার অন্ধ অনুসরণ করা রাসূলের তরীকা নয়। কুরআন-হাদীছ বাদ দিয়ে জীবনভর 'তাবলীগী নেছাবে'র প্রচার করা রাসূলের তরীকা নয়। 'ইলম' অর্জনের জন্য হাদীছপন্থী আলেমগণের নিকটে না গিয়ে তাবলীগী কাফেলার 'আমীর' ও 'মুতাকাল্লিম' (বক্তা)-দের ভিত্তিহীন গালগল্প শোনা রাসূলের তরীকা নয়। নিজ পরিবার ও নিজ প্রতিবেশীদের বাদ রেখে সারা দেশে ও সারা বিশ্বে তাবলীগে মাসের পর মাস সময় ব্যয় করা কখনোই নবীর তরীকা নয়। বরং অহেতুক সময় ও অর্থ অপচয়ের জন্য এবং পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব ফাঁকি দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে কৈফিয়ত দিতে হবে।

বৃটিশ ভারতে উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরের মাযাহেরুল উলূম মাদরাসার জনৈক শিক্ষক 'ফাযায়েলের' কেতাব লিখে মুসলমানদেরকে জিহাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে মুখ ফিরিয়ে ফাযায়েলের লোভ দেখিয়ে রাস্তায় রাস্তায় 'গাশতে' নামতে ও এভাবে 'দ্বীনের মেহনত' করতে উদ্বুদ্ধ করেন- যা আজও চলছে সমান গতিতে। সেদিন যেমন দখলদার ইংরেজ সরকার তাদের স্বার্থে এই ফাযায়েলী গ্রুপকে উদারভাবে সমর্থন দিয়েছিল, আজও তেমনি দেশ ও বিদেশের ইসলাম বিরোধী দল ও সরকার গুলো এদেরকে অকৃপণভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়ে থাকে। অথচ জীবনভর তাবলীগ করে ও হাযার হাযার টাকা ব্যয় করেও এরা নবীর তরীকায় ছহীহ হাদীছ মোতাবেক ছালাত আদায় করতে শিখে না। বর্তমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে হতাশাগ্রস্ত মানুষ ক্রমেই এদের মিঠা কথায় ঝুঁকে পড়ছে। অথচ এরা কি প্রচার করছে? সে কি আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত অহি-র বিধান? তাদের দেওয়া তা'লীম ও 'বয়ান' কি আল্লাহ প্রেরিত অহি-র তালীম ও বয়ান? হে তাবলীগ-পাগল সরল মুমিন! একবার খুলে দেখুন আপনার হাতে রাখা ঐ তাবলীগী নেছাবের মধ্যে কি বিষ লুকিয়ে আছে। ওর মধ্যে আছে যঈফ, মওযূ ও জাল হাদীছ, মিথ্যা স্বপ্ন আর শিরক ও বিদ'আতী আক্বীদার হলাহল। কুরআনের আয়াত ও দু'একটা ছহীহ হাদীছ পাওয়া গেলেও অপব্যাখ্যা দিয়ে তার মূল রূহকে হত্যা করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ)-এর নামে সন্দেহযুক্ত ও মিথ্যা হাদীছ রটানোর পরকালীন শাস্তি জাহান্নাম.. তা নিশ্চয়ই সবার জানা আছে। তিনি বা তাঁর ছাহাবীগণ যে ব্যাখ্যা দেননি সেই ব্যাখ্যা দেওয়া, তাঁরা যে তরীকায় তাবলীগ করেননি সেই তরীকায় তাবলীগ করা- এক কথায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ যে তরীকায় ছিলেন, তার বাইরে যারা চলবে তারা মুক্তিপ্রাপ্ত দলের বাইরে থাকবে, এ হাদীছটিও নিশ্চয়ই সকলের জানা আছে।

অতএব প্রচলিত বিদ'আতী তাবলীগ থেকে তওবা করে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র তাবলীগ শুরু করুন। বানোয়াট 'তাবলীগী নেছাব' ছেড়ে ছহীহ হাদীছের নেছাব ধরুন। আপনার তাবলীগী জোশ ও ত্যাগী হৃদয়কে ছহীহ তরীকায় নিয়োজিত করুন। ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি পাবেন ইনশাআল্লাহ। নিজ জীবনে, নিজ পরিবারে, নিজ সমাজে, নিজ রাষ্ট্রে আসুন আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত সত্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ কায়েম করি। যে সত্যের মধ্যে মিথ্যার লেশমাত্র নেই, আসুন সেই মহা সত্যের তাবলীগ করি। তারই তা'লীম নেই। হাদীছপন্থী যোগ্য আলেমের নিকটে নতজানু হয়ে বসি। সর্বদা কুরআন-হাদীছ পড়ি। সেই অভ্রান্ত দ্বীনের পথে মানুষকে ডাকি। সেই দ্বীনকে কথার মাধ্যমে, কলমের মাধ্যমে, সংগঠনের মাধ্যমে মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!!

---

১৮. বুখারী 'ইলম' অধ্যায়, মুসলিম 'ফাযায়েলে ছাহাবা' অধ্যায়।

দরসে হাদীছ

আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: قَالَ اللّٰهُ تعالى أَنْفِقْ يا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عليكَ - متفق عليه

১. **উচ্চারণঃ** ক্বা-লাল্লা-হু তা'আলাঃ আন্‌ফিক্ব ইয়া ইব্‌না আ-দামা! উন্‌ফিক্ব আলায়কা'।

২. **অনুবাদঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, 'আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি দান কর। আমি তোমাকে দান করব'।[১]

৩. **শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ** (১) *ক্বা-লাল্লা-হু তা'আলা* (قَالَ اللّٰهُ تعالى)ঃ 'মহান আল্লাহ বলেন'। হাদীছের মধ্যে যখন 'আল্লাহ বলেন' বলে বক্তব্য শুরু হয়, তখন সে হাদীছটি 'হাদীছে কুদ্‌সী' হয়ে যায়। যার ভাব ও ভাষা সবই আল্লাহর হয়। হাদীছে কুদ্‌সী খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(২) *আন্‌ফিক্ব* (أَنْفِقْ)ঃ 'তুমি খরচ কর'। মাদ্দাহ النفقة অর্থ ব্যয়, খরচ, দান ইত্যাদি। সেখান থেকে বাবে ইফ'আল (باب إفعال) -এর মাছদার 'আল ইনফা-ক্ব' (الإنفاق) 'খরচ করা, দান করা। উক্ত বাব হ'তে আদেশ সূচক ক্রিয়া বা امر حاضر معروف। একবচনে 'আন্‌ফিক্ব' অর্থঃ তুমি খরচ কর বা দান কর।

(৩) *ইয়া ইব্‌না আ-দামা* (يا ابْنَ آدَمَ)ঃ 'হে আদম সন্তান!' বাক্যাংশটি 'মুনাদা মুযাফ' (المنادى المضاف) হয়েছে। 'ইয়া' সম্বোধন সূচক অব্যয় বা 'হরফে নিদা' ইব্‌না আ-দামা- সম্বন্ধ সূচক যৌগিক বাক্যাংশের প্রথমটি 'মুযাফ' ও দ্বিতীয়টি 'মুযাফ এলাইহে'। সম্বন্ধ সূচক যৌগিক বাক্যাংশের প্রথমে সম্বোধন সূচক কোন অব্যয় আসলে প্রথমাংশ অর্থাৎ মুযাফ-এর শেষ অক্ষরে 'যবর' হয়। যেমন 'ইয়া রাসূলাল্লা-হি'। একই কারণে এখানে 'ইয়া ইব্‌না' পড়তে হয়েছে। দ্বিতীয়াংশ 'মুযাফ ইলাইহে'র শেষ অক্ষরে সাধারণতঃ 'যের' হয়ে থাকে। কিন্তু যখন সে শব্দটি 'গায়ের মুনছারাফ' হয়, তখন সেখানে 'যের' -এর বদলে 'যবর' হয়। আলোচ্য বাক্যে 'আ-দামা' শব্দটি গায়ের মুনছারাফ হওয়ার কারণে শেষ অক্ষরে 'যের' না হ'য়ে 'যবর' হয়েছে।

(৪) *'উন্‌ফিক্ব আলায়কা'* (أُنْفِقْ عليكَ)ঃ 'আমি খরচ করব তোমার উপরে' অর্থাৎ তোমার উপরে রহমত বর্ষণ করব বা তোমাকে দান করব। মুনাদা মুযাফ-এর পরবর্তী পুরা বাক্যটি শর্ত বাচক বাক্য বা جملہ شرطیه। এখানে দু'টি ক্রিয়াবাচক বাক্য (جملہ فعلیه) দ্বারা অত্র শর্তবাচক বাক্য (جملہ شرطیه) -টি গঠিত হয়েছে। প্রথমটিকে 'শর্ত' (شرط) ও শেষেরটিকে 'জাযা' (جزاء) বলা হয়। এখানে প্রথম বাক্য 'আনফিক্ব' অর্থঃ 'ইন তুন্‌ফিক্ব' -যদি তুমি খরচ কর বা দান কর। জওয়াবে বলা হচ্ছে 'উন্‌ফিক্ব আলায়কা' -আমি তোমাকে দান করব। প্রথম শর্ত পুরণ করতে পারলে শেষের জাযা বা বদলা অবশ্যই আল্লাহ দান করবেন, এটাই বুঝানো হচ্ছে। শর্তবাচক বাক্য বা جملہ شرطیه -এর নিয়ম হ'ল 'শর্ত' এবং 'জাযা' উভয়টি ফে'ল মুযারে' হ'লে উভয়ের শেষ অক্ষরে 'জযম' হবে। অত্র বাক্যে 'জাযা' ফে'ল মুযারে' হয়েছে। সেকারণ 'উন্‌ফিকু' না হয়ে 'উনফিক্ব' হয়েছে।

৪. **সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ** অত্র হাদীছটিকে ইসলামী অর্থনীতির রূহ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। আল্লাহ পাক দুনিয়া পরিচালনার স্বার্থেই মানুষের মধ্যে অর্থ সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ঐ প্রবণতা অধিক হয়ে যখন কৃপণতার পর্যায়ে চলে যায়, তখন সেটা নিন্দনীয় হয়। সঞ্চয়ের সাথে সাথে মানুষের মধ্যে খরচের প্রবণতাও দান করা হয়েছে। মানুষ যেমন সঞ্চয় করে আনন্দ পায়, তেমনি খরচ করেও তৃপ্তি পায়। এই সঞ্চয় ও ব্যয় যখন সঠিক ও সৎ পথে হয়, তখন তা ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তির কারণ হয়। মানুষ সাধারণতঃ দু'ভাবে ব্যয় করে থাকে। এক- দুনিয়াবী স্বার্থে ও আনন্দ উপাচারে। দুই- পরকালীন মুক্তির স্বার্থে আল্লাহর ওয়াস্তে। প্রথমোক্ত ব্যয়ের প্রতিই মানুষের সহজাত আগ্রহ সর্বদা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ পাক মানুষকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দানের মাধ্যমে তাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন সে জান্নাত পাওয়ার যোগ্য হবে কি-না। ধন-সম্পদ যার যত বেশী তার পরীক্ষা তত বেশী ও তত কঠিন। দুনিয়া ও আখেরাতে তার হিসাবও তত বেশী ও কঠিন।

দেহের রক্তের সাথে দেশের অর্থব্যবস্থাকে তুলনা করা

১. মুত্তাফাকুন আলাইহ; আলবানী, মিশকাত 'যাকাত' অধ্যায়, 'দানের প্রশংসা ও কৃপণতার নিন্দা' পরিচ্ছেদ, হাদীছ সংখ্যা ১৮৬২।

যায়। দেহের জন্য সচল রক্ত যেমন যরূরী, সসম্মানে বেঁচে থাকার জন্য সচল অর্থনীতি তেমনি যরূরী। দেহের কোন স্থানে রক্ত জমাট বেঁধে গেলে যেমন মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। দেশের অর্থ চলাচল তেমনি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে জমাট বেঁধে গেলে সে দেশের অর্থব্যবস্থার ধ্বংস অনিবার্য। সূদ, ঘুষ, মওজুদদারী, জুয়া, লটারী, মুনাফাখোরী দেশের অর্থনীতির চলমান স্রোতকে কিছু সংখ্যক লোভী ও অর্থগৃধ্নু লোকের নিকটে যিম্মী করে রাখে। ফলে অর্থব্যবস্থার স্রোতধারা জমাট বেঁধে যায়। জোঁকের মত কিছু লোক ফুলে-ফেঁপে ওঠে। বাকী অধিকাংশ লোক রক্তহীন ফ্যাকাশে হ'য়ে এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। মানব সমাজের এই চিরন্তন দুঃখময় ধারাকে একটি সমন্বিত ও ন্যায়নিষ্ঠ ধারায় পরিবর্তন করার জন্য ইসলাম প্রথমেই মানুষের আক্বীদায় পরিবর্তন আনতে চেয়েছে। মানুষ নিজের উপার্জনকে ও নিজের অর্জিত সম্পদকে সর্বদা নিজের বলেই মনে করে থাকে। কিন্তু ইসলাম মানুষের এই চিরকালীন ধারণাকে পাল্টে দিয়ে ঘোষণা করেছে যে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ হ'লেন রূযীদাতা এবং তিনিই মহাশক্তিশালী' (যারিয়াত ৫৮)। তিনি যাকে ইচ্ছা রূযী কম-বেশী করে থাকেন (আনকাবূত ৬২)।

এইভাবে মানুষের জন্য সৃষ্ট যাবতীয় সম্পদকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নিজস্ব মালিকানায় নেওয়ার পরে তার আয়-ব্যয় কোন কিছুতেই বান্দার নিজস্ব ইচ্ছা আর থাকে না। এখানে গিয়ে আল্লাহ স্বীয় বান্দাকে হালাল পথে রূযী উপার্জনের সকল পথ খুলে দিয়েছেন ও হারাম পথে রূযী উপার্জনের সকল পথ বন্ধ ঘোষণা করেছেন (আ'রাফ ১৫৭)। সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অর্থনীতির চাকা সর্বদা সচল রাখার জন্য ফরয ও নফল দু'ধরণের ব্যয় নির্ধারিত করে দিয়েছেন (বাক্বারাহ ৩)। এক্ষণে একজন মুমিনের আক্বীদা হবে এই যে, তার নিকটে যে সম্পদ রয়েছে, তার মূল মালিকানা আল্লাহ্র। সে আল্লাহ্র মালের আমানতদার মাত্র। এই মাল যিনি দান করেছেন, তাঁর নির্দেশিত পথেই ঐ মাল বিনিয়োগ ও ব্যয় করতে হবে। অন্যভাবে করলে নির্ঘাত ধরা পড়তে হবে ও জাহান্নামী হ'তে হবে।

আল্লাহ নির্ধারিত বিনিয়োগের মধ্যে রয়েছে, সৎভাবে ব্যবসা করা ও অন্যান্য হালাল পথে অর্থ উপার্জন করা। আল্লাহ্র নিষেধকৃত হারাম উপার্জনের মধ্যে রয়েছে সূদ, ঘুষ, জুয়া, লটারী, মুনাফাখোরী, মওজুদদারী, প্রতারণা, সন্ত্রাস ইত্যাদি যুলমের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ-সম্পদ। অতঃপর হালালভাবে অর্জিত সম্পদের যে অংশটি ব্যয় করা আল্লাহ পাক ফরয করে দিয়েছেন, সেটি হ'লঃ যাকাত, ওশর, ফিৎরা, মীরাছ বন্টন ইত্যাদি। একজন মুমিন ব্যক্তি হালাল পথে যত বড় ধনীই হৌন না কেন, তার মৃত্যুর সাথে সাথে তার অর্জিত সকল সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে আল্লাহ নির্ধারিত অংশ মতে বন্টিত হওয়ার মাধ্যমে ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। তাছাড়া তাকে তার সঞ্চিত নেছাব পরিমাণ সম্পদের ৪০ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে ফরয যাকাত হকদারগণের মধ্যে বন্টন করতে হয়। নেছাব পরিমান খাদ্যশস্যের ১০ বা ২০ ভাগের এক ভাগ ওশর হিসাবে দান করতে হয়। ঈদুল ফিৎরের পূর্বেই তাকে মাথা প্রতি এক ছা' পরিমাণ খাদ্যশস্য (আড়াই কেজি চাউল) ফিৎরা হিসাবে দিতে হয়। এসকল ব্যয় হ'ল ফরয বা অপরিহার্য - যা কোন অবস্থায় মাফ নেই। এভাবে একদিকে হারামের পথ বন্ধ থাকার ফলে মুমিনের ঘরে অন্যায় পুঁজি সঞ্চিত হ'তে পারে না। অন্যদিকে হালালের পথ মুক্ত থাকলেও ফরয ব্যয় সমূহের কারণে পুঁজি সম্ভাব্য সীমা অতিক্রম করতে পারে না। একারণেই আল্লাহ বলেন, يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَ يُرْبِى الصَّدَقٰتِ 'আল্লাহ সূদকে সংকুচিত করেন ও দান সমূহকে বর্ধিত করেন' (বাক্বারাহ ২৭৬)। অথচ বাহ্যতঃ দেখা যায় যে, সূদখোর বা হারামখোরের সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। মূলতঃ তা হয় না। কেননা হারামখোরেরা যখন ছলে-বলে-কৌশলে জনগণের সম্পদ কুক্ষিগত করে, তখন জনগণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। ফলে বাজারে পণ্য ক্রয় করার মত ক্রেতার অভাব ঘটতে থাকে। এক সময় শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে সব দেউলিয়ার খাতায় নাম লেখায়। এভাবে দেশের অর্থনীতির চাকা অচল হয়ে পড়ে। দেহে রক্ত জমাট বাঁধার ফলে যেমন রোগী মারা পড়ে, অর্থনীতির চাকা অচল হয়ে যাওয়ার ফলে তেমনি দেশে দুর্ভিক্ষ ও আকাল দেখা দেয়। অথচ যদি হারামের পথ রুদ্ধ ও হালালের পথ উন্মুক্ত করার মাধ্যমে এবং সাথে সাথে ফরয ও নফল দান সমূহের মাধ্যমে অর্থ চলাচল অবারিত রাখা হয়, তাহ'লে পুঁজি জমাট না বেঁধে বরং সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সকলের ক্রয় ক্ষমতা অক্ষুন্ন থাকে ও ক্রমে বর্ধিত হয়। সমাজ দেহে রক্ত চলাচল অব্যাহত থাকে। সর্বত্র শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজমান থাকে।

ইসলামী সমাজের উপরোক্ত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নির্ভর করে উক্ত সমাজের সদস্য হিসাবে প্রত্যেক মুমিনের আক্বীদা এই রূপ হওয়া যে, তার রূযীদাতা হ'লেন আল্লাহ। তিনিই কারু জন্যে রূযী বৃদ্ধি করেন, কারু জন্য সংকুচিত করেন (রা'দ ২৬)। সবকিছুর মালিকানা তাঁর হাতে। অতএব তাঁকে খুশী করাই বান্দার প্রধান কাজ। এক্ষণে কিসে তিনি খুশী হবেন সে বিষয়টিই মূলনীতি আকারে অত্র হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে। সেটি হ'ল আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা। যদি সে আল্লাহকে দান করে, আল্লাহ তাকে দান করবেন। আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা তাই ব্যয় নয় বরং সঞ্চয়। এই সঞ্চয় যেমন দুনিয়াতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে

সমৃদ্ধি আনে, পরকালে তেমনি তা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে নেকীর ভাণ্ডারে পরিণত হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা আসমান থেকে অবতীর্ণ হন ও আল্লাহ্র পথে ব্যয়কারী দানশীল মুমিনের জন্য প্রাণ খুলে দো'আ করে বলেন, اللهم أعط منفقا خلفا 'হে আল্লাহ! আপনি দানশীলকে তার পূর্ণ প্রতিদান দিন'! অপরজন কৃপণদের জন্য বদ দো'আ করে বলেন, اللهم أعط ممسكا تلفا 'হে আল্লাহ! আপনি কৃপণকে ধ্বংস করুন'।[২] আসমা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহ্র পথে খরচ কর, গণনা কর না, তাহ'লে আল্লাহ (তাঁর রহমত) গণনা করবেন। (অতিরিক্তগুলি) সঞ্চয় কর না, তাহ'লে আল্লাহ (স্বীয় রহমত) সঞ্চিত রাখবেন। তোমার সাধ্যমত দান কর যত কমই হৌক'।[৩]

উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে সৃষ্ট মাযহাবী ফৎওয়ার দোহাই দিয়ে আমরা অনেক ফরয ও ওয়াজিব ছাদাক্বা হ'তে বিরত থাকি। যেমন-

(১) বলা হয়ে থাকে, 'যে জমিতে খাজনা আছে সে জমিতে ওশর নেই'।[৪] এই ফৎওয়ার ফলে বাংলাদেশের মোট উৎপন্ন প্রধান ফসলের ১/১০ বা ১/২০ ভাগ ওশর[৫] হ'তে গরীব মাহরূম হচ্ছে। যদিও এর দ্বারা বড় লোকের গোলা ভর্তি হয়েছে। অথচ ওশর হ'ল ফসলের যাকাত। নেছাব পরিমাণ অর্থাৎ ফসল কাটার পর ২০ মণের কাছাকাছি হ'লে তবে তাতে ওশর দিতে হয়, নইলে নয় এবং খারাজ হ'ল জমির খাজনা বা ভূমিকর। জমি থাকলে তাতে খাজনা দিতে হবে, ফসল হৌক বা না হৌক। বর্তমানে সরকারকে নামমাত্র খাজনা দিয়ে জমির মালিক বিরাট পরিমাণ ফসলের ওশর গরীবকে না দিয়েই তা ঘরে তুলছেন উক্ত ফৎওয়ার কারণে। উক্ত ফৎওয়ার পক্ষে 'একই জমিতে ওশর ও খাজনা একত্রিত হবে না' বলে যে হাদীছ,

لايجتمع على المسلم خراج و عشر، فهذا حديث باطل

وصله و رفعه و يحى بن عنسة متهم بالوضع- বর্ণনা করা হয়ে থাকে, সেটি বাতিল ও এর বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া হাদীছ জাল করার দায়ে অপবাদগ্রস্থ।[৬] হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীযকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, الخراج على الارض و فى الحب الزكاة 'খাজনা হ'ল জমির উপরে এবং যাকাত (ওশর) হ'ল ফসলের উপরে'।[৭] অতএব যদি সরকারী বায়তুল মালে কেবল ওশর জমা নেওয়া হয়, তবে সম্ভবতঃ ওশরের তহবিল থেকেই বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন সম্ভব।

(২) অমনিভাবে দেশের প্রধান খাদ্য দ্বারা ধনী-গরীব সকলের পক্ষ হ'তে মাথা প্রতি এক ছা' করে (আড়াই কেজি চাউল) 'যাকাতুল ফিৎর' আদায় করার নির্দেশ[৮] থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কেবল যাকাত দেওয়ার মত নেছাবের অধিকারী অর্থাৎ বৎসর শেষে ৭.৫০ তোলা স্বর্ণ বা ৫২.৫০ তোলা রৌপ্যের সমান (আনুমানিক ৫০,০০০/=) টাকার মালিককেই ফিৎরা আদায়ের কথা বলা হচ্ছে। তাও আবার অর্ধ ছা' গম অথবা তার মূল্য। কে না জানে যে, বস্তু ও বস্তুর মান কখনো এক নয় এবং বাজার দরও সর্বত্র সমান নয়। আল্লাহ বান্দাকে যে খাদ্য দ্বারা বাঁচিয়ে রেখেছেন, সেই খাদ্য থেকেই বান্দা আল্লাহ্কে অর্থাৎ আল্লাহ্র বান্দাকে ফিৎরা দিবে। এর মধ্যে যে অন্তর্নিহিত ভালবাসা ও ত্যাগের অনুপ্রেরণা রয়েছে, তা কি মূল্য প্রদানের মধ্যে থাকতে পারে? নিজের নিকটাত্মীয়কে কি কেউ খাদ্যের বদলে টাকা দিয়ে বিদায় করেন? তাহ'লে আল্লাহকে দেওয়ার সময় কেন আমার নিজস্ব খাদ্য থেকে দিব না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগেও মুদ্রার প্রচলন ছিল। কিন্তু তাঁরা কখনো ফিৎরার মূল্য প্রদান করেননি। আজও সঊদী আরবের সর্বত্র তাদের প্রধান খাদ্য গম দিয়েই ফিৎরা আদায় করা হয়, মূল্য দিয়ে নয়।

প্রচলিত নিয়মে ফিৎরা আদায়ের ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, নেছাবের মালিক ফিৎরা দাতার সংখ্যা অধিকাংশ স্থানেই পাওয়া যায় না। অতঃপর যারা দেন, তারা অর্ধ ছা' গমের মূল্য দেন, যা গরীবকে এক প্রকার মাহরূম করার শামিল। এর পরেও তা ব্যক্তি উদ্যোগে দেওয়া হয়, জামা'আতী উদ্যোগে সুশৃংখল ভাবে নয়। ফলে যে গরীব হেঁটে আসতে পারে, সে পায়। যে দূর্বল অসহায় গরীব আসতে পারে না, সে পায় না। এইভাবে ফিৎরার সুফল হ'তে গরীব বঞ্চিত হচ্ছে।

(৩) কুরবানী আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ছাদকা। সেখানে বলা হয়েছে, 'এক গরুতে কুরবানী ও আক্বীকা দু'টিই চলবে'।[৯] এদেশে সাত ভাগা কুরবানী চালু আছে। অথচ প্রতি পরিবারের পক্ষে একটি করে পশু কুরবানীর নির্দেশ

২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, 'যাকাত' অধ্যায়, হা/১৮৬০।
৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত 'যাকাত' অধ্যায়, হা/১৮৬১।
৪. মিয়াঁ নযীর হোসায়েন দেহলভী, ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ (দিল্লী- ৬ঃ ইদারা নূরুল ঈমান, ৪১২১ আজমীরী গেইট, ৩য় সংস্করণ ১৪০৯/১৯৮৮) ২য় খণ্ড পৃঃ ৮৩-৮৭।
৫. বুখারী, মিশকাত হা/১৭৯৭।
৬. বায়হাক্বী ৪/১৩২।
৭. বায়হাক্বী ৪/১৩১।
৮. মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৮১৫-১৬।
৯. হেদায়া ৪/৪৩৩ পৃঃ ; বেহেশতী জেওর ৩০০ পৃঃ।

রয়েছে।[১০] আল্লাহ্‌র রাস্তায় হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী দিয়েছিলেন। সেই সুন্নাত অনুসরণে ইসমাঈলের বংশে জন্মগ্রহণকারী সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা একটি বা দু'টি করে খাসী নিজের পরিবার ও উম্মতের পক্ষ হ'তে কুরবানী দিয়েছেন।[১১] তাঁর তরীকার অনুসরণে উম্মতে মুহাম্মাদীকেও মুক্বীম অবস্থায় নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি খাসী বা গরু তথা একটি জীবন কুরবানী করা উচিত ও সেটাই ছিল সুন্নাত সম্মত ইবাদত। কিন্তু আমরা সফরের হালতে সাতজনে একটি গরু কুরবানী করার বিষয়টিকে মুক্বীম অবস্থায় নিয়ে একটি গরুকে সাত ভাগীতে সাত পরিবারের পক্ষ হ'তে কুরবানী দিচ্ছি। কেউবা একাধিক ভাগ নিচ্ছি। তার সঙ্গে আবার কলিজার টুকরা সন্তানের আক্বীকাও যোগ করছি। ফলে নীট হিসাবে দেখা যাবে - সাত পরিবারের ৭টি গরু বা খাসী এবং নবাগত পুত্রের আক্বীকার ২টি খাসী -সবকিছুর বদলে ১টি ছোট বকনা বাছুর দিয়েই সেরে দিচ্ছি। অন্যভাবে হিসাব করলে ছয় ছেলের আক্বীকা বাবদ ১২টি খাসী ও ১টি কুরবানী বাবদ ১টি খাসী মোট ১৩টি খাসীর বদলে একটি গরু দিয়েই কাজ মিটে যাচ্ছে। এতে বড়লোকের আর্থিক সাশ্রয় হচ্ছে বটে, কিন্তু গরীব মাহরূম হচ্ছে। এইভাবে কল্যাণময় ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবে ধনীদের স্বার্থে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার সহায়ক হিসাবে পর্যবসিত হয়েছে। এগুলি যত দ্রুত সম্ভব বর্জনীয় এবং ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী অর্থনৈতিক ইবাদত পালন বাঞ্ছনীয়।

(৪) আমরা যে সম্পদ রেখে মৃত্যু বরণ করি, তা সাধারণতঃ আমাদের ছেলেদের মধ্যেই বণ্টিত হয়। তাও আবার কৃপণ স্বভাবের বড় ভাই থাকলে ছোট ভাইয়েরা বঞ্চিত হয়। বড় ভাইয়ের নিকট থেকে পিতৃ সম্পত্তির অংশ বের করতে ছোট ভাইদের গলদ ঘর্ম হ'তে হয়। অনেক স্থানে মারামারি ও খুন-খারাবী হয়। বোনেদের অবস্থা আরও করুণ। বর্তমান সমাজে তারা কিছুই পায়না বললেও চলে। বোন-ভাগিনাকে বোঝা মনে করা হয়। কথা রটিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, 'ভাইদের নিকট থেকে পিতৃ সম্পত্তির অংশ নিলে ভাই-বোনের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়'। আরও রটানো হয়েছে, 'জম-জামাই-ভাগনা, তিন নয় আপনা'। উদ্দেশ্য, যাতে বোন-ভাগিনারা তাদের প্রাপ্য অংশ না নেয়। অথচ কুরআনে সূরায়ে নিসা-র ১১ ও ১২ আয়াতে মীরাছ বন্টনের নির্দেশ দানের পরে আল্লাহ বলেন, এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আদেশমত চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন। যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয় (১৩)। অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করল ও তার সীমারেখা অতিক্রম করল, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন স্থায়ীভাবে এবং তার জন্য রয়েছে মর্মান্তিক আযাব' (নিসা ১৩-১৪)। এইভাবে জাহেলী যুগের ফেলে আসা আর্থিকভাবে নারী নির্যাতন পুনরায় মুসলমানের দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে। ফলে সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণ না হয়ে বরং একস্থানে জমাট বেঁধে থাকছে ও অশান্তি বাড়ছে।

(৫) এর পরে আমরা যেসব সাধারণ ছাদকা বা দান করছি, সেগুলি কোথায় করছি? আল্লাহ্‌র পথে আল্লাহ্‌র জন্য পূর্ণ খুলূছিয়াতের সাথে ছওয়াবের নিয়তে হালাল মাল দান করলেই তবে সে দান কবুল হয়। দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের দান হয় হারাম মাল থেকে, দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের স্বার্থে, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে অথবা ধর্মের নামে শিরক ও বিদ'আতী কাজে বা তার প্রচার ও প্রসারে। আমরা যখন প্রধান মন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করি, তখন কি নিঃস্বার্থে করি? যখন বন্যাদুর্গতদের সাহায্য করি, তখন ক্যামেরার দিকেই নযর থাকে বেশী। ধর্মের নামে অর্থ ব্যয় করছি মীলাদে, শবে মে'রাজে, শবে বরাতে, ওরসে, কুলখানিতে, ঈছালে ছওয়াবের মাহফিলে। দান করছি মৃত পীরের কবরে তার অসীলায় মুক্তি পাওয়ার আশায়। এমনকি খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর নামে সুদূর আজমীরে টাকা পাঠিয়ে থাকি। ধর্মীয় বই প্রকাশে যখন পয়সা দান করি, তখন একবারও যাচাই করিনা তার মধ্যে কি লেখা আছে। সে বইয়ের মাধ্যমে শিরক ও বিদ'আতী আক্বীদা ও আমলের প্রচার হবে, না নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাতে নববীর প্রচার হবে- সে বিষয়ে আমরা কয়জনে যাচাই করে দেখি? অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর নির্দেশ ছিল- 'তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা'।[১২] আজ আমাদের মাল ধর্মের নামে শিরক ও বিদ'আতের পিছনে ব্যয় হচ্ছে। অথচ হুকুম ছিল তার উল্টা। আজ আমরা আমাদের দানের মাধ্যমে এদেশের ২,৯৮,০০০ হাযার পীর (১৯৮১ সালের সরকারী হিসাব মতে) ও তাদের আস্তানা বা সমাধির শ্রীবৃদ্ধি করছি। গুরু ভক্তির চোরাগলি দিয়ে নযর-নেয়াযের নামে এরা ভক্ত মুরীদানের পকেট ছাফ করছে। অন্যায় পথে সম্পদশালী মুরীদান কিংবা সরলসিধা গরীব ভক্ত তার সবকিছু উজাড় করে পীরের দরগায় নিয়ে আসে হুযুর কেবলার অসীলায় পরকালে মুক্তি পাওয়ার আশায়। এই মিথ্যা মায়া মরীচিকার ফাঁদে মানুষকে আটকে শোষণ করে চলেছে মারেফতী পীর-ফকীরের দল। শিরক ও বিদ'আতের শিখণ্ডী এইসব ভণ্ডরাই নাকি প্রকৃত ধার্মিক। তাই সরকার ও রাজনীতিক সবাই এদের কাছে কাবু। এদের মুরীদ হয়ে সহজে জান্নাত পাওয়ার আশায় সবাই

১০. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৭৮; আলবানী, ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৪২১।
১১. মুত্তাফাক আলাইহ; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৩-৫৪।
১২. নাসাঈ, আবুদাঊদ, দারেমী, মিশকাত 'জিহাদ' অধ্যায়, হা/৩৮২১; সনদ ছহীহ।

ব্যাকুল। অথচ এদের পিছনে ব্যয় আল্লাহ্র পথে ব্যয় নয়, বরং নিঃসন্দেহে ত্বাগূতের পথে ব্যয়। অতএব দানশীল মুমিন ভাইদের সাবধান হওয়া ভাল। আল্লাহ্র পথে ব্যয়ের নামে যেন শয়তানী ধোকায় পতিত না হন। কেননা ক্বিয়ামতের দিন আপনাকে আপনার আয় ও ব্যয় দু'টিরই হিসাব দিতে হবে।[১৩] পবিত্র কুরআনের সূরায়ে বাক্বারাহ্র শুরুতেই মুত্তাক্বীদের পরিচয় দান কালে আল্লাহ্ বলেন, 'যারা আমার দেওয়া রূযী থেকে দান করে' (বাক্বারাহ ৩)। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যাকাত আদায় করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট থেকে দ্বিগুণ পাবে' (রূম ৩৯)। কিন্তু যেসব ব্যক্তি কার্পণ্য করবে ও 'আল্লাহ্র রাস্তায় মাল খরচ না করে সোনা-রূপা (ইত্যাদি সম্পদ) পুঁজীভূত করবে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব' (তওবাহ ৩৪)। 'ক্বিয়ামতের দিন ঐ মাল কৃপণের গলায় বেড়ী হিসাবে পরানো হবে' (আলে ইমরান ১৮০)। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের বিশুদ্ধ উপার্জন হ'তে আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং যা আমরা যমীন থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করি তা থেকে'... (বাক্বারাহ ২৬৭)। তিনি বলেন, 'শস্য কর্তন কালে তার হক (ওশর) আদায় কর' (আন'আম ১৪১)। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'যারা আল্লাহ্র রাস্তায় তাদের মাল সমূহ ব্যয় করে, তাদের ঐ মালের তুলনা একটি শস্যদানার মত, যেখান থেকে সাতটি শিষ নির্গত হয়। প্রতিটি শিষে একশ'টি দানা হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বর্ধিত করে থাকেন। আল্লাহ উদারহস্ত ও মহাবিজ্ঞ' (বাক্বারাহ ২৬১)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার পবিত্র উপার্জন থেকে একটি খেজুর সমপরিমাণ দান করবে এবং আল্লাহ পবিত্র বস্তু ভিন্ন কবুল করেন না- আল্লাহ ঐ দান স্বীয় ডান হাত দ্বারা কবুল করেন। অতঃপর তা দাতার জন্য (আমলনামায়) বৃদ্ধি করতে থাকেন, যেমন তোমাদের কেউ বাছুরের বংশ বৃদ্ধি করে থাকে। অবশেষে ঐ ব্যক্তির ঐ বিশুদ্ধ দান পাহাড়ের সমতুল্য হয়ে যায়।[১৪]

মূলতঃ আল্লাহ্র পথে ব্যয়ের মধ্যেই মুসলিম সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করছে। অমুসলিম শক্তিগুলি আজ আর্থিক ক্ষমতার জোরে মুসলিম বিশ্বের উপরে ক্ষমতা গদা ঘুরাচ্ছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলি তাদের নিকটে ভিখারীর হাত পেতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। বিভিন্ন এনজিও-র বেশ ধরে উন্নয়নশীল মুসলিম দেশগুলিতে প্রবেশ করে তারা মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা লুটে নিচ্ছে। তাই ইনফাক্ব ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহ্র পথে ব্যয়ের প্রতি সবাইকে সজাগ হ'তে হবে। ধনী হউন, গরীব হউন সবাইকে দানশীল হ'তে হবে। কোন অবস্থাতেই বখীল হ'য়ে মৃত্যুবরণ করা চলবে না। আমাদের দানের মাধ্যমেই আল্লাহ্র রহমত নেমে আসবে। সমাজ সমৃদ্ধ হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

---

১৩. তিরমিযী, মিশকাত, 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় হা/৫১৯৭।
১৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৮৮।

প্রবন্ধ

আল্লাহ্র নাযিলকৃত অহি বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি

মূলঃ খালেদ বিন আলী আম্বারী
*অনুবাদঃ আব্দুস সামাদ সালাফী**

(৮ম কিস্তি)

মুজতাহিদগণ কোন বিষয়ে ইজতেহাদ করতে গিয়ে ভুল করলে তা ক্ষমার যোগ্য। চাই সেটি খবরী হৌক বা আমলী হৌক। যেমন- কুরআন বা হাদীছ থেকে কোন বিষয়ের প্রমাণ পাওয়ার কারণে সে কাজটি করা বা নাকরার উপর তাঁর বিশ্বাস হয়ে গেল। অথচ অন্য আয়াত বা হাদীছে এর বিপরীত প্রমাণিত হ'ল। কিন্তু উক্ত মুজতাহিদের এটি জানা ছিলনা। যেমন- কেউ মনে করে বসলেন যে, 'যাবীহ' ঈসমাঈল নন বরং ইসহাক। আর এ বিষয়ে যে হাদীছটি এসেছে সেটিকেই ছহীহ মনে করে নিয়েছেন। অথবা কেউ মনে করে বসলেন যে, আল্লাহকে দেখা যাবে না, কারণ আল্লাহ বলেছেন, لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ 'দৃষ্টি সমূহ তাঁকে দেখতে পারে না' (আন'আম ১০৩)। আল্লাহ আরো বলেন, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ 'কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন, কিন্তু অহি-র মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে (শুরা ৫১)। মা আয়েশা (রাঃ)-এরও অভিমত এই যে, নবী করীম (ছাঃ) আল্লাহ্কে দেখেননি। আর এই আয়াতগুলিই এর দলীল। অথচ এগুলি 'আম দলীল।

হযরত মুজাহেদ ও আবু ছালেহ সহ কতিপয় তাবেঈগণেরও মত এই যে, আল্লাহ্কে দেখা যাবেনা। তারা وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ 'সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল থাকবে। তারা তাঁদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে' (ক্বিয়ামাহ ২২-২৩) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নেকী ও ছওয়াবের অপেক্ষায় থাকবে।

অথবা কেউ কেউ মনে করেন যে, জীবিত লোকের কান্নাকাটির কারণে কোন মৃত ব্যক্তির আযাব হবেনা। তারা বলেন, আল্লাহ পাক বলেছেন, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى 'কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না' (ফাতির ১৮)।

---

* অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এই আয়াত দ্বারা এটিই বুঝা যায়। আর এটিকে বর্ণনাকারীর বর্ণনার উপরে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারণ কান ভুলও শুনে থাকে। আর এটি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেক আলেমেরই অভিমত।

অথবা কেউ কেউ মনে করেন যে, মৃত ব্যক্তি জীবিত ব্যক্তির কোন কথাই শুনতে পায়না। তাদের ধারণা যে, আল্লাহ্‌র বাণী إنك لا تسمع الموتى দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অথবা যেমন- ইমাম শোরাইহ -এর ধারণা, আল্লাহ আশ্চর্য হন না। তাঁর ধারণা যে, অজানা বিষয় বিস্মিত বা আশ্চার্যাহ্নিত ওয়া কারণে তা'আজ্জুব (تعجب) করে। আর আল্লাহ পাক جهل বা অজানা থেকে পবিত্র। অতএব আল্লাহ পাক তা'আজ্জুব বা আশ্চার্যাহ্নিত হন না।

অথবা একটি হাদীছে (মওযূ) আছে যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, اللهم ائتني بأحب الخلق إليك ، يأكل معي من هذا الطائر 'হে আল্লাহ তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও, যে আমার সাথে এই পাখীর গোস্ত খাবে'।[১] এটাকে সামনে রেখে কেউ কেউ বলেছেন, ছাহাবীদের মধ্যে হযরত আলী-ই সবচেয়ে উত্তম।

অথবা কেউ দুশমনদের পক্ষ থেকে সিআইডিগিরী করল এবং নবী (ছাঃ) -এর যুদ্ধ যাত্রা সম্পর্কে শত্রু পক্ষকে জানিয়ে দিল। আর এ কারণে তাকে 'মুনাফেক' বলা হ'ল। যেমন হাতেব বিন বালতা সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)-এর ধারণা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি রাসূলে করীম (ছাঃ)-কে বললেন, আমাকে অনুমতি দিন! আমি এই মুনাফেকের গর্দান উড়িয়ে দেই।

অথবা কোন মুনাফেকের পক্ষ নিয়ে যদি কোন মুসলমান অন্যের উপর রাগান্বিত হয় তাহ'লে তাকে মুনাফেক বলে আখ্যায়িত করা। যেমনটি সা'আদ বিন ওবাদার ব্যাপারে ওসাইদ বিন হোযায়ের বলেছিলেন যে, মুনাফেকের পক্ষ থেকে ঝগড়া করছ অতএব তুমিও মুনাফেক।

অথবা কারো আক্বীদা হ'ল যে, এই এই শব্দ বা আয়াত কুরআনের অংশ নয়। কারণ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে তার নিকট এগুলো পৌঁছেনি। যেমনটি সালাফে ছালেহীনদের মধ্যে অনেকেরই এরূপ হয়েছে। তারা কুরআনের অনেক শব্দকে অস্বীকার করেছেন। যেমন কেউ وقضى ربك অস্বীকার করে ووصى ربك বলেছেন। আবার কেউ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين কে অস্বীকার করে বলেছেন যে, তা ميثاق بني إسرائيل হবে এবং এটি আব্দুল্লাহ বিন আতিয়ার ক্বিরাআত। এমনিভাবে কেউ কেউ বলেছেন, أفلم ييئس الذين آمنوا ঠিক নয় বরং এর পরিবর্তে أفلم يتبين الذين آمنوا পড়তে হবে। এমনিভাবে হেশাম বিন হাকাম যখন সূরা ফুরকান পড়লেন, হযরত ওমর বিনুল খাত্তাব (রাঃ) সেটিকে অপসন্দ করলেন। কারণ তিনি যেভাবে পড়তেন এটি ঐ রকম ছিলনা। এইভাবে সালাফে ছালেহীনদের মধ্যে একটি দল কোন কোন ক্বারির কোন হরফ (حرف) বা অক্ষরকে অপসন্দ করতেন। আর এটি হযরত ওছমানের (রাঃ) المصحف الإمام ইমামের মাছহাফ লেখার আগ পর্যন্ত চলতে থাকে।

এরূপভাবেই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা ছিল যে ، أن الله يريد المعاصي অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা চান যে, পাপ কাজ হোক'। তাদের বিশ্বাস যে, আল্লাহ এটি পসন্দ করেন এবং এর নির্দেশ দেন। একারণে এটিকে প্রত্যাখান করেছেন।

এই যে দৃষ্টান্তগুলো উপস্থাপন করা হ'ল, এগুলোর বিরোধিতার কারণে কাউকে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত বলা যাবেনা। কারণ এই বিরোধ কখনো কখনো ইজতেহাদী ভুলের কারণে হয়। যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন। আবার কখনো কখনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে তার নিকট এমন কোন দলীলাদি পৌঁছেনি যা দিয়ে তা প্রমাণ করা যেতে পারে। অথবা এও হ'তে পারে যে, এটি তার পক্ষ থেকে ভুল হয়ে গেছে। আল্লাহ তার অন্যান্য নেকির কারণে তা ক্ষমা করে দিবেন।

ইমাম ও মুজাদ্দেদ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব এ ব্যাপারে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) -এর পথ অবলম্বন করে বলেছেন যে, শরীয়তের মূল ও শাখা যাই হোক না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত দলীল ও প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত না হবে যে, এই লোক যেনে শুনে ও বুঝে ইচ্ছাকৃত ভাবে এই বিষয়টি অস্বীকার করছে বা অমান্য করছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কাফের বলা যাবে না। তিনি বলেন, আমার শত্রুরা আমার সম্পর্কে বলে বেড়াচ্ছে যে, আমি নিছক ধারণা বা শত্রুতা বশতঃ কাউকে কাফের বলেছি। অথবা কোন অজ্ঞ লোক যার নিকট শরীয়তের দলীল পৌঁছেনি তাকে আমি কাফের বলেছি। এটি আমার প্রতি বিরাট অপবাদ। তারা চায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাঃ) দ্বীন থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিতে।

এর চেয়েও স্পষ্ট কথা যা তিনি বলেছেন তা হচ্ছে, যারা অজ্ঞতা বশতঃ আহমাদ বাদভির কবরের উপরে রাখা মূর্তিটির পূজা করে, তাদেরকে যখন আমরা কাফের বলছি

১. তিরমিযী, হা/৩৭২১; হাকেম, ৩/১৩০-১৩১ পৃঃ; ইবনু আদী, কামেল ৬/২৪৪৯।

না, কারণ তাদেরকে কেউ সতর্ক করেনি। তখন যারা শিরক করেনি এবং হিজরত করে আমাদের দিকে আসেনি এর জন্য তাদেরকে কি করে আমরা কাফের বলব?

এর চেয়েও সুস্পষ্ট কথা হ'ল শিরক বাতিল হওয়ার যত দলীল-প্রমাণ আছে তা বর্ণনা করার পরও যদি কেউ ইবাদতে শিরক করে তবেই তাকে কাফের বলব। এমনিভাবে যে ব্যক্তি জানল যে, মূর্তি পূজা মুশরিকদের ধর্ম এবং এটি তাদেরকে সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। এরপরও যদি কেউ মূর্তি পূজা করে তাকে আমরা কাফের বলব।

নজদের বিশিষ্ট আলেম ও মুফতী শায়খ আব্দুল লতীফ বিন আব্দুর রহমান বিন হাসান বিন ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) যিনি শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নামে প্রসিদ্ধ, তিনি শুধু তাদেরকেই কাফের বলতেন, যাদেরকে 'শিরকে আকবর' করার কারণে মুসলমানদের ইজমা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র আয়াত ও রাসূল (ছাঃ) -এর হাদীছ অথবা সেগুলোর মধ্য থেকে কিছুর সাথে দলীল-প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়ার পর এবং গ্রহণযোগ্য সংবাদ পৌঁছার পর কুফরী করলেই তাদেরকে কাফের বলেছেন। যেমন- ছালেহ ও নেক্কার বান্দাদের পূজা করা এবং আল্লাহ্‌র সাথে সাথে তাদের নিকট প্রার্থনা করা ও আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত ইবাদতে অন্যদেরকে শরীক করা। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শায়খ আব্দুল লতীফ (রঃ) তাঁর দাদা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের ইচ্ছা সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে ভাল জানতেন। যারা ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ)-এর কথাগুলোর তাফসীর করেছেন, তাদের ধারণা মতে নতুবা প্রবৃত্তি বসিভূত হয়ে বরং তারা (ধারণা পোষণকারীরা) তাদের কিতাবগুলিতে ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ)-এর উক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আক্বীদা ও ধারণা সম্পর্কে পৃথক ভাবে অধ্যায় রচনা করেছেন। আর এমনিভাবে ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ ও তাঁর শিষ্য হাফেয ইবনুল কাইয়ূম (রঃ) -এর মাযহাব সম্পর্কেও তারা লিখেছেন। আর এটা শুধু মাযহাবকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। তারা (ফাসাদ কারীরা) তাঁদের কথাগুলির তা'বিল ও শব্দগুলিকে অন্য অর্থে ব্যবহার করেছে এবং দুঃখ প্রকাশ করেছে। (উক্ত মহামতি ইমামগণ ভুল করেছেন তাই তারা দুঃখ প্রকাশ করেছে)।

আর সত্য কথা এই যে, এই মাসআলা ও এছাড়া দ্বীনের অন্যান্য মাসআলা সেটা আছল বা মূল হউক অথবা ফারা' বা শাখা হউক, কেউ যদি ভুল করে এবং কেউ যদি পথভ্রষ্ট হয়ে যায় সে যত বড় সম্মানিত হউক আর নাম যতই মশহূর হউক না কেন, তাদের ব্যাপারে ওয়াজিব এটি যে, কুরআন ও সুন্নাহ ও এই উম্মতের সালাফে ছালেহীন এই সম্পর্কে যা বলেছেন তার বাইরে কোন কিছুই বলা জায়েয হবে না। যখন দেখা যাবে এই দলটি এই ৩ জন (ইবনে তায়মিয়াহ, ইবনে জাওযী ও মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব) ইমামের মতের বাইরে মত পোষণ করছেন, তখন কেন তাদের মনে এ শক্তি ও সাহস হবে না যে, যারা ঐ মহামতি ইমামগণের পথ থেকে বাধা দেয় তাদের ব্যাপারে কিছু বলবে? অথবা যখন তারা কোন মত পোষণ করল তখন তা প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবার জন্য উক্ত ইমামগণের দিকে কথাগুলোকে মিলিয়ে দিল।

কোন কোন আলেম বলেন যে, প্রত্যেক মোমেন ব্যক্তির উচিৎ হবে তার আক্বীদা জনগণের সামনে তুলে ধরা। যদি তা ছহীহ হয় তাহ'লে জনগণ তার জন্য সাক্ষী দিবে অন্যথা তার ফাসাদটি বলে দেওয়া হবে যাতে করে সে তওবা করতে পারে।

হাফেয ইবনে কাইয়িম জাওযীর ন্যায় সঙ্গত কথা হ'ল,

দ্বীন-ইসলামের ছোট বড় সব মাসআলাতেই আমাদের অভ্যাস যে, আমরা শরীয়ত মোতাবেক কথা বলব। আমরা একটি দ্বারা অন্যটিকে প্রত্যাখ্যান করব না। আর এক দলের মধ্যে তা'আছ্ছুব (পক্ষাবলম্বন করে) করে থেকে যাব এবং অন্য দলকে প্রত্যাখ্যান করব। বরং যে দল বা জামা'আতের নিকট হক বা সত্য পাব তাই গ্রহণ করব, আর যা হক বিরোধী হবে তার বিরোধিতা করব। এ ব্যাপারে কোন দল বা কারো কথাকে বাদ দিবনা। আল্লাহ্‌র নিকট এই আশা করি যে, এই সত্যের উপরেই যেন আমরা বেঁচে থাকতে পারি এবং এর উপরেই যেন আমাদের মৃত্যু হয়। আর এটা নিয়েই যেন আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ হয়। আর এ শক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই।

আমাদের লক্ষ্য যে, 'হক' যেখানে আমরা সেখানে। তা 'হক' প্রবর্তক বা 'হক' বলার লোকটি যেই হউন না কেন। কোন বর্ণনাকারীর বর্ণনা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং বর্জন করাও যেতে পারে। কোন আলেমের ভুলকে নমুনা বা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যাবেনা, অন্য দিকে কোন মুজতাহিদকে তাঁর কোন ভুলের কারণে ধমক দেওয়া যাবেনা[২], যদি কোন ইমাম কোন মাসআলার ইজতেহাদে ভুল করেন, যা ক্ষমার যোগ্য, আমরা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাই এবং তাকে বিদ'আতী বলি ও তাঁকে বর্জন করি, তাহ'লে ইবনে নাছার ও ইবনে মান্দাহ নিরাপদে আমাদের সাথে থাকতে পারেন না এবং তাঁদের চেয়ে বড় ইমামগণও নিরাপদে থাকবেন না।[৩] তারপর বড় বড় আলেমগণের কথা, যখন তাঁদের সঠিকের দিক বেশী হয়, ও সত্যের সন্ধানের দিক জানা যাবে এবং তাঁর এলম যখন বিপুল হবে, আর তাঁর বিচক্ষণতা প্রকাশ পাবে ও যোগ্যতা ও তাকওয়া জানা যাবে, এবং তাঁর সুন্নাতের অনুকরণের কথা জানা যাবে তখন তাঁর ভুল গুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তাঁকে আমরা পথভ্রষ্ট বলবনা এবং তাঁকে ছুড়েও ফেলবনা এবং তাঁর গুণাবলি ভুলে যাবনা। হাঁ তার বিদ'আত ও ভুল গুলির অনুসরণ করব না আর তাঁর এই সমস্ত ভুল কাজ গুলি থেকে তওবা কামনা করব[৪]।

[চলবে]

---

২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা ৯/১৪৪ পৃঃ।
৩. আল-মাছদার আস-সাবেক্ব ১৪/৪০ পৃঃ।
৪. প্রাগুক্ত, ৫/১২৭।

শবেবরাত

-কামাল আহমাদ*

ভূমিকাঃ সাধারণ মানুষের এটিই বৈশিষ্ট্য যে, সে প্রচলিত প্রথানুযায়ী নিজের বিশ্বাস ও জীবন-যাপন পদ্ধতি গড়ে তোলে। ইসলাম এক্ষেত্রে তাকে বৈপ্লবিক দিক নির্দেশনা দিয়ে আহ্বান জানায়।-

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا-

'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ের অনুসরণ করো না; নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে' (বনী ইসরাঈল ৩৬)।

তাকে আরো জানানো হ'ল- 'কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে (তার সত্যতা যাচাই না করে) তাই বলবে'।[১] আফসোস, এ শিক্ষা থেকে মুসলমান আজ দূরে সরে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের বেড়াজালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। ফলে ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার ব্যাপারে কেবল আকাংখা ছাড়া অন্য কোন দলীল প্রমাণ উপস্থাপনে সে ব্যর্থ হচ্ছে।[২] এমনকি প্রতিনিয়ত নিজের ঈমান ও আক্বীদাকে ধ্বংস করছে। এমনই একটি বিষয় 'শবে-বরাত'। এ সম্পর্কে মুফতী মোহাম্মদ শফী হানাফী (রহঃ) বলেন, 'শবে বরাত' সম্পর্কিত কোন কোন রেওয়ায়াতকে ইবনে কাছীর অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং কাযী আবুবকর ইবনুল আরাবী সংশ্লিষ্ট বর্ণনাগুলো 'নির্ভরযোগ্য নয়' বলে মন্তব্য করেছেন।[৩] আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা এর সত্যতা যাচাই করতে সচেষ্ট হব ইনশাআল্লাহ।

কুরআন থেকেঃ আল্লাহ পাক বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ-

'নিশ্চয়ই আমি একে (কুরআনকে) বরকতময় রাতে নাযিল করেছি' (দুখান ২)। মুফতী শফী (রহঃ) বলেন, 'কেউ কেউ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত 'বরকতময় রাত্রি'র অর্থ নিয়েছেন 'শবে বরাত'। কিন্তু এটা শুদ্ধ নয়। কেননা এখানে সর্বাগ্রে কুরআন অবতরণের উল্লেখ রয়েছে। আর পবিত্র কুরআন অবতরণ যে রামাযান মাসে হয়েছে, তা পবিত্র কুরআনের বর্ণনা দ্বারাই প্রমাণিত।[৪] যেমন- আল্লাহ বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -

'রামাযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে' (বাক্বারাহ ১৮৫)। তিনি আরো বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ -

'আমি একে (কুরআনকে) 'ক্বদর' রজনীতে নাযিল করেছি' (ক্বদর ১)।

সুতরাং বোঝা গেল এখানে 'মুবারক রাত্রি' বলে শবে ক্বদরই বোঝানো হয়েছে।[৫]

হাদীছ থেকেঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা মধ্য শা'বানের রাত্রিতে নিকটতম আসমানে অবতীর্ণ হন এবং 'কাল্ব' গোত্রের মেষ পালের পশম সংখ্যারও অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন' (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)। কিন্তু ইমাম তিরমিযী বলেন, আমি ইমাম বুখারীকে হাদীছটি 'যঈফ' বলতে শুনেছি'।[৬] ছহীহ মুসলিমের মুক্বাদ্দামার (ভূমিকার) একটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'যঈফ' রাবীদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করা নিষিদ্ধ এবং হাদীছ গ্রহণে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য'।[৭] কাজেই উক্ত হাদীছটি গ্রণহযোগ্য নয়।

ভাগ্য নির্ধারণঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'এতে (মধ্য শা'বানের রাত্রিতে) নির্ধারিত হয় এ বছরে যত মানুষের সন্তান জন্মাবে ও যারা মরবে, আর এতে উঠানো হয় মানুষের আমল সমূহ....।[৮] কিন্তু হাদীছটি মুরসাল (সূত্র ছিন্ন হাদীছ)।[৯] উপরন্তু এ হাদীছটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী। যেমন-

---

*. পুরাতন কস্‌বা, কাযীপাড়া, ২০ আব্দুল আযীয রোড, যশোর।

১. মুসলিম, মিশকাত ১ম খণ্ড হা/১৪৯।

২. পূর্ববর্তী জাতির এ ত্রুটি সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন, 'তাদের মধ্যে একদল মূর্খ আছে যারা কিতাবের কিছুই জানেনা, কেবল আকাংখা ছাড়া। তারা কেবলই কল্পনা করে' (বাক্বারাহ ৭৮)।

৩. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, অনুবাদ ও সম্পাদনায়ঃ মাওলানা মহিউদ্দিন খান, (মদীনা মুনাওয়ারাহঃ খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প ১৪১৩ হিঃ) পৃঃ ১২৩৫, ২য় কলাম।

৪. তদেব।

৫. তদেব, ১ম কলাম, আরও বিস্তারিত দেখুনঃ আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, ১৪শ খণ্ড পৃঃ ১৩৯, টীকা নং ৩ অনুবাদঃ আবদুল মান্নান তালিব (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর'৯৫) ১৯ খণ্ড পৃঃ ১৭৭-৮০।

৬. মিশকাত ৩য় খণ্ড হা/১২২৫, সংক্ষেপিত।

৭. ছহীহ মুসলিমের মুক্বাদ্দামা, অনুবাদঃ (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার নভেম্বর'৯৫) পৃঃ ১১।

৮. বায়হাক্বী, মিশকাত ৩য় খণ্ড হা/১২৩১, সংক্ষেপিত।

(ক) আল্লাহ বলেন,

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِيْ كِتَبٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأَهَا -

‘পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে কোন বিপদই আসুক না কেন, তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে’ (হাদীদ ২২)।

(খ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আসমান ও যমীন সৃষ্টির ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাযার) বছর পূর্বেই আল্লাহ তা‘আলা মাখলূক্বাতের তাক্বদীর লিখে রেখেছেন’।[১০]

(গ) নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, ‘তোমাদের প্রত্যেকেই আপন মাতৃগর্ভে থাকাকালে.... আল্লাহ তা‘আলা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং কম, রিযিক, তার মৃত্যু, দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্য এ চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করেন।[১১]

(ঘ) আল্লাহ বলেন

تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

‘এতে (শবে ক্বদরে) প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রূহ আগমন করে তাদের রবের নির্দেশক্রমে’ (ক্বদর ৪)। তিনি আরো বলেন,

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ -

‘এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়’ (দুখান ৪)।

তিনি আরো বলেন, – كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَأْنٍ

‘প্রতিদিন তিনি তাঁর নতুন অবস্থায় আছেন’ (আর-রহমান ২৯)।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ‘এটা (আর-রহমান ২৯) দৈনন্দিন ভাগ্যলিপি, আর তার পূর্বেরটি (সূরা ক্বদর ও দুখানের আয়াত) বাৎসরিক ভাগ্যলিপি আর তার পূর্বেরটি তার প্রাথমিক সৃষ্টির সময়, যখন সে মাতৃগর্ভে পিণ্ড আকারে ছিল.....। কিন্তু এগুলো আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পরের ঘটনা। আর তার পূর্বেরটি হ’ল আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাযার) বৎসর পূর্বের ঘটনা। এই ভাগ্যলিপির প্রত্যেকটি হ’ল পূর্বেরটির জন্য ব্যাখ্যা স্বরূপ।[১২] অর্থাৎ ‘কুরআন ও হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী সৃষ্ট জীবের ভাগ্য তথা প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স, সারা জীবনের রিযিক, সুখ কিংবা বিপদ এবং এসব বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টির পূর্বে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অতঃপর সন্তান জন্মগ্রহণের সময় ফেরেশতাদেরকেও লিখে দেয়া হয় এবং প্রতি বছর (রামাযান মাসে) শবে ক্বদরে এ বছরের ব্যাপারাদির তালিকা ফেরেশতাদেরকে সোপর্দ করা হয় (১৫ শা‘বানে নয়)।[১৩] তারপর আল্লাহ তা‘আলা যা চান পূর্বাপর করে থাকেন। তবে হ্যাঁ, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের লিখন পরিবর্তন হয় না।[১৪]

আমল উঠানোঃ

পূর্বের আলোচনায় আয়েশা (রাঃ) থেকে মুরসাল বা বিচ্ছিন্ন সূত্রের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, ‘শবেবরাতে মানুষের আমল উঠানো হয়’। হাদীছটির এই অংশটুকুও অন্য ছহীহ হাদীছ বিরোধী। যেমন- আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘রাতের আমল দিবসের আমল শুরু হওয়ার আগেই তাঁর (আল্লাহর) কাছে পৌঁছানো হয়’।[১৫] অর্থাৎ মানুষের আমল আল্লাহ্‌র দরবারে শুধুমাত্র মধ্য শা‘বানে বা শবেবরাতেই উঠানো হয় না বরং প্রতিদিনই তা নির্ধারিত সময় উঠানো হয়। উল্লেখ্য যে, জাল ও যঈফ হাদীছের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে যে, তা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিপরীত হবে।[১৬]

গুনাহ মাফ পাওয়াঃ

হযরত আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, ‘মধ্য শা‘বানের (শবেবরাতের) রাত্রিতে আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ হন এবং মাফ করে দেন তার সকল সৃষ্টিকে, মুশরিক ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ব্যক্তি ছাড়া’।[১৭] এই হাদীছটিও ‘যঈফ’।[১৮] তাছাড়া হাদীছটি অন্যান্য ছহীহ হাদীছেরও বিরোধী। যেমন- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, ‘প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের যাবতীয় আমল পেশ করা হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র

---

৯. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, শবেবরাত (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর’৯৬) পৃঃ ৮।

১০. মুসলিম, মিশকাত ১ম খণ্ড হা/৭৩।

১১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আলবানী, ‘মিশকাত হা/৮২; ঈমান’ অধ্যায়।

১২. মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান আল-তামীমী, উছূলুল ঈমান (শেখ ছালেহ বিন আবদুল আযীয আর-রাযী ও তদীয় ভ্রাতৃবৃন্দের সৌজন্যে প্রকাশিত ১৪১৭/১৯৯৬) অনুবাদ পৃঃ ৩৬-৩৭, সংক্ষেপিত।

১৩. তাফসীরে মা‘আরেফুল কুরআন (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, জুন’৯০) ৫ম খণ্ড পৃঃ ২৩৫, গৃহীতঃ তাফসীরে ইবনে কাছীর।

১৪. তাফসীরে ইবনে কাছীর (তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, জানুয়ারী’৯৪) অনুবাদঃ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, ১২ খণ্ড পৃঃ ৩০৫। ‘তাকদীর’ সম্পর্কে এই তাফসীরের ৩০৪-৭ পৃষ্ঠায় হৃদয়ছোঁয়া ও তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা করা হয়েছে (সূরা রা‘দের ৩৮ ও ৩৯ নং আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে)।

১৫. মুসলিম, উছূলুল ঈমান হা/২।

১৬. নূর মুহাম্মাদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী আগষ্ট’৯২) পৃঃ ২২৮।

১৭. ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৩য় খণ্ড হা/১২৩২।

১৮. শবেবরাত পৃঃ ৮ গৃহীতঃ তুহফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৪১-৪৪।

সাথে শরীক করে না এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। তবে যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে শত্রুতা রাখে তাকে ক্ষমা করেন না....।[১৯] অথচ শবেবরাতের দুর্বল ও জাল হাদীছগুলোতে শুধুমাত্র মধ্য শা'বানের রাত্রিতে আমল উঠানো ও ক্ষমা করা হয় বলে উল্লেখ আছে যা ছহীহ হাদীছগুলোর সম্পূর্ণ বিরোধী। উল্লেখ্য যে, পূর্বের অনুচ্ছেদে প্রতিদিন আমল উঠানোর বর্ণনা এসেছে এবং আলোচ্য অনুচ্ছেদে গুনাহ মাফ হওয়ার ব্যাপারে সোমবার ও বৃহস্পতিবারে আল্লাহ্র কাছে আমল পেশ করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং উপস্থাপিত ছহীহ হাদীছ গুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

নিকট আসমানে আল্লাহ্র অবতরণঃ হযরত আলী (রাঃ) মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, 'যখন মধ্য শা'বান আসবে, তখন এর রাত্রিতে তোমরা ছালাত আদায় করবে ও দিনে ছিয়াম পালন করবে। কেননা, এতে সূর্যাস্তের সাথে সাথেই আল্লাহ পাক এই নিকটতম আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলতে থাকেন যে, কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছ কি? যাকে আমি ক্ষমা করে দেই এবং কোন বিপন্ন (সাহায্য প্রার্থী) ব্যক্তি আছ কি? যাকে আমি বিপদ মুক্ত করি, কোন রিযিক প্রার্থনাকারী আছ কি? যাকে রিযিক দেই। এভাবে আরো আরো ব্যক্তিকে ডাকেন যতক্ষণ না ফজর হয়।[২০] কিন্তু এই হাদীছটির সনদে 'ইবনু আবী সাব্রাহ' নামে একজন বর্ণনাকারী আছেন যিনি হাদীছ জালকারী। সে কারণে মুহাদ্দেছীনের নিকটে হাদীছটি 'যঈফ'।[২১] আলবানী বলেন, 'উহার সনদ দারুন বাজে'।[২২] তাছাড়া হাদীছটি বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত ছহীহ হাদীছের বিরোধী। যেমন- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাতেই নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন এবং যখন রাত্রির শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে তখন বলতে থাকেন, 'কে আছ, যে আমায় ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দেব; কে আছ, যে আমার নিকট কিছু চাইবে, আর আমি তাকে দান করব; এবং কে আছ, যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে, আর আমি তাকে ক্ষমা করব'।[২৩] খ্যাতনামা বিদ্বান আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ)-কে মধ্য শা'বানের রাত্রিতে আল্লাহর অবতরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি ধমক দিয়ে বলেন, 'রে যঈফ তিনি (আল্লাহ) প্রতি রাতেই অবতরণ করে থাকেন'।[২৪]

শবেবরাতের ছালাতঃ

মাওলানা মাহমূদুল হাসান বলেন, 'আমাদের সমাজে শবেবরাতের ছালাত বার রাক'আত বলে প্রচলিত আছে। বিভিন্ন বাংলা অনির্ভরযোগ্য পুস্তকেও কথাটি লেখা আছে। তা আবার বার রাক'আত যেনতেন ভাবে পড়লে হবে না, প্রত্যেক রাক'আতে ত্রিশবার 'কুল হুওয়াল্লাহ' সূরা পড়তে হবে। আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) 'আল-মানারুল মুনীফ' গ্রন্থে এ ধরণের সব হাদীছ উল্লেখ করে বলেন, 'এ সবের একটিও শুদ্ধ নয়'। তিনি আরো বলেন, 'যারা জ্ঞানের সামান্য ছোঁয়াও পেয়েছে তারা এসব বাজে প্রলাপ শুনে বিভ্রান্ত হ'তে পারে না। শবেবরাতের বিশেষ ছালাত ইসলামের চারশত বছর পর মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। জেরুযালেম থেকে এর উৎপত্তি। অন্যান্য হাদীছ বেত্তারাও এগুলোকে জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২৫] উল্লেখ্য যে, শবেবরাতের ছালাতের রাক'আত সংখ্যার বানোয়াট বর্ণনা ১০০ রাক'আত পর্যন্তও পাওয়া যায়।[২৬]

শবেবরাতের ছিয়ামঃ

শবেবরাতের ছিয়াম সংক্রান্ত হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি অত্যন্ত 'যঈফ'।[২৭] তবে প্রত্যেক মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে আইয়ামে বীয -এর নফল ছিয়াম রাখার স্বতন্ত্র বিধান আছে। যেমন- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমার বন্ধু (ছাঃ) আমাকে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন, 'প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম পালন করা এবং দু'রাক'আত চাশতের এবং ঘুমানোর পূর্বে বিতর ছালাত আদায় করা'।[২৮] আবু যর গিফারী (রাঃ) নবী (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন তুমি মাসে তিনটি ছিয়াম রাখতে চাও, তখন ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে ছিয়াম রাখ।[২৯] ইমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি 'সিরারে শা'বানের ছিয়াম রেখেছ? লোকটি বলল, না। আল্লাহ্র নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে রামাযানের পরে ছিয়াম দু'টির ক্বাযা আদায় করতে বললেন।[৩০] জমহুর বিদ্বানগণের মতে 'সিরার' অর্থ মাসের শেষ। উক্ত ব্যক্তি শা'বানের শেষাবধি নির্ধারিত ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন অথবা ঐটা তার মানতের ছিয়াম ছিল। রামাযানের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার নিষেধাজ্ঞা[৩১] লংঘনের ভয়ে তিনি শা'বানের শেষের ছিয়াম দু'টি বাদ দেন। সেকারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ঐ ছিয়ামের ক্বাযা

১৯. মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকা, অক্টোবর'৮৭) ৪র্থ খণ্ড হা/১৫৯৩।
২০. ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৩য় খণ্ড হা/১২৩৩।
২১. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালীব, শবেবরাত (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ ১৯৯৬) শবেবরাত পৃঃ ৭।
২২. তদেব পৃঃ ৮; গৃহীত মিশকাত (বৈরুতঃ ১৯৮৬) হা/১৩০৮ টাকা, ১ম খণ্ড পৃঃ ৪১০।
২৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত ৩য় খণ্ড হা/১১৫৫।
২৪. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, পৃঃ ১১৭,১ম প্রকাশ ১৯৯৬।
২৫. মাসিক দাওয়াতুল হক (চট্টগ্রামঃ নাজিরা বাজার মাদরাসা অক্টোবর'৯৪), প্রবন্ধঃ সমাজে প্রচলিত জাল হাদীছ।
২৬. শবেবরাত পৃঃ ৯।
২৭. আলোচনা দেখুনঃ 'নিকট আকাশে আল্লাহ্র অবতরণ'।
২৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়াযুছ ছালেহীন ৩য় খণ্ড হা/১২৫৮।
২৯. তিরমিযী, রিয়াযুছ ছালেহীন ৩য় খণ্ড হা/১২৬২। ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন।
৩০. শবেবরাত পৃঃ ৯, গৃহীতঃ মুসলিম নববীসহ (নওল কিশোর ছাপা, ১৩১৯ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৬৮।
৩১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত ৪র্থ খণ্ড হা/১৮৭৬।

আদায় করতে বললেন।[৩২] বুঝা গেল যে, এই হাদীছটির সঙ্গে প্রচলিত শবেবরাতের কোন সম্পর্ক নেই।[৩৩]

রূহের আগমনঃ

এ ব্যাপারে নীচের আয়াতটি দলীল হিসাবে পেশ করা হয়-

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلَامٌ ، هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ-

'সে রাত্রিতে ফিরিশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতি ক্রমে, সকল বিষয়ে কেবল শান্তি, ঊষার আবির্ভাব কাল পর্যন্ত' (কৃদর ৩-৪)। এখানে 'সে রাত্রি' বলতে 'লায়লাতুল ক্বদর' বা শবেক্বদরকে বুঝানো হয়েছে- যা এই সূরার ১ম, ২য় ও ৩য় আয়াতে বলা হয়েছে।[৩৪] অত্র সূরায় 'রূহ অবতীর্ণ হয়' কথাটি রয়েছে বিধায় হয়তবা অনেকে ধারণা করে নিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহগুলি দুনিয়ায় নেমে আসে। অথচ এই অর্থ কোন বিদ্বান করেননি। 'রূহ' শব্দটি একবচন। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে রূহ বলতে ফেরেশতাগণের সরদার জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে। কেউ বলেন, বিশেষ ধরণের এক ফেরেশতা। তবে এর কোন ছহীহ ভিত্তি নেই'।[৩৫]

শবেবরাতের বিশেষ আমল থেকে কেন বিরত থাকব?

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করলে, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৩৬] যেমন- 'তাক্বদীর' বা ভাগ্য সংক্রান্ত বিশ্বাস ঈমানের অঙ্গ। যদি 'যঈফ' হাদীছ ঐ বিশ্বাসে আঘাত করে, তবে তা অবশ্যই বর্জনীয়। আমাদের আলোচনায় শবেবরাত সম্পর্কিত হাদীছে ভাগ্য নির্ধারণ সম্পর্কিত বিরোধিতা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং ঈমানকে ধ্বংস হ'তে মুক্ত করতে শবেবরাতের বিশ্বাস থেকে দূরে থাকতে হবে।

(খ) মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যখনই কোন সম্প্রদায় একটি বিদ'আত সৃষ্টি করবে, তখনই একটি সুন্নাত লোপ পাবে'।[৩৭] যেমন- শবেবরাতের 'যঈফ' হাদীছ নির্ভর বিদ'আতী আমল আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়া-পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ একদিনের জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে ছহীহ হাদীছে প্রতি শেষ রাতেই এই সুবর্ণ সুযোগ আছে বলে ঘোষিত হয়েছে। তাই সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে বিদ'আতকে প্রত্যিাগ করা যরূরী।

(গ) নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে'।[৩৮] শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (রঃ) -এর মতে এই রাতে আলোকসজ্জা করা হিন্দুদের 'দেওয়ালী' উৎসবের অনুকরণ মাত্র। কেউ বলেন, এগুলি খলীফা হারূনুর রশীদ -এর অগ্নি উপাসক নও মুসলিম বারামকী মন্ত্রীদের চালু করা বিদ'আত মাত্র'।[৩৯]

(ঘ) মুফতী মুহাম্মাদ শফী হানাফী (রহঃ) বলেন, 'তবে কোন কোন মাশায়েখ দুর্বল হ'লেও হাদীছগুলোকে কবুল করেছেন। কেননা ফযীলত সম্পর্কিত দুর্বল (যঈফ) রেওয়ায়াত কবুল করার অবকাশ আছে'।[৪০] এর অর্থ হ'ল সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটানো। অথচ আল্লাহপাক বলেন,

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

'তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-শুনে সত্য গোপন করো না, যখন তোমরা জানো' (বাক্বারাহ ৪২)। সুতরাং শবেবরাতের বিশ্বাস ও আমল অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

উপসংহারঃ

উপরের আলোচনায় প্রমাণিত হ'ল যে, শবেবরাতের উপর বিশ্বাস, যেমন- ঐ দিনে ভাগ্য নির্ধারণ ও রূহের আগমণ, হালুয়া-রুটি বিতরণ, আতশবাজী ও পটকা ফুটানো, মসজিদ ও কবরস্থানে মীলাদ, ফাতেহা পাঠ এবং কবরস্থানে কুরআন খানি, বাতি জ্বালানো, ফুল ও টাকা-পয়সা দেয়া, ঐ উপলক্ষ্যে ছালাত আদায় করা ও ছিয়াম পালন করা ইত্যাদি কোন কোনটি শিরক এবং কোন কোনটি বিদ'আত। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এহেন শিরক ও বিদ'আতী কাজ থেকে মুক্ত করে ছহীহ ঈমান-আক্বীদা ও আমল অনুযায়ী চলার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

---

৩২. শবেবরাত পৃঃ ৯, গৃহীতঃ মুসলিম (নববী সহ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৬৮, আরো দেখুনঃ মিশকাত ৪র্থ খণ্ড হা/১৯৪০ -এর ব্যাখ্যা পৃঃ ২৪৮।
৩৩. শবেবরাত পৃঃ ৯।
৩৪. তদেব পৃঃ ১২।
৩৫. তদেব পৃঃ ১২, গৃহীত ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআন (বৈরূতঃ ১৯৮৮) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৪৯৬, ৫৬৮।
৩৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত ১ম খণ্ড হা/১৩৩।
৩৭. আহমাদ, মিশকাত ১ম খণ্ড হা/১৭৮।
৩৮. আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত ৮ম খণ্ড হা/৪১৫৩।
৩৯ শবেবরাত পৃঃ ১৩, গৃহীতঃ তুহফাতুল আহওয়াযী (কায়রোঃ ১৯৮৭) ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৪২।
৪০. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন পৃঃ ১২৩৫, ২য় কলাম।

ভাল-র প্রকৃত স্বরূপ

*-অধ্যাপক স.ম. আবদুল মজীদ কাযিপুরী**

মানুষের ভাল ভাবনা মানুষকে কতটুকু ভাল দিতে পেরেছে, আর কতটুকুইবা শান্তি দিয়েছে তা অবশ্যই ভেবে দেখা দরকার। 'করলা' কখনই স্বাদে ভাল নয়। অথচ তা-ই শরীরের জন্য ভাল। আবার জীবনের জন্য ধূমপান বিষবৎ হ'লেও শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিত নির্বিশেষে প্রায় সকল বুদ্ধিমান মানুষই তা ছেড়ে দিতে পারছে না। বুদ্ধিমান মানুষ যা ভাল বলে গ্রহণ করছে তা যে তাদের জন্য সর্বদা সুফল বয়ে আনে না, শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিত মানুষের সকল ভাল ভাবনা যে মানুষের জন্য সব সময় কল্যাণকর হয় না, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আসলে মানুষের জ্ঞান অতীব সীমিত। তাই জাগতিক দৃষ্টিতে ভালর সমূদয় অভ্যন্তর ভাগটি মানুষ দেখতে সমর্থ হয় না। আল্লাহ পাক মানুষের ভাল ভাবনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এরশাদ করেছেন, '..... তবে তোমরা হয়ত কোন জিনিষ অপসন্দ করবে অথচ তাই তোমাদের জন্য ভাল, আবার কোন জিনিষ হয়ত তোমরা খুব পসন্দ করবে অথচ তা-ই তোমাদের জন্য অপকারী। বস্তুতঃ আল্লাহই সকল কিছু (বিষয়ের ভিতর ও বাহির) জানেন, যা তোমরা জান না', (বাক্বারাহ ২১৬)। বস্তুতঃ যে 'ভাল' কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত নয় সে 'ভাল' থেকে মানুষের জন্য কোন কল্যাণই আসতে পারেনা।

রাসায়নিক সার ও বিষ প্রয়োগ করলে ফসল বাড়ে। কিন্তু দেখি আজকাল অনেক শিক্ষিত লোকই বাজারে বিনা রাসায়নিক সারে ফলানো নির্জীব গোছের পালং শাক খুঁজে খুঁজে কিনেন। কেন? রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে আমরা ফসল অনেক বেশী পাচ্ছি সত্য। কিন্তু স্বাস্থ্যবিদগণের অনেকের মতে, এসব ফসল খেয়ে আমরা অনেক বাড়তি অসুখ-বিসুখও পেয়েছি। যেমন এসিডিটি, রক্তচাপ, গ্যাস ইত্যাদি। এসবের প্রতিকার ও প্রতিরোধের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা উন্নত দেশগুলোতে থাকলেও আমাদের মত উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোতে তা নেই। যাহোক এসব অসুখের সাথে মোকাবেলা করতে বাড়তি ফসল বাড়তি পথেই ব্যয় করছি। সামগ্রিক পর্যালোচনায় কতটা ভাল আমরা পেলাম। আর ভাল ও মন্দের আনুপাতিক হারই বা কি দাঁড়ালো তা কি কেউ গভীর ভাবে ভেবে দেখেছি?

ধর্মের কথা শুনলে যারা দুর্বল হন অথচ কুরআন-হাদীছের জ্ঞান নেই, এমন সব মানুষকে এতদিন শয়তান যে সব ভাল দিয়ে প্রতারিত করছিল, আল্লাহ পাক তাঁর এই সব বান্দাদেরকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে উদ্ধার করার জন্য তওবার সুযোগ দান করলেন। শয়তান যত আল্লাহ্র বান্দাকে তার পথে আনে, নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবা করে তাদের অনেকেই আবার আল্লাহ্র পথে ফিরে আসতে পারেন। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি তওবা করেছে এবং (তওবার দ্বারা) পুনরায় ঈমানে বহাল হয়েছে, আর কিছু নেক কাজও করেছে, এরাইতো সেই দল যাদের অন্যায় অপকর্মগুলো আল্লাহ্পাক ক্ষমার দ্বারা সুন্দরভাবে বদলে দিবেন, (ফুরকান ৭০)। এতে শয়তান প্রমাদ গুণলো। শয়তান হতাশ হ'ল বটে কিন্তু হতোদ্যম হ'লনা। সে আল্লাহ্র আরো অধিক বান্দাকে পাকাপাকিভাবে তার দলে নেওয়ার জন্য বিকল্প হিসাবে ভাল-র ইহলৌকিক দর্শনে কিছুটা পারলৌকিক আমেজ অর্থাৎ ধর্মানুভূতি মিশিয়ে দিল। এ পরিকল্পনানুযায়ী সে আল্লাহ্র বুদ্ধিমান বান্দাদের বিশেষতঃ 'ওয়ারাছাতুল আম্বিয়াদের একটা শ্রেণীর সামনে এমন কতক কাজ-কর্ম উপস্থাপন করতে লাগল যা প্রকৃতপক্ষে ধর্মকর্ম নয়, অথচ দৃশ্যতঃ যেন ধর্মকর্ম। যা এই সব বুদ্ধিমান বিদ্বানগণ ছওয়াবের কাজ মনে করে ধর্মীয় বিধি-বিধান হিসাবে নিজেদের এবং মুসলিম জাতির আমলে গ্রহণ করল। যেহেতু এসব কাজকর্মকে ছওয়াবের কাজকর্ম বলে গ্রহণ করা হ'ল সেহেতু এ ক্ষেত্রে তওবার প্রয়োজন অবান্তর হয়ে পড়ল। শয়তানের এ পরিকল্পনা অত্যন্ত সফল হ'ল।

শয়তানের উদ্ভাবিত ও উপস্থাপিত কাজগুলোই হচ্ছে বিদ'আত। কেননা এসব কাজ আল্লাহর রাসূলের (ছাঃ) তরফ থেকে নির্দেশিত ও নির্ধারিত নয়। সুতরাং তা মোটেও ধর্মকর্ম নয়। আর এ সব থেকে পাপ ব্যতীত ছওয়াবের আশা কল্পনাতীত। এ সব বিদ'আত কর্ম মূলতঃ আল্লাহ্র রাসূলের প্রতিপক্ষীয় ও প্রতিদ্বন্দ্বী কাজ-কর্ম। এ জন্যই নবী করীম (ছাঃ) বিদ'আত প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি (বিদ'আত করা তো দূরের কথা) কোন বিদ'আতীকে সম্মান দেখিয়েছে সে নিশ্চয়ই ইসলামের ধ্বংস সাধনে সাহায্য করেছে।'[1]

নিম্নে দেশে প্রচলিত কিছু ভালর প্রকৃত স্বরূপ আলোচিত হ'ল-

মৃতের রূহের মাগফেরাতের জন্য চল্লিশা উদযাপন সুস্পষ্ট রূপেই বিদ'আত বলে সাব্যস্ত হয়েছে। মাসিক মদীনার প্রশ্নোত্তর বিভাগে বলা হয়েছে- 'কারো মৃত্যুর পর তিন দিনের মাথায় বা চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর বিশেষ কোন অনুষ্ঠান করার সমর্থন শরীয়তে নেই। কুরআন-হাদীছ বা ফেকাহ্র কিতাবে এ সব অনুষ্ঠানের কোন বর্ণনা নেই। সুতরাং নির্ভরযোগ্য আলিমগণ এসব অনুষ্ঠানকে বিদ'আতরূপে চিহ্নিত করে থাকেন'।[2] দুঃখের বিষয় অধিকাংশ মাওলানা ছাহেবেই ভালর নামে এ সব অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচালনা করে থাকেন।

ইক্বামত শুনে দৌড়ে গিয়ে ছালাতের জামা'আত ধরা দৃশ্যতঃ খুব ভাল কাজ। অথচ নবী করীম (ছাঃ) দৌড়ে

---

* *বাসাঃ আল-হুজুরাত, মহাদেবপুর, নওগাঁ।*

১. বায়হাক্বী, মিশকাত ১/১৯০ পৃঃ; আলবানী, মিশকাত হাদীছ নং ১৮৯। হাদীছটি মুরসাল। তবে অন্যান্য সূত্রে মওছুল ও মরফূ ভাবে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। সব মিলে এটি 'হাসান' পর্যায়ে উন্নীত হ'তে পারে।- ঐ টীকা (প্রঃ সঃ)

২. মাসিক মদীনা, এপ্রিল'৯০ সংখ্যা, পৃঃ ৬৫।

গিয়ে জামা'আত ধরতে নিষেধ করেছেন।[৩] নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'বিদ'আতীরা ক্বিয়ামতের দিন হাউযে কাওছারের পানি পানের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে' (বুখারী)। হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ) লিখেছেন, 'ইসলামের দৃষ্টিতে বিদ'আত চরম অপরাধ এ কারণে যে, এটিই দ্বীন ও শরীয়তকে বিকৃত করার প্রধান হাতিয়ার'।[৪] সুতরাং মহানবী (ছাঃ)-এর বাণী 'যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে সম্মান দেখিয়েছে যে নিশ্চয়ই ইসলামের ধ্বংস সাধনে সাহায্য করল'। মোতাবেক মীলাদ ও চল্লিশা অনুষ্ঠানের আয়োজনকারী ও এসব অনুষ্ঠানের পরিচালনাকারীদেরকে সম্মান দেখিয়ে ইসলামের একজন ধ্বংসকারীরূপে নিজেকে চিহ্নিত করাই কি শ্রেয়? নাকি তাদেরকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করা শ্রেয়? এ প্রশ্ন বিবেকবান বিদ্বানদের কাছেই রইল।

ভাল-র নাম করেই বিদ'আত মুসলমানদের মধ্যে ছওয়াবের কাজ হিসাবে চালু হয়েছে। 'কাজটাতো ভালই, আল্লাহ্র রাসূলেরই তো গুণগান করা হয়। সুতরাং তা করলে ক্ষতি কি'? এ হ'ল এমনই এক যুক্তি, যা দিয়ে অতি সহজেই কুরআন-হাদীছের জ্ঞান শূন্য সাধারণ শিক্ষিত মানুষদেরকে ঘায়েল করা যায়। শয়তান এখন প্রায় সম্পূর্ণ আশ্বস্ত যে, আল্লাহ্র অধিকাংশ বান্দাকেই সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ সমূহের বাইরে নিতে পেরেছে, অথচ এ জন্য তারা কোন দিনও তওবা করবে না। কারণ, কাজটি তারা ভাল এবং ছওয়াবের জেনেই করেছে। ফলে তারা কখনো আল্লাহ্র পথে ফিরতে পারবে না। এতে আল্লাহ্র বিপক্ষ দল বাড়বে বই কমবেনা। যদিও এতে বান্দার ব্যতীত আল্লাহ্র কোনই ক্ষতি হবে না।

তারা 'ভাল কাজ করলে ক্ষতি কি' এমন যুক্তির সাথে ছওয়াবের প্রত্যাশাকে মিশিয়ে অধিক ছওয়াবের আশায় মীলাদ পড়ছেন, মৃত বাবা-মার রুহের মাগফিরাতের জন্য তিন দিনা বা চল্লিশা উদ্‌যাপন করছেন, খানকা খুলে ওরশ করছেন, শবেবরাতে হালুয়া-রুটির আয়োজন করছেন, সাতাশের রাত্রিকে আনুষ্ঠানিক উৎসবের মাধ্যমে উদযাপন করছেন, মাইক লাগিয়ে দশ গ্রাম জানিয়ে ইল্লাল্লা-হ যিকির করছেন (অথচ এ সম্পর্কে আল্লাহ কি বলেন তা দেখুনঃ সূরা আ'রাফ ৫৫, ২০৫ ও ২০৬ আয়াত), কা'বা শরীফ তাওয়াফের প্রতি চক্রের জন্য আলাদা আলাদা দো'আ উদ্ভাবন করেছেন, ছাফা-মারওয়া ছাঈর প্রত্যেক দৌড়ের জন্য আলাদা আলাদা দো'আ আবিষ্কার করেছেন। ফলে আমলের ক্ষেত্রে ভালর নামে এ সব আবিষ্কারের বিনিময়ে গরিষ্ঠ সংখ্যক মুসলমান বিশুদ্ধ ছালাত হারিয়েছেন। তাদের ছিয়াম ফ্রীষ্টাইলে পরিণত হয়েছে। সত্য বলা, সত্য সাক্ষ্য দেওয়া, যাকাত দেওয়া, ওশর দেওয়া, ওয়াদা ঠিক রাখা, আমানতের মর্যাদা রক্ষা করা, দান করা, সূদ-ঘুষ থেকে বিরত থাকা, আল্লাহ্র রাসূলের নির্দেশিত নফল ছালাত-ছিয়াম ইত্যাদি ভাল কাজসমূহ 'উছওয়াতুন হাছানা' হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মুসলমানের আমল থেকে উঠে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যখনই কোন সম্প্রদায় দ্বীনের মধ্যে কোন বিদ'আত সৃষ্টি করবে তখনই আল্লাহপাক তাদের মধ্য হ'তে সেই পরিমাণ সুন্নাত উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত তা আর তাদেরকে ফিরিয়ে দিবেন না।[৫]

বুদ্ধিমান বিদ্বান মানুষের উদ্ভাবিত ভাল আল্লাহ্র রাসূলের দেওয়া (নির্দেশিত) ভালর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে কিভাবে দেখা যাক- আল্লাহপাক বললেন, 'আমি ও আমার ফেরেশতাগণ আমার নবীর প্রতি সালাম পেশ করে থাকি। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরাও তোমাদের নবীর উপর সালাম পেশ কর' (আহযাব ৫৬)। ছাহাবাগণ নবী করীম (ছাঃ) -এর খেদমতে আরয করলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কিভাবে আপনার উপর সালাম পেশ করব' (আমাদেরকে শিখিয়ে দিন)? উত্তরে রাসূলে পাক (ছাঃ) বললেন যে, তোমরা সর্বদায়ই ওযূতে, বিনা ওযূতে, চলতে-ফিরতে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে, ছালাতের ফাঁকে ফাঁকে, আমার নাম শুনলে আমার উপর সালাম পেশ করতে পার। এ বলে তিনি ছোট বড় কতক দরূদ শিখিয়ে দিলেন। ছাহাবাদের ও তাবেঈনদের আমলে এমনিভাবে একাকী বা স্ব স্ব তেলাওয়াতের মাধ্যমে নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি সালাম পেশ করা হয়েছে।

অথচ এক শ্রেণীর উদ্ভাবন প্রিয় বুদ্ধিমান আলেম কবিতাকারে নবীর প্রতি সালাম পেশের প্রথা চালু করলেন। এই নবাবিষ্কৃত পদ্ধতিকে দ্রুত জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এতে খানাপিনা যোগ করে দিলেন। ফলে সত্যি সত্যিই কাব্যাকারের মীলাদের জনপ্রিয়তা দ্রুত বেড়ে গেল। নবী করীম (ছাঃ)-এর শিখিয়ে দেওয়া দরূদ শরীফ এখন বন্ধ প্রায়। এমনকি নবী করীম (ছাঃ) -এর নাম শুনে যারা 'ছাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়া সাল্লাম' টুকু পর্যন্ত পড়েন না, আজ তারাই বেশী ঘটা করে মীলাদের মাহফিল করে থাকেন। নতুন ঘরে উঠতে গেলে মীলাদ পড়তে হবে, ছেলে পরীক্ষা দিতে যাবে মীলাদ পড়তে হবে, বাবা-মার মৃত্যু বার্ষিকীতে মীলাদ পড়তে হবে (অন্যথায় বাবা-মা কবরে কষ্ট পাবে- এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে), অবৈধ পয়সায় কল-কারখানা করে তা উদ্বোধন করতে মীলাদ পড়তে হবে। মীলাদ ছাড়া যেন কোন কাজই শুভ হয় না। ভাল-মন্দ সবখানেই মীলাদকে জুড়ে দেয়া হয়েছে। অথচ ইসলামের ফরয সমূহ যেমন- ছালাত-ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির প্রতি তাদের বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপ নেই।

ভাল-র নাম করে ভাল-র যুক্তি দেখিয়ে আজকাল ধর্মকর্মে খানাপিনাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এটাও কোন না কোন আলেম-ওলামাই করেছেন। যেন ভাত ছিটালে কাকের অভাব কি? খানাপিনা দিয়ে মানুষকে ধর্মকর্মে আকৃষ্ট করা যদি একটি উত্তম পদ্ধতিই হত তাহ'লে খোদ নবী করীম (ছাঃ)-ই তা চালু করতেন। আরও দেখা যায়- পোলাও

৩. মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমী অনূদিত মিশকাত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ৬৩৫-(৭) দ্রষ্টব্য, হাদীছটি বুখারী, মুসলিমের।
৪. মা'আরেফুল কুরআন ২/৬৯৭ পৃঃ।
৫. দারেমী, মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমী অনূদিত মিশকাত শরীফ, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১৭৯; সনদ ছহীহ (প্রঃ সঃ)।

বিরিয়ানী দিয়ে মসজিদে ও ঈদের মাঠে মুছল্লী জোগাড়ের প্রতিযোগিতা। ভাবটা যেন এমনি পৃথিবীর মানুষ দেখুক, কার মসজিদে কত লোক! নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন এই যে, মানুষ পরস্পরে মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে'।[৬]

আচ্ছা, বলুন তো! নবী করীম (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবাগণ কি ধর্মালোচনা বা ধর্মানুশীলনের বৈঠকে খানাপিনাকে সংশ্লিষ্ট করেছিলেন? মসজিদুন নববীতে যে নিয়মিত ধর্মালোচনা হ'ত তাতে কি কোন খানাপিনার আঞ্জাম থাকত? অন্ততঃ একটিও প্রমাণ দিতে পারবেন কি কেউ? পৃথিবীর কোন মুফতী বা ফকীহ? তবে যে আজ হচ্ছে! মীলাদের অনুষ্ঠানে খানাপিনা, শবে বরাত ও শবে কদরে ইছালে ছওয়াবে খানাপিনা। এসব কি তবে বিদ'আত নয়? অনেক তার্কিক বলে থাকেন, মানুষকে খাওয়ানো তো ভাল কাজ। দানে দুর্গতি খণ্ডে, ভোজনে খণ্ডে পাপ (হিন্দু কৃষ্টি!) সুতরাং এই খাওয়ানো বিদ'আত হবে কেন?

প্রিয় পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ! ইসলামের ইতিহাস, এমনকি পৃথিবীর ইতিহাস বলছে মক্কা বিজয়ের পর মহানবীর (ছাঃ) (যিনি 'খুলুকিন আযীম' বা সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং যাঁর যাবতীয় কাজকর্ম 'সর্বোত্তম আদর্শ' বা 'উছওয়াতুন হাসানা' বলে কুরআনুল করীমে বর্ণিত হয়েছে) ইখতিয়ারে প্রভূত সম্পদের সমাগম হয়েছিল। অথচ তাঁর মসজিদে, তাঁর ধর্মালোচনার জলসায় ভালর নামে, ধর্মের নামে, ছওয়াবের জন্য কখনো খানাপিনার সামান্যতম আয়োজনও করা হয়নি, আর এমন হুকুমও তিনি দেননি।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ! ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভাল-র যুক্তিতে ধর্মের নামে খানাপিনার বিষয়টি নিরপেক্ষ মনে একটু ভেবে দেখুন তো! ধর্মের নামে ভালর যুক্তিতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে খানাপিনার আঞ্জাম দিলাম মাসে দু'থেকে চার দিন। আর মাসের বিশ দিনই কিংবা তারও বেশী এক মুঠো ভাতের জন্য দ্বারে দণ্ডায়মান ভিক্ষুককে 'মাফ কর' বলে তার মুখের উপর সদর দরজা বন্ধ করে দিলাম। যখন কেউ চাইল না তখন তাদেরকে দাওয়াত করে পোলাও-পায়েস খাওয়ালাম। অথচ যখন কেউ ক্ষুধায় ক্লান্ত হয়ে কাতর কণ্ঠে এক মুঠো ভাতের জন্য আবদার করল তখন তাকে 'মাফ কর' বলে তাড়িয়ে দিলাম।

আরও গভীরভাবে বিষয়টি ভেবে দেখুন! যাদের আছে তাদেরকেই দাওয়াত করে খাওয়ানো কি কেবল ভাল, নাকি যারা অনাহারে থেকে ক্ষুধার যন্ত্রণায় চাইতে আসে তাদেরকে খাওয়ানো ভাল?

দাওয়াত করে খাওয়ানো একটি সৌজন্যমূলক নেক কাজ। অথচ ক্ষুধায় অবসন্ন একজন ক্ষুধার্তকে খানা না দেওয়া কবীরা গুনাহ। যারা ক্ষুধার্তকে অন্ন দেয়না, অথচ ছালাত আদায় করে, এমন ছালাত আদায়কারীদের জন্যই দুর্ভোগ।

[চলবে]

৬ আবুদাউদ, নাসাঈ, দারেমী, ইবনুমাজাহ; আলবানী, মিশকাত, হা/৭১৯: সনদ ছহীহ (প্রঃ সঃ)।

রামাযানের ফাযায়েল ও মাসায়েল

*—আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ**

ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি। তন্মধ্যে একটি হ'ল রামাযানের ছিয়াম। আরবী 'ছিয়াম' শব্দের যথার্থ ভাব প্রকাশক শব্দ বাংলা ও ফারসী ভাষায় নেই। বাংলা ভাষায় 'উপবাস' ও ফারসী ভাষায় 'রোযা' শব্দ দ্বারা ছিয়ামকে বুঝানো হয়। কিন্তু উপবাস ও রোযা শব্দ দ্বারা ছিয়ামের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায়না। কাজেই আমরা রোযা শব্দ ব্যবহার না করে 'ছিয়াম' শব্দ ব্যবহার করার চেষ্টা করব। 'ছিয়াম' শব্দের শাব্দিক অর্থ বিরত হওয়া। শরীয়তের পরিভাষায় 'ছিয়াম' হচ্ছে, আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে ছুবহে ছাদেক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হ'তে বিরত থাকা।

ছিয়ামের ইতিহাসঃ ছিয়াম কখন থেকে চালু হয়েছে এর সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে কুরআনের ভাষায় বুঝা যায় ছিয়াম আদম (আঃ) হ'তেই চালু হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা মুত্তাক্বী (সংযমী) হ'তে পার' (বাক্বারাহ ১৮৩)। আমাদের উপর ছিয়াম ফরয হয়েছে। ২য় হিজরীর শা'বান মাসে।

ছিয়ামের ফযীলতঃ

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন রামাযান মাস আসে তখন আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়'। অপর বর্ণনায় রয়েছে জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। আর শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। অপর বর্ণনায় রয়েছে রহমতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়।[১]

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন রামাযান মাসের প্রথম রাত্রি আসে, তখন শয়তান ও অবাধ্য জিনকে শৃঙ্খলিত করা হয়। জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয়। অতঃপর এর কোন দরজাই খোলা হয় না এবং জান্নাতের দরজা সমূহ খোলা হয়, অতঃপর কোন দরজাই বন্ধ করা হয় না। এ মাসে একজন আহবানকারী আহবান করতে থাকে, 'হে কল্যাণের অন্বেষণকারী অগ্রসর হও, হে মন্দের অন্বেষণকারী থাম'। আল্লাহ তা'আলা এ মাসে বহু ব্যক্তিকে জাহান্নাম হ'তে মুক্তি দেন। আর এরূপ প্রত্যেক রাতেই হয়ে থাকে।[২]

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক কাজেরই নেকী দশগুণ থেকে

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী ও সদস্য, দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৩ পৃঃ।
২. তিরমিযী, মিশকাত , সনদ হাসান আলবানী ১৭৩ পৃঃ।

সাত শ' গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছিয়াম নয়। কারণ এটা আমারই জন্য। আর আমি নিজেই এর পুরস্কার প্রদান করব। সে আমারই জন্য তার কামনা-বাসনা ও খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করেছে। 'ছিয়াম' পালনকারীর জন্য দু'টি খুশী রয়েছে। একটি খুশী তার ইফতারের সময় এবং অপরটি খুশী তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়। আর ছিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও উত্তম। তাই যখন তোমাদের কারো ছিয়াম পালনের সময় হবে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং ঝগড়া না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে লড়াই করে তাহ'লে সে যেন বলে, আমি ছিয়াম পালনকারী।[৩]

(৪) সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতের আটটি দরজা আছে, তন্মধ্যে একটি দরজার নাম 'রাইয়ান'। ঐ দরজা দিয়ে ছিয়াম পালনকারী ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবে না।[৪]

(৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের নিয়তে রামাযানের ছিয়াম পালন করবে, তার পূর্বের (ছাগীরা) গোনাহ সমূহ মাফ করা হবে এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের নিয়তে রামাযানের রাত্রি ইবাদতে কাটাবে তার পূর্বের গোনাহ সমূহ মাফ করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের নিয়তে ক্বদরের রাত্রি ইবাদতে কাটাবে, তার পূর্বের গোনাহ সমূহ মাফ করা হবে'।[৫]

(৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) আরো বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'হে মুসলমানগণ! তোমাদের নিকট রামাযান মাস তথা বরকতময় মাস এসেছে। সে মাসের ছিয়াম আল্লাহ তোমাদের উপর ফরয করেছেন। তাতে আসমানের দরজা সমূহ খোলা হয় এবং দোযখের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয়, অবাধ্য শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। আর এতে এমন একটি রাত্রি রয়েছে যা হাযার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে সকল মঙ্গল হ'তে বঞ্চিত হয়েছে।[৬]

(৭) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ছিয়াম এবং কুরআন আল্লাহ্র নিকট বান্দার জন্য (কিয়ামতে) সুপারিশ করবে। ছিয়াম বলবে 'হে আল্লাহ! আমি তাকে দিনে তার খানা ও প্রবৃত্তি হ'তে বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতে নিদ্রা হ'তে বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতএব উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে।[৭]

৩. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৩ পৃঃ।
৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৩ পৃঃ।
৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৩ পৃঃ।
৬. আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত ১৭৩ হাদীছ ছহীহ আলবানী।
৭. বায়হাক্বী, মিশকাত ১৭৩ পৃঃ হাদীছ ছহীহ আলবানী, মিশকাত হা/১৯৬৩।

(৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বদ দো'আ দিয়ে বলেন,....'সেই ব্যক্তির নাক মাটিতে মিশে যাক, যে রামাযান পেল, অথচ নিজেকে ক্ষমা প্রাপ্ত করে নিতে পারল না...'।[৮]

(৯) নফল ছিয়ামেরও অনেক ফযীলত রয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে আল্লাহ্র রাস্তায় একটি ছিয়াম রাখবে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন হ'তে সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন।[৯]

ছিয়ামের মাসায়েল

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয় নিয়তের উপর সকল আমল নির্ভর করে'।[১০] তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে ছিয়ামের নিয়ত করে না, তার ছিয়াম হয় না।[১১] জানা আবশ্যক যে, নিয়ত হচ্ছে মনের সংকল্প। সুতরাং অন্তরে 'ছিয়ামে'র সংকল্প করতে হবে। মুখে নিয়ত পাঠের কোন শারঈ দলীল নেই।

২. **শিশুদের ছিয়াম পালনে উদ্বুদ্ধ করাঃ** রুবাই বিনতে মুআওয়ায বলেন, আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে ছিয়াম পালন করাতাম এবং তাদের জন্য খেলনা রাখতাম। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ যখন খাবার জন্য কাঁদত, তখন আমরা খেলনাটি দিতাম। এভাবে ইফতারের সময় হয়ে যেত।[১২]

৩. ছিয়াম সকল নারী-পুরুষের প্রতি ফরয। তবে কাফের, পাগল, শিশু, রোগী, মুসাফির, ঋতুবর্তী মহিলা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, গর্ভবর্তী ও দুগ্ধদান কারিনীর উপর ছিয়াম ফরয নয়।[১৩]

৪. **যখন ছিয়াম পালন করা নিষেধঃ** আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন। ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন।[১৪] তিনি অন্যত্র বলেন, ঈদুল আযহার পর 'আইয়ামে তাশরীক্ব -এর (তিন দিন) খানাপিনার দিন'।[১৫]

৫. **শা'বানের শেষে রামাযানের জন্য স্বাগত ছিয়াম নিষেধঃ** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন রামাযানের একদিন কিংবা দু'দিন আগে ছিয়াম পালন না করে। তবে যার আগে থেকে ছিয়াম পালনের অভ্যাস আছে সে ঐ দিনে ছিয়াম রাখতে পারে'।[১৬]

৬. **রামাযানের জন্য শা'বানের হিসাব রাখা যরূরীঃ** আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শা'বানের চাঁদের যত হিসাব করতেন আর কোন চাঁদের বেলায় সেরূপ

৮. তিরমিযী, মিশকাত ৮৬ পৃঃ হাদীছ ছহীহ আলবানী, মিশকাত 'ছালাত' অধ্যায় হা/৯২৭।
৯. বুখারী, মিশকাত 'ছিয়াম' অধ্যায়।
১০. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১১ পৃঃ।
১১. তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত ১৭৫ পৃঃ; হাদীছ ছহীহ আলবানী।
১২. বুখারী ২৬৩ পৃঃ।
১৩. ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড ৩৭০ পৃঃ।
১৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত 'ছওম' অধ্যায় হা/২০৪৮-৪৯।
১৫. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৫০।
১৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৪ পৃঃ।

Contents

করতেন না।[১৭]

৭. চাঁদ দেখার ব্যাপারে যেকোন জ্ঞানবান মুমিন মুসলমান চাঁদের সাক্ষ্য দিলে ছিয়াম পালন করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে ছিয়াম ছাড়'।[১৮]

৮. চাঁদের সাক্ষ্য প্রদানকারীকে অবশ্যই মুসলমান হ'তে হবে। একদা এক বেদুঈন ব্যক্তি চাঁদ দেখার দাবী করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস পোষণের কথা জিজ্ঞেস করেন।[১৯]

৯. তারাবীহঃ

(ক) 'মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান বা রামাযানের বাইরে (তিন রাক'আত বিতর সহ) এগারো রাক'আতের বেশী রাতের নফল ছালাত আদায় করতেন'।[২০]

(খ) তিনি প্রতি দুই রাক'আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট রাক'আত তারাবীহ শেষে কখনো এক রাক'আত কখনো তিন রাক'আত কখনো পাঁচ রাক'আত বিতর এক সালামে পড়তেন। কিন্তু মাঝে বসতেন না'।[২১]

১০. বিশ রাক'আতের অবস্থাঃ

(ক) ছাহাবী সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন যে, ওমর ফারূক (রাঃ) উবাই বিন কা'আব ও তামীম দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে জনগণকে সাথে নিয়ে জামা'আত সহকারে এগারো রাক'আত ছালাত আদায়ের নির্দেশ দান করেন (মুওয়াত্ত্বা মালেক, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩০২)। উক্ত বর্ণনার শেষ দিকে ইয়াযীদ বিন রূমান প্রমুখাৎ ওমরের যামানায় লোকেরা ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন বলে যে বাড়তি অংশ বলা হয়ে থাকে, এর সনদ ছহীহ নয়।[২২]

(খ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন' বলে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, সেটি মওযূ'। আল্লামা যায়লাঈ বলেন, হাদীছটি যঈফ এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত ছহীহ হাদীছের বিরোধী।[২৩]

(গ) ইয়াযীদ বিন রূমান হ'তে 'লোকেরা' ওমর (রাঃ) -এর যুগে ২৩ রাক'আত তারাবীর ছালাত আদায় করতেন' বলে মুওয়াত্ত্বা মালেক-এ বর্ণিত হাদীছটিও যঈফ এবং হযরত ওমরের নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত ১১ রাক'আতের ছহীহ হাদীছের বিরোধী।[২৪] শায়খ আলবানী উল্লেখিত হাদীছ দু'টি বিস্তারিত আলোচনা করার পর বলেন, ২০ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলিই যঈফ এবং দলীলের অযোগ্য।[২৫]

১১. তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ ঃ আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল ক্বারী বলেন, একদা রামাযান মাসের রাতে আমি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) -এর সাথে মসজিদে গমন করলাম। অতঃপর লোকদেরকে বিক্ষিপ্ত ভাবে দেখতে পেলাম। কেউ একা ছালাত আদায় করছে। আবার কেউ জামা'আত করছে। বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে ওমর (রাঃ) বললেন, আমি যদি সবাইকে একজন ইমামের পিছনে জমা করে দিতাম। তাহ'লে খুব ভাল হ'ত। তারপর তিনি দৃঢ় পদক্ষেপ নিলেন এবং সবাইকে উবাই ইবনে কা'বের পিছনে জামা'আ করলেন। পরে এক রাতে তিনি পুনরায় মসজিদে গমন করে সবাইকে একজন ক্বারীর পিছনে জামা'আতে ছালাত আদায় করতে দেখে বললেন, 'কি সুন্দর নতুন নিয়ম এটা'। তবে হাঁ (শেষ রাতের তাহাজ্জুদের) যে ছালাত থেকে তোমরা শুয়ে থাকতে, তা এর (তারাবীহ) চেয়ে উত্তম, যা তোমরা এখন পড়ছ। তখন লোকেরা প্রথম রাতে তারাবীহ পড়ত।[২৬]

১২. সাহারীর আযানঃ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'বেলাল রাতে (সাহারী খাওয়ার) আযান দেয়। তাই তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত খাও এবং পান কর যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাক্তুমের (ফজরের) আযান শুনতে পাও।[২৭]

বুখারী ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, '(আযান ব্যতীত) বর্তমানকালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত'।[২৮]

১৩. সাহারীর উত্তম খাদ্যঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সাহারীর উত্তম খাদ্য হ'ল খেজুর'।[২৯]

১৪. নাপাক অবস্থায় ভোর হ'লে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না।[৩০]

ফজরের আযানের পূর্ব পর্যন্ত সাহারীর সময়। তবে খাওয়া অবস্থায় আযান পড়ে গেলে খাওয়া শেষ করে নিবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ আযান শুনবে, তখন তার হাতে খাবার পাত্র থাকলে সে তা রেখে দিবে না যতক্ষণ না তার খাওয়া শেষ হয়'।[৩১]

১৫. সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করতে হবে। দেরী করে ইফতার করা ইয়াহুদ-নাছারাদের সদৃশ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে।

১৭. আবুদাঊদ, মিশকাত ১৭৪-৭৫ পৃঃ হাদীছ ছহীহ আলবানী।
১৮. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৪ পৃঃ।
১৯. আবুদাঊদ, মিশকাত ১৭৪ পৃঃ।
২০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আলবানি, মিশকাত রাতের 'ছালাত' অধ্যায় হা/১১৮৮, ১১৯১ ও ১১৯২।
২১. মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, ঐ (বৈরুতঃ ছাপা) হা/৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮।
২২. উক্ত হাদীছের পাদটীকা, তাহক্বীক আলবানী।
২৩. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল (বৈরুতঃ ১৪০৫/১৯৮৫) ২য় খণ্ড পৃঃ ১৯১।
২৪. ইরওয়াউল গালীল, ২য় খণ্ড পৃঃ ১৯১।
২৫. ঐ, পৃঃ ১৯৩।
২৬. বুখারী, মিশকাত ১১৫ পৃঃ; হা/১৩০১। আলোচ্য হাদীছটি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, শেষ রাতে একা তাহাজ্জুদ পড়া উত্তম।
২৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৬ পৃঃ।
২৮ নায়ল ২/১১৯।
২৯. আবুদাঊদ, মিশকাত ১৭৬ পৃঃ হাদীছ ছহীহ।
৩০. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৬ পৃঃ।
৩১. আবুদাঊদ, মিশকাত ১৭৫ পৃঃ; হাদীছ ছহীহ আলবানী।

কেননা ইয়াহুদ-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে'।[৩২] 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক তাড়াতাড়ি ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন'।[৩৩]

১৬. ইফতারের দো'আঃ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৫৯) ও 'আলহামদুল্লিাহ' বলে (বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০) শেষ করা চলে। তবে ইফতারকালে দু'টি বিশেষ দো'আ বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

'আল্লা-হুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া আলা রিযক্বিকা আফত্বারতু'।[৩৪] অনুরূপভাবে 'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজ্‌রু ইনশাআল্লাহ'।[৩৫]

প্রথমোক্ত হাদীছটি 'যঈফ'। দ্বিতীয় হাদীছটি দারাকুৎনী 'হাসান' বলেছেন (হা/২২৫৬)। কিন্তু গবেষক মাজদী বিন মানছূর ওটাকেও 'যঈফ' বলেছেন।[৩৬] ইমাম শাওকানী বলেন, ইফতার কালে উপরোক্ত দো'আ এবং অন্যান্য দো'আ পড়া যাবে।[৩৭]

১৭. ইফতারের দ্রব্যঃ খেজুর বা পানি দ্বারা ইফতার করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন তোমাদের কেউ ইফতার করবে, তখন সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। কারণ এটা বরকতের বস্তু। আর যদি খেজুর না পায় তাহ'লে সে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে।[৩৮]

১৮. ছিয়াম পালনকারীর জন্য পরনিন্দা ও মিথ্যা বলা অবৈধঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা ও অশ্লীল কাজ করা ছাড়লনা তার খাওয়া ও পান করা থেকে বিরত থাকায় আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই'।[৩৯]

১৯. ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে ছিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে এবং ঐ ব্যক্তিকে শারঈ কাফফারা স্বরূপ একটি ক্রীতদাস আযাদ করতে হবে। নতুবা ধারাবাহিক ভাবে দু'মাস একটানা ছিয়াম পালন করতে হবে। অন্যথায় তাকে ৬০ জন মিসকীন খাওয়াতে হবে।[৪০]

২০. থুথু গিলে নিলে ছিয়াম নষ্ট হবে নাঃ আতা (রাঃ) বলেন, 'কেউ যদি কুল্লী করে মুখের সব পানি ফেলে দেয়, তারপর সে যদি থুথু এবং মুখের ভেতরে যা ছিল তা গিলে নেয় তাতে কোন অসুবিধা নেই'।[৪১]

২১. ছিয়াম পালনকারী ব্যক্তি কোন বস্তুর স্বাদ চেখে দেখতে পারে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ছিয়াম পালনকারীর জন্য কোন জিনেষের স্বাদ চেখে দেখায় কোন আপত্তি নেই।[৪২]

২২. ছিয়াম অবস্থায় নাকে চোখে ও কানে ওষুধ দেওয়ায় ছিয়াম নষ্ট হবেনা। হাসান (রাঃ) বলেন, 'ছিয়াম পালনকারীর নাকে ওষুধ দেওয়াতে আপত্তি নেই, যদি তা খাদ্য নালী পর্যন্ত না যায়।[৪৩] ওযূ অবস্থায় অনিচ্ছাকৃত ভাবে নাকে পানি ঢুকে তা খাদ্য নালী পর্যন্ত গেলেও ছিয়াম নষ্ট হবে না।[৪৪] চোখে ওষধ দিলে কোন আপত্তি নেই।[৪৫]

২৩. ইচ্ছাকৃত বমন করলে ছিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। আবু দারদা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বমন করেন এবং ছিয়াম ছেড়ে দেন।[৪৬]

২৪. মিসওয়াক করলে ছিয়াম নষ্ট হয় না।[৪৭]

২৫. ছিয়াম অবস্থায় গালি-গালাজ ও ঝগড়া-বিবাদ নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ছিয়াম অবস্থায় থাকবে, তখন সে যেন অশ্লীল কাজ না করে এবং গণ্ডগোল না করে।[৪৮]

২৬. ছিয়াম অবস্থায় গরম ও তাপের কারণে মাথায় পানি ঢালা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো ছিয়াম অবস্থায় পিপাসার কারণে কিংবা গরমের কারণে নিজের মাথায় পানি ঢালতেন।[৪৯]

২৭. ছিয়াম অবস্থায় সুরমা লাগানো যায়। আনাস (রাঃ) ছিয়াম অবস্থায় সুরমা লাগাতেন।[৫০]

২৮. গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারীনী মহিলা পরবর্তীতে ছিয়াম পালন করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুসাফির ও দুগ্ধদানকারীনী এবং গর্ভবতী নারীর উপর থেকে ছিয়াম আল্লাহ সরিয়ে দিয়েছেন।[৫১]

২৯. সফরে ছিয়াম রাখা না রাখা ইচ্ছাধীন ব্যাপার। রাসূল (ছাঃ) এক সফরে ছাহাবীদের বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে ছিয়াম রাখতে পারো। ইচ্ছা করলে ছাড়তে পারো।[৫২]

৩০. ঋতুবতী অবস্থায় পরবর্তীতে ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর যুগে ঋতুবতী হতাম, তখন আমাদেরকে ছিয়াম ক্বাযা করার নির্দেশ দেয়া হ'ত। কিন্তু ছালাত ক্বাযা করার কথা বলা হ'ত না।[৫৩]

---

৩২. আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫।
৩৩. নায়লু আওত্বার (মিসরী ছাপা ১৯৭৮) ৫/২৯৩ পৃঃ।
৩৪. আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৯৯৪।
৩৫. আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৯৯৩।
৩৬. সুনানে দারাকুৎনী, (বৈরুত: ১৪১৭/১৯৯৬, হা/২২৫৬ -এর টীকা)।
৩৭. নায়লুল আওত্বার (কায়রোঃ ১৯৭৮) ৫ম খণ্ড পৃঃ ২৯৬।
৩৮. আবুদাউদ, মিশকাত ১৭৫ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ আলবানী।
৩৯. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৬ পৃঃ।
৪০. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৬ পৃঃ।
৪১. বুখারী 'তরজমাতুল বাব' ১ম খণ্ড পৃঃ ২৫৯।
৪২. বুখারী 'তরজুমাতুল বাব' পৃঃ ২৫৮।
৪৩. বুখারী, 'তরজুমাতুল বাব' পৃঃ ২৫৯।
৪৪. ফৎহুল বারী ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১৫৯।
৪৫. মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা 'ছিয়াম' অধ্যায়।
৪৬. আবুদাউদ, মিশকাত পৃঃ ১৭৬। ছহীহ আলবানী।
৪৭. বুখারী 'তরজুমাতুল বাব' পৃঃ ২৫৮।
৪৮. বুখারী, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৫৪।
৪৯. আবুদাউদ, মিশকাত পৃঃ ১৭৭; হাদীছ ছহীহ আলবানী।
৫০. মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা 'ছিয়াম' অধ্যায়।
৫১. আবুদাউদ, মিশকাত পৃঃ ১৭৮; হাদীছ ছহীহ আলবানী।
৫২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ১৭৬।
৫৩. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ১৭৮।

৩১. রোগাক্রান্ত অবস্থায় ছিয়াম পালন করতে হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি (রামাযান মাসে) অসুস্থ থাকবে সে রামাযানের পর অন্যান্য দিনগুলোতে ছিয়াম রাখবে' (বাক্বারাহ ১৮৫)।

৩২. ক্বাযা ছিয়াম ইচ্ছানুযায়ী পালন করা যাবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার রামাযানের ছিয়াম বাকী থাকত। কিন্তু শা'বান মাস ব্যতীত অন্য মাসে তা আদায় করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না।[৫৪]

৩৩. মৃত ব্যক্তির ক্বাযা ছিয়ামঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ছিয়াম বাকী রেখে মৃত্যু বরণ করল। ঐ বাকী ছিয়াম তার উত্তরাধিকারগণ আদায় করবে।[৫৫]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'একজন অন্য জনের পক্ষে ছালাত ও ছিয়াম আদায় করতে পারে না'।[৫৬]

উভয় ছহীহ হাদীছের প্রতি দৃষ্টি রেখে উত্তরাধিকারীগণ মৃতের পক্ষে ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে পারেন। অথবা মৃতের প্রতি ছিয়ামের বদলে একজন মিসকীনকে 'ফিদইয়া' হিসাবে খাদ্য দিবেন।[৫৭]

৩৪. এ'তেকাফের সময় ১০ দিন অথবা ২০ দিন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করতেন। যে বছরে তিনি ইন্তেকাল করেন, সে বছর ২০ দিন এ'তেকাফ করেন।[৫৮]

৩৫. এ'তেকাফ মসজিদে হওয়া যরূরী। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ'তেকাফ অবস্থায় মসজিদ হ'তে তাঁর মাথা আমার দিকে বাড়িয়ে দিতেন। আমি তা চিরুনী করতাম। তিনি মানবিক প্রয়োজন ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করতেন না।[৫৯]

৩৬. এ'তেকাফ কারীর জন্য ছিয়াম যরূরী। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ছিয়াম ছাড়া এবং জামে মসজিদ ছাড়া এ'তেকাফ নেই।[৬০]

৩৭. মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে আছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন এ'তেকাফের ইচ্ছা করতেন, তখন ফজরের ছালাত আদায় করে এ'তেকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন।[৬১]

৩৮. মহিলাগণও মসজিদে এ'তেকাফ করতে পারেন। নবী (ছাঃ) -এর বিবিগণও এ'তেফাক করতেন।[৬২] কিন্তু তাদেরকে স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর স্ত্রীগণ অনুমতি নিয়েছিলেন।[৬৩] তাদের এ'তেকাফের জায়গা তাঁবুর মত ঘিরতে হবে।

৫৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ১৭৮।
৫৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ১৭৮।
৫৬. নাসাঈ, সনদ ছহীহ।
৫৭. আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার ৫/৩২৬-২৭।
৫৮. বুখারী ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৪; মিশকাত ১৮৩।
৫৯. বুখারী, মুসলিম মিশকাত পৃঃ ১৮৩।
৬০. আলবানী, ছহীহ আবুদাউদ হা/২১৬০।
৬১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/৬৮৪।
৬২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ১৮৩।
৬৩. বুখারী, মুসলিম।

ছাহাবা চরিত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)

*-এস, এম, শাফা'আত হোসাইন**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) ছিলেন উঁচুস্তরের ছাহাবীদের অন্যতম। তিনি এমন এক দুর্যোগ মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ করেন যখন মুসলমানদের অবস্থা ছিল অতি শোচনীয় এবং তাঁদের সংখ্যা ছিল খুবই নগন্য। ফলে তাঁকে ইসলাম গ্রহণের প্রাথমিক পর্যায়ে নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হ'তে হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল আস্থা ও ঈমানের দৃঢ়তা তাঁকে সকল অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করতে প্রেরণা যোগায়। আমরা তাঁর নিকট থেকে হাদীছের এক বিরাট ভাণ্ডার লাভ করতে পেরেছি, যা চিরদিন মুসলিম জাতিকে হেদায়াতের পথ নির্দেশ করে। নিম্নে এই খ্যাতনামা ছাহাবীর জীবনী আলোচনা করা হ'ল।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ নাম আব্দুল্লাহ, পিতার নাম মাসঊদ, এবং মাতার নাম উম্মু আবদ, কুনিয়াত আবু আব্দুর রহমান।[১] বংশ তালিকা নিম্নরূপঃ

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ বিন গাফিল বিন হাবীব বিন শাম্‌খ বিন ফার বিন মাখযুম বিন ছাহেলা ইবনে কাহেল বিন হারেস বিন তামীম বিন সা'দ বিন হুযায়েল বিন মুদরিকাহ বিন ইলইয়াস বিন মুযার বিন আবু আব্দুর রহমান আল-হুযালী।[২] তিনি পিতার দিক থেকে কোরাইশ বংশের বনু যোহরা শাখার অন্তর্ভুক্ত।[৩] তিনি মায়ের নামে 'ইবনু উম্মে আবদ' নামেও পরিচিত ছিলেন।[৪]

জন্ম ও শৈশব কালঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) -এর জন্ম তারিখ সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষে তার মৃত্যুর যে তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে, সে হিসাবে তিনি হিজরতের ২৭ বছর পূর্বে ৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার শৈশব কাল সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

ইসলাম গ্রহণঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পিছনে

* ২য় বর্ষ (সম্মান) ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
১. ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা, (তেহরানঃ আল-মাকতাবাহ আল-ইসলামিয়া, তা.বি.) ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৫৬।
২. তদেব।
৩. The Encyclopaedia of Islam, V. iii, P. 873.
৪. শামসুদ্দীন যাহবী, সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা (বৈরুতঃ মুওয়াস্সাসাতুর রিসা-লাহ ৩য় সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫) ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬২। -প্রধান সম্পাদক।

একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

বাল্যকালে তিনি উকবাহ ইবনে আবু মুঈত এর বকরী চরাতেন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) ঘটনাক্রমে একদিন ঐ মাঠের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। উভয়ে ছিলেন তৃষ্ণার্ত। আবুবকর (রাঃ) তার নিকট দুগ্ধ চাইলে আব্দুল্লাহ বললেন, আমি মুনিবের আমানতদার মাত্র। কাজেই দুগ্ধ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ ঘটনা শ্রবণে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এমন কোন বকরী আছে কি? যে এখনো বাচ্চা দেয়নি। তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে। অতঃপর বাচ্চা দেয়নি এমন একটি বকরী ধরে এনে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে পেশ করলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বকরীটির ওলানের উপর হাত বুলায়ে দো'আ করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওলান দুগ্ধ পূর্ণ হয়ে স্ফিত হয়ে উঠল। আবুবকর (রাঃ) বকরী হ'তে প্রচুর দুগ্ধ দোহন করলেন এবং তারা তৃপ্তি সহকারে পান করলেন।

এই ঘটনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বিস্মিত হয়ে পড়লেন এবং যে অলৌকিক বাণী বা দো'আ দ্বারা ইহা সম্ভব হয়েছে তা তাকে শিখানোর জন্য মিনতি জানালেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'তুমি একজন ছোট্ট শিক্ষিত বালক'। সেদিন হ'তেই আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্যের মধ্যে গণ্য হ'লেন।[৫]

নির্যাতন ভোগঃ

তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। কোন কোন বর্ণনা মতে তিনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণ কারী ৬ষ্ঠ অথবা ২৩তম ব্যক্তি। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি আরক্বাম গৃহে রাসূল (ছাঃ) -এর প্রবেশের আগেই মুসলমান হন।[৬] তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময় মক্কা নগরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কেউ উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করতে সাহস করেনি। এমন সময় মুসলমানগণ পরস্পর আলোচনা করে স্থির করেন যে, অবিলম্বে কুরাইশ গোত্রের লোক দিগকে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত শুনাতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) এই বিপদজনক দায়িত্ব গ্রহণে অগ্রসর হ'লেন।

পরদিন পুর্বাহ্নে কুরাইশ মুশরিকগণ যখন তাদের সভাগৃহে আসীন ছিল তখন তিনি আল্লাহ্‌র নামে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করতে শুরু করেন। মুশরিকগণ বিস্মিত হয়ে শুনতে থাকে এবং জিজ্ঞেস করে লোকটি কি বলছে। কেউ উত্তর দিল মুহাম্মাদ -এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাই পাঠ করছে। এই কথা শুনামাত্র মুশরিকগণ ক্রোধান্ধ হয়ে তাকে ভীষণ প্রহার করে। ফলে তার মুখমণ্ডল ফুলে যায়। কিন্তু তিনি সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে ও স্বীয় কর্তব্য সম্পন্ন করেন।[৭]

হিজরতঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর ঈমানের দৃঢ়তা ক্রমে ক্রমে সমুদয় কুরাইশকে তার ঘোর শত্রুতে পরিণত করে।[৮] ফলে তাদের অবিরাম অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে তিনি প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরবর্তীতে স্থায়ী হিজরত এর উদ্দেশ্যে ইয়াসরিব (মদীনা) গমন করেন। তথায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যুবায়ের বিনুল আওয়াম (রাঃ)-এর সাথে ভ্রাতৃ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন এবং তাদের বসবাসের জন্য মসজিদে নববী সংলগ্ন এক খণ্ড জমি দান করেন।[৯]

যুদ্ধে অংশগ্রহণঃ

তিনি বদর, ওহোদ, খন্দক সহ বড় বড় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১০] তিনি বায়'আতুর রেযওয়ানে উপস্থিত ছিলেন।[১১] মক্কা বিজয়ের পর হুনায়েন-এ মুশরিক শত্রুগণ মুসলমানদের এমন ভাবে আকস্মাৎ আক্রমণ করে যে, দশ হাযার লোকের বিরাট মুসলিম বাহিনী বিভ্রান্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কেবল ৮০ জন নিবেদিত প্রাণ আছহাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর চতুর্দিকে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করতঃ বীর দর্পে দণ্ডায়মান থাকেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি বলেন, শত্রুদের প্রবল আক্রমণের তোড়ে আমরা প্রায় ৮০ কদম পিছনে হেটে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাহনটিকে অগ্রগামী করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তা পিছনে হটছিল। এমন সময় তিনি একবার মস্তক নিচু করায় আমি উচ্চৈঃস্বরে তাঁকে বললাম, আল্লাহ আপনাকে উচ্চতম মর্যাদা দান করেছেন। আপনি শির উঁচু রাখুন। তিনি বললেন, আমাকে এক মুষ্টি মাটি দাও। আমি তাকে এক মুষ্টি মাটি দিলাম। তিনি তা শত্রুদের প্রতি নিক্ষেপ

---

৫. উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৫৬-২৬০।
৬. সিয়ার ১/৪৬৪ পৃঃ -(প্রঃ সঃ)।

৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৮০।
৮. ইবনে সা'দ, তাবাকাত (বৈরুতঃ তা. বি.) ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫২।
৯. ইবনে সা'দ, তাবাকাত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫২; সিয়ার ১/৪৬৭ (প্রঃ সঃ)।
১০. হাফেয জামালুদ্দীন বলেন, و شهد بدرا و المشاهدة بعدها দ্রঃ ইমামুল হাফেয জামালুদ্দীন আবিল হাজ্জাজ, তুহফাতুল আশরাফ বিমা'রেফাতিল আতরাফ (বাহুণ্ডি, বোম্বে ভারত দারুল কাইয়েমা প্রকাশঃ ১৩৯৬ /১৯৭৬) ৭ম খণ্ড ভূমিকা ১১; উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৫৭; Encyclopaedia of Islam -এ বলা হয়েছে, "He was present at the battles of Badr (in the year 2 of the Hidra) and of uhud (year 3). See: Encyclopaedia of Islam, V. iii, p. 873.
১১. উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৫৭।

করলেন। ফলে শত্রুদের দল ধূসরিত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। তখন রাসূল (ছাঃ) -এর আদেশে আমি মুহাজির এবং আনছারদের সবচেয়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগলাম। তারা অবিলম্বে এসে একত্রিত হ'লেন। ফলে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে এবং মুশরিকগণ পরাজিত হ'য়ে পলায়ন করে।[১২] তিনি হযরত আবুবকর (রাঃ) -এর সময় ইয়ারমুকের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১৩]

বিভিন্ন দায়িত্ব পালনঃ

হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে কুফার প্রশাসকের দায়িত্ব প্রদান করেন।[১৪] তিনি ২০ হিঃ মুতাবেক ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে কুফার কাযী পদে নিযুক্ত হন। একই সংগে তিনি কুফার কোষাগারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রচুর রাজস্ব আদায়ের দরুন এই কোষাগারের গুরুত্ব ছিল অত্যধিক্। এই কোষাগার হ'তে হাযার হাযার বৃত্তি প্রদান করা হ'ত। হাযার হাযার সৈনিকের বেতন এই কোষাগার হ'তে আদায় করা হত। কাজেই অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুদক্ষভাবে সম্পন্ন করার সংগে সংগে এই কোষাগারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি এমন ভাবে পালন করেন যে, একটি পয়সাও নষ্ট হয়নি। এটি তাঁর অসাধারণ প্রশাসনিক ক্ষমতারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে।

ব্যক্তিগত ভাবে তিনি ছিলেন অর্থ-সম্পদের প্রতি উদাসীন ও সম্পূর্ণ নির্লোভ। কিন্তু জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা,বন্ধু-বান্ধব এমনকি প্রাদেশিক শাসকগণের কোন প্রকার রিআয়াত করতেন না। একবার কুফার শাসনকর্তা সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাছ (রাঃ) কোষাগার হ'তে কিছু ঋণ গ্রহণ করেন। অভাব বশতঃ অনেকদিন পর্যন্ত তা পরিশোধ করতে পারেননি। কোষাগারের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে আব্দুল্লাহ (রাঃ) কঠোরভাবে বারংবার তাকে তাগিদ দিতে থাকেন। ফলে উভয়ের মাঝে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। রাগান্বিত হয়ে হযরত সা'দ (রাঃ) উভয় হস্ত উত্তোলন করতঃ বলে উঠলেন 'হে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা'। দো'আ কবুল হওয়া সম্পর্কে তার বিশেষ খ্যাতি ছিল। আতংকিত হয়ে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেন, দেখুন আমার জন্য কোন বদ দো'আ করবেন না। সা'দ উত্তরে বললেন, আল্লাহর কসম আল্লাহ ভীতি না থাকলে আমি তোমার জন্য ভীষণ বদ দো'আ করতাম। তার ক্রোধ লক্ষ্য করে আব্দুল্লাহ (রাঃ) ত্বরিত আমীরের গৃহ ত্যাগ করেন।

এই ঘটনা আমীরুল মুমিনীন হযরত ওছমান (রাঃ) -এর গোচরে আসলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাছ (রাঃ)-কে বরখাস্ত করতঃ ওয়ালীদ ইবনে উকবাকে কুফার প্রশাসক নিযুক্ত করেন। আব্দুল্লাহ (রাঃ) খলীফার অসন্তুষ্টি হ'তে অব্যাহতি না পেলেও কিছুকাল স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। (তাবারী তারীখ পৃঃ ২৮১১)। ওছমান (রাঃ) -এর খেলাফতের শেষদিকে যখন গোলযোগ ও ষড়যন্ত্র প্রবল হয়ে ওঠে তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-কে হঠাৎ বরখাস্ত করা হয়। এই খবর কুফায় পৌঁছলে তথায় শোকের ছায়া নেমে আসে। উলামা, বন্ধু গুণগ্রাহী, ছাত্র সমাজ এবং শহরের গণ্যমান্য লোকদের এক বিরাট সমাজ এই পদচ্যুতিতে গভীর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং তাঁকে কুফা ত্যাগ না করার জন্য স্বনির্বন্ধ অনুরোধ জানান এবং তারা যেকোন বিপদে তাঁর পক্ষ সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তিনি বলেন, আমীরুল মুমিনীনের আদেশ পালন করা আমার উপর ফরয। আমি চাইনা যে, আসন্ন গোলযোগ ও বিপর্যয়ের সুচনা আমার দ্বারা হোক। অবশেষে তিনি উমরাহ-এর নিয়তে একদল লোকের সাথে হিজাজে যাত্রা করেন।[১৫]

মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাহচর্য লাভ ও কুরআন হাদীছে পারদর্শিতাঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) জ্ঞানে গুণে ইসলামী বিশ্বের সর্বস্বীকৃত অন্যতম ছাহাবী ও ইমামদিগের অন্যতম।[১৬] ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর একান্ত সেবক রূপে আজীবন তাঁর সাহচর্যে অতিবাহিত করেন। ইসলামের মূল বুনিয়াদ পবিত্র কুরআন সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল গভীর ও ব্যাপকতম।[১৭]

তিনি সত্তরের অধিক সূরা রাসূল (ছাঃ) -এর নিকট হ'তে সরাসরি শিক্ষা করেছিলেন।[১৮] কুরআনের বিশুদ্ধ পাঠে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় এবং সর্বশ্রেষ্ট কারী রূপে স্বীকৃত। ধর্মীয় শিক্ষক হিসাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণী ও শিক্ষা প্রচার তিনি জীবনের অন্যতম কর্তব্য

১২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৮০।
১৩. Encyclopaedia of Islam এ বলা হয়েছে, "He took part during the reign of Abu Bakr, in the battle of the yarmuk (in the year 13 AH) See: Encyclopaedia of Islam, V. iii, P. 873.
১৪. শিহাবুদ্দীন আহমাদ বিন আলী বিন হাজার আল-আসক্বালানী, তাকরীব আত-তাহযীব, (আল মাকতাবুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ২য় প্রকাশ ১৪০৮ / ১৯৮৮); পৃঃ ৩২৩; ঐ বৈরুত ছাপা ১ম সংস্করণ ১৪১৩/১৯৯৩ জীবনী সংখ্যা ৩৬২৪, পৃঃ ৫৩৩ (প্রঃ সঃ)।
১৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৮১; ইবনে সা'দ, তাবাকাত, (বৈরুত, তা. বি.) ২য় খণ্ড পৃঃ ৬৬৮/৭০।
১৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৮১।
১৭. তদেব।
১৮. Encyclopadia তে বলা হয়েছে, "Most important he recieved the kuran dirrectly from the mouth of the prophet him self."
See: The Encyclopaedia of Islam, V.iii, P.-873; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৮১।

বলে মনে করতেন। তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ৮৪৮ টি। যার মধ্যে ৬৪টি হাদীছ বুখারী এবং মুসলিম উভয় সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। এতদ্ব্যতীত ২১৫টি বুখারীতে এবং ৩৫টি মুসলিম শরীফে সন্নিবেশিত হয়েছে।[১৯]

জ্ঞানী-গুণীদের সমাদরঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) জ্ঞানী-গুণীদেরকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। ওমর (রাঃ) সম্পর্কে তিনি বলতেন যে, যদি আরবের সমস্ত জ্ঞান এক পাল্লায় এবং ওমর (রাঃ) -এর জ্ঞান অপর পাল্লায় রাখা হয় তবে ওমর (রাঃ) -এর পাল্লাই বেশি ভারী হবে। তিনি আরো বলতেন যে, ওমর (রাঃ) -এর সাহচর্যে এক ঘণ্টা অবস্থান এক বছরের ইবাদত করা অপেক্ষা শ্রেয়।[২০]

হাদীছ শিক্ষাদানঃ

তিনি কুফায় পবিত্র কুরআন ও হাদীছ শিক্ষা দিতেন। তাঁর শিক্ষালয়ে বহু শিক্ষার্থী উপস্থিত হ'ত। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে আলক্বামা (রাঃ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত বহু সংখ্যক গুণগ্রাহী ভক্ত সর্বদা তাঁর কাছে উপস্থিত থাকতেন। বলা যায় যে, তার ভক্তগণ কখন তিনি গৃহ হ'তে বের হবেন এই অপেক্ষায় থাকত। অল্প কথায় সহজ ভাষায় বক্তব্য পেশ করায় তার অসাধারণ দক্ষতা ছিল।[২১] দীর্ঘ বক্তৃতায় লোক ক্লান্তি বোধ করবে সেই আশংকায় তিনি বারংবার মিম্বরে উঠা হ'তে বিরত থাকতেন এবং অল্প সময়ে সরল ভাবে বক্তব্য পেশ করে আসন গ্রহণ করতেন।[২২]

চরিত্র, ব্যবহার ও আকৃতি-প্রকৃতিঃ

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আদর্শ অনসরণের প্রবল আগ্রহ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) -এর জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর চরিত্র-মাধুর্য এবং অন্যান্য সৎ গুণাবলী তার জীবনে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল।[২৩] রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চরিত্র-মাধুর্য এবং অনুপম যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'যদি আমি পরামর্শ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিয়োগ করতাম তাহ'লে তিনি হ'তেন ইবনে উম্মে আবদ'।[২৪] আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াজিদ বর্ণনা করেছেন, আমরা হুযায়ফা (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললাম, আপনি আমাদিগকে এমন একজন লোকের সন্ধান দিন যিনি স্বভাব চরিত্র ও পথ নির্দেশে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটতম আদর্শ, যাতে আমরা তাঁর নিকট হ'তে কিছু (আদেশ) গ্রহণ করতে পারি। তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর হিদায়াত, চরিত্র-মাধুর্য এবং জীবনযাত্রা প্রণালীর সর্বশ্রেষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। তিনি স্ত্রী ও সন্তান দিগকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। গৃহে প্রবেশের পূর্বে গলা খাঁকারি দিতেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কিছু বলতেন। যাতে গৃহবাসীরা তাঁর আগমন বার্তা জানতে পারে। তার পোষাক ছিল অত্যন্ত সাদাসিদা। হাতে একটি আংটি থাকত। তিনি খাদ্যেও ছিলেন মিতব্যায়ী।[২৫] তাঁর গায়ের রং ছিল গোধূলির ন্যায়। মাথায় ছিল আকর্ণ লম্বিত মনোজ্ঞ রেশমের বাবরী, যা তিনি সযত্নে বিন্যস্ত রাখতেন। পদ দ্বয় ছিল অত্যন্ত সরু।[২৬]

ইন্তেকালঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর বয়স যখন ৬০ বছর অতিক্রম করল তখন তিনি অসুস্থ্য হয়ে পড়েন এবং ৩৩/৬৫৩ সালে ইন্তেকাল করেন।[২৭] অন্য বর্ণনায় আছে যে, তিনি ৩২ হিজরী সালে ৬৩ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। হযরত উছমান (রাঃ) তাঁর জানাযার ছালাত পড়ান। অন্য বর্ণনায় আছে যে, হযরত জুবায়ের (রাঃ) তাঁর জানাযার ছালাত পড়ান এবং মদীনার 'বাকী' গোরস্থানে সমাহিত হন।[২৮]

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) ছিলেন সেই সব ছাহাবীদের মধ্যে অন্যতম যাঁরা তাঁদের গোটা জীবনকে ইসলামের খেদমতে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তার ত্যাগী ও সংগ্রামী জীবন আমাদেরকে ইসলামের মহান আর্দশকে সমুন্নত রাখার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে।

১৯. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৮১।
২০. তদেব।
২১. তদেব।
২২. তদেব।
২৩. তদেব।
২৪. আল-মুসতাদরাক, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩৫৯।
২৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৮২।
২৬. তুহফাতুল আশরাফ বি মা'রেফাতুল আতরাফ, ৭ম খণ্ড পৃঃ ১১, ভূমিকা; তাবাকাত, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১১৩।
২৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৮১।
২৮. তুহফাতুল আশরাফ বি মা'রেফাতুল আতরাফ, ৭ম খণ্ড মুকাদ্দামা ১৩; তাকরীব আত-তাহযীব, ২য় খণ্ড পৃঃ ৩২৩।

আল-কাওছার হজ্জ প্রকল্প

ছহীহ হাদীছ মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ব্রত সমাধা করতে আগ্রহী নন-ব্যালটি ভাইদেরকে জানানো যাচ্ছে যে, কর্মীদের দাবীর প্রেক্ষিতে আমরা এবারে উপরোক্ত প্রকল্প গ্রহণ করেছি। অতএব এবছর হজ্জে গমনে ইচ্ছুক ভাই-বোনদেরকে অনতিবিলম্বে স্ব স্ব পাসপোর্টের ফটোকপিসহ 'দারুল ইমারতে' যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। প্রকাশ থাকে যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক আবেদনকারী পেলেই আমরা আপনার জন্য ভিসা, বিমান টিকেট, মক্কা ও মদীনায় বাসা ভাড়া এবং কেন্দ্র ও আঞ্চলিক মারকায সমূহে হজ্জ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করব ইনশাআল্লাহ। অতএব ২০শে ডিসেম্বর'৯৮ -এর মধ্যে সবাইকে যোগাযোগের সর্বশেষ অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আবেদনে

দারুল ইমারত আহলেহাদীছ
নওদাপাড়া (বিমান বন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮।

মনীষী চরিত

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ)

-*মুহাম্মাদ হারূণ**

প্রারম্ভিকাঃ হিজরী ৬ষ্ঠ শতক ছিল উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার জন্য এক কঠিন দুঃসময়। মুসলিম সমাজে একদিকে বিজাতীয় রস্‌ম-রেওয়াজের ব্যাপক প্রচলন, অপরদিকে বহিঃশত্রুদের এলোপাতাড়ি হামলা জাতিকে কোনঠাসা করে ফেলেছিল। ফলে মুসলিম ঐতিহ্য এক প্রকার হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। বলা যায়, বৈশাখের ঘূর্ণিঝড় ও শিলাবৃষ্টি যেমন ফল-ফলাদি ও বৃক্ষলতা বিনষ্ট করে দেয়, ঠিক তেমনি মানব সৃষ্ট বহু জাতি ও ধর্মের মিশ্র হামলায় ইসলামের মৌল আক্বীদা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ার উপক্রম হ'য়ে ছিল।

পরিস্থিতি এই দাঁড়িয়েছিল যে, ব্যাখ্যাগত মতভেদের কারণে প্রকৃত সত্য উদঘাটন অনেকটা দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়েছিল। তাওহীদের স্থানে জেঁকে বসেছিল শিরক। নবাবিষ্কৃত রস্‌ম-রেওয়াজের মিছে সাজ-সজ্জায় জনসম্মুখে 'সুন্নাত' হয়ে পড়েছিল অপরিচিত। এই সুবাদে বাতিল মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে উদ্যত হ'য়েছিল। সেই দুর্দিনে জন্মগ্রহণ করেন ক্ষণজন্মা এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব। দ্বীনে হক্ব-এর উজ্জ্বল দীপ্তি নিয়ে ধারালো তরবারি সদৃশ কথা ও কলমের জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভয় ও শংকাহীন ভাবে। জেল-যুলুম ও যাবতীয় নির্যাতন উপেক্ষা করে সম্মুখ পানে এগিয়ে চললেন কলুষমুক্ত আদর্শ সমাজ গড়ার দৃপ্ত প্রেরণায়। অবিস্মরণীয় হয়ে থাকলেন সকল জ্ঞান-পিপাসুর হৃদয় কন্দরে আলোর মশাল হয়ে। তিনি হ'লেন মুসলিম বিশ্ব কর্তৃক শ্রদ্ধানন্দিত শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ)।

তাঁর জীবনী আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া মানে অতল সাগর তরঙ্গে ঝাঁপ দেওয়া। কেননা এযাবৎ বিশ্বের যত জীবনীকার তাঁর জীবন স্মৃতি চারণে রৌশনী ঢেলেছেন, শেষ প্রান্তে এসে এক পর্যায়ে অকস্মাৎ বলেই ফেলেছেন, 'তিনি হ'লেন বিদ্যার এমন এক সমুদ্র, যার কোন তাল নেই'। আমরা বলব, 'যা-লিকা ফাযলুল্লা-হি ইউতীহি মা-ইঁয়াশা-উ'

ইহা আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করে থাকেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়ঃ

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) ৬৬১ হিঃ ১০ই রবীউল আউয়াল সোমবার তুর্কিস্তানের হাররান শহরের সম্ভ্রান্ত এক প্রসিদ্ধ বিদ্বান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নাম আহমাদ, পিতার নাম আবদুল হালীম উপনাম আবুল আব্বাস, শায়খুল ইসলাম উপাধি এবং 'তাইমিয়াহ' তাঁর প্রসিদ্ধ পূর্বপুরুষের নাম। অতএব তাঁর বংশক্রম বিন্যাস দাঁড়ায়, আবুল আব্বাস শায়খুল ইসলাম আহমাদ ইবনে আব্দুল হালীম ইবনে আব্দুস সালাম ইবনে তাইমিয়াহ আল-হাররানী (রহঃ)।

উল্লেখ্য যে, তাঁকে তাক্বীউদ্দীনও বলা হয়ে থাকে। তবে তিনি 'ইবনে তাইমিয়াহ' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। আরবের প্রথানুযায়ী অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিদেরকে তাঁদের পূর্বপুরুষের নামেই পরিচিত হ'তে দেখা যায়। ইবনে তাইমিয়াও এই নিয়মের ধারাবাহিকতায় অত্র নামেই সর্বসাধারণ্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। সাধারণ মহলে তাঁর প্রকৃত নাম অনেকটা আড়াল মনে হয়। অথচ ইবনে তাইমিয়াহ নামটি সর্বজন বিদিত, পরিচিত ও সাদর নন্দিত।

তাঁর বংশের ঐতিহ্য অতুলনীয়। আসলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, আদর্শ-নৈতিকতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে তৎকালে এই ঐতিহ্যবাহী বংশের কোন জুড়ি ছিল না। প্রত্যেক পিতৃপুরুষই এক একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

বিশেষতঃ তাঁর পিতামহ আব্দুস সালাম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবুল ক্বাসেম আল-খিযর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে তাইমিয়াহ আল-হাররানী (রহঃ) তৎকালে শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ, মুফাস্‌সির, ফক্বীহ, উছূলী ও নাহু শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তিনি প্রখর মেধা শক্তির অধিকারী ছিলেন। বাল্যকালেই পবিত্র কুরআন মজীদ হিফয করেন। অতঃপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও সমভাবে বিচরণ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে বিদ্বান মহলের রাজমুকুট 'আল্লামা মাজদুদ্দীন আবুল বারাকাত' উপাধিতে ভূষিত হন।

তাঁর বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন পণ্ডিতমহল ১৬ বৎসর বয়সেই তাঁকে 'জান্নাতুন নাযিরীন' খেতাব প্রদান করেন। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'আমার দাদা পবিত্র হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে যখন মক্কায় হাযির হন, তখন তাঁর প্রশংসায় ইবনুল জাওযী বলেন যে, 'বাগদাদে এই ব্যক্তির ন্যায় কোন (জ্ঞানী) ব্যক্তি আমাদের মাঝে নেই'।

ইমাম যাহাবী বলেন, শায়খ মাজদুদ্দীন কালের নযীরবিহীন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ফিকহ ও উছুল শাস্ত্রের মুকুট ছিলেন। কুরআন ও তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা অসাধারণ ছিল। তিনি ছিলেন মাযহাব ও মতাদর্শ জ্ঞানে যুগের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব।' আসলে এই বংশের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রশংসা ও কৃতিত্ব মূল্যায়ণে স্বতন্ত্র ভলিউমের প্রয়োজন।

শিক্ষা জীবনঃ

আদর্শ শিক্ষার পিছনে ঐতিহ্যগত বংশের অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেননা পরিবেশ-পরিস্থিতি ব্যক্তিত্ব বিকাশের এক অনন্য মাধ্যম। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) অনুরূপ এক অনুকূল পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পরই তিনি দেখতে পান চতুর্দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক বিশেষ জ্যোতি। ইহা তাঁর হৃদয়বাগে বিশেষ বিকিরণ সৃষ্টি করে এবং তিনি সেই দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন।

তখন তুরস্কে ছিল তাতারদের ঔদ্ধত্য ও রমরমা অবস্থা। তাদের পৈশাচিক শাসন ও নিষ্পেষণে নিরীহ জনসাধারণ সদা শংকিত থাকত। বিশেষতঃ ঈমান ও আমল নিয়ে বেঁচে থাকা বড়ই দায় ছিল। ফলে ঈমান বাঁচাবার তাগিদে অনেকেই পার্শ্ববর্তী কোন নিরাপদ জনপদে আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'তেন। সেকারণে পিতা আব্দুল হালীম শিশুপুত্র আহমাদ ইবনে তাইমিয়াহ ও ঔরসজাত কন্যা সহ দামেস্কের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান।

* তায়েফ ইসলামিক এডুকেশন ফাউণ্ডেশন, সঊদী আরব। সাবেক সভাপতি,বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

তাতারদের ভয়ে তাঁরা রাত্রিতেই রওয়ানা হন। পার্থিব সম্বলহীন এই হিজরতকারী কাফেলা দ্রুত পথ অতিক্রম করে চললেন। তাঁদের সাথে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন মালামাল ছিল না। তবে বিদ্যার রত্নসম্ভার গ্রন্থরাজি সাথে ছিল। এই সব অমূল্য রত্ন শত্রু কর্তৃক পুড়িয়ে ফেলার সমূহ আশংকা ছিল। কথায় বলে, 'যেখানেই বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয়'। তাঁদের গতি রুদ্ধ হয়ে আসল। তাঁরা আল্লাহ্‌র স্মরণে মগ্ন হ'লেন। আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। অবশেষে আল্লাহ্‌র খাছ রহমতে নিষ্কৃতি মিলল। গ্রন্থসম্ভার সহ ছহীহ সালামতে গন্তব্যস্থান দামেস্কে গিয়ে পৌঁছলেন। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।

শিশু ইবনে তাইমিয়াহ দামেস্কে পৌঁছা মাত্রই শিক্ষা-দীক্ষায় গভীর মনোনিবেশ করেন। প্রথমতঃ তিনি পবিত্র কুরআন হিফ্‌য করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন। যেমন ইচ্ছা তেমন কাজ। আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় অল্প দিনের মধ্যেই তিনি হাফেযে কুরআন খেতাবে ভূষিত হন।

কুরআন হিফ্‌য করার পর তিনি বিদ্যার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিচরণ করতে শুরু করেন। তৎকালীন দু'শতাধিক বিদগ্ধ পণ্ডিতের কাছে তিনি ইলমে দ্বীন শিক্ষা করেন। তিনি ছিলেন প্রখর মেধার অধিকারী। দশোর্ধ বয়সেই তিনি বিদ্বান মহলকে চমকিয়ে দেন এবং দেশ বরেণ্য পণ্ডিতদের অন্যতম হিসাবে জ্ঞানী মহলে সমাদৃত হন। তিনি মুসনাদে আহমাদ ও প্রসিদ্ধ হাদীছের ছয়টি গ্রন্থ এই অল্প বয়সেই কতবার শুনেছেন এবং শায়খদেরকে শুনিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই।

ব্যতিক্রমী মেধার বিকাশঃ

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ছিলেন ব্যতিক্রমী মেধা ও ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তাঁর এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য সর্বমহলে উচ্চ প্রশংসিত হ'তে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে জ্ঞানী মহল তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'তে থাকেন। বিশেষতঃ বিদ্যা-বুদ্ধির সুক্ষ্মতা, দূরদর্শিতা মূলক কার্যক্রম ও অনন্য প্রতিভা দর্শনে তাঁর শিক্ষক মহল অভিভূত হয়ে পড়েন।

অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিত কিশোর ইবনে তাইমিয়াহকে এক নযর দেখতে ভিড় জমাতেন। অনুরূপ একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণিত আছে যে, একবার তৎকালীন প্রসিদ্ধ বিদ্যানগরী 'হালব'-এর পণ্ডিত মহল তাঁকে দেখতে যেতে সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর শায়খ হালবী সংকল্প অনুযায়ী দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। গন্তব্য স্থানের সন্নিকটস্থ এক বস্ত্র শিল্পীর কাছে এই মর্মে জিজ্ঞেস করেন যে, 'আমি শুনেছি এই শহরে নাকি একটি ছেলে আছে, যাকে আহমাদ ইবনে তাইমিয়াহ বলা হয়। সে নাকি অতি দ্রুত হিফ্‌য করতে সক্ষম। আমি তাকে দেখতে এসেছি। বস্ত্র শিল্পী বললেন, এটিই তার পাঠশালায় গমনের পথ। এখনো তিনি আসেননি। আমাদের নিকট বসুন! এখনই তার আগমনের সময়। তিনি আমাদের হয়েই পাঠশালায় গমন করবেন'। শায়খ হালবী কিছু সময় বসে থাকলেন। ইতিমধ্যেই ছেলেরা পথ অতিক্রম করে চলল। তখন বস্ত্রশিল্পী শায়খ হালবীর উদ্দেশ্যে বললেন, ঐ ছেলেটিই ইবনে তাইমিয়াহ যার সাথে এক খণ্ড বড় কাষ্ঠ নির্মিত স্লেট রয়েছে।

শায়খ তাকে ডাকলেন। ইবনু তাইমিয়াহ তাঁর নিকটে আসলেন। অতঃপর শায়খ ঐ স্লেট এর দিকে তাকিয়ে বললেন, হে বৎস! স্লেট এর লেখা মুছে ফেল! আমি তোমার জন্য কিছু লিখে দেই। আদেশ মাত্র তাই হ'ল। শায়খ ১১টি অথবা ১৩টি হাদীছের মূল মতন লিখে দিলেন এবং বললেন, এটি পাঠ কর। কিশোর ইবনে তায়মিয়া একবার নযর বুলালেন এবং শায়খকে বললেন, 'এই নিন স্লেট এবং আমার থেকে তা শুনুন! অতঃপর তাঁকে এমন সুন্দর ভাবে শুনালেন, যেন ইতিপূর্বে কোন কর্ণ এরূপ শুনেনি।

শায়খ হালবী আবারও তাকে বললেন, হে বৎস! এটিও মুছে ফেল! ইবনে তাইমিয়াহ পূর্ববৎ মুছে ফেললেন। শায়খ তখন কিছু সনদ লিখে দিলেন এবং তাকে পড়তে বললেন। ইবনে তায়মিয়া প্রথম বারের ন্যায় একবার নযর বুলিয়ে হুবহু মুখস্ত শুনিয়ে দিলেন। তখন শায়খ হালবী আশ্চর্য হয়ে বললেন, যদি এই ছেলেটি বেঁচে থাকে, তবে একদিন অবশ্যই সে মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে'।

পণ্ডিত মহলের মন্তব্যঃ

আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) অল্প বয়সে তৎকালীন পণ্ডিত মহলে উজ্জ্বল নক্ষত্রে হিসাবে বিভূষিত হন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য ও লেখনীতে বিমুগ্ধ হয়ে মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা ওলামা ও মাশায়েখ তাঁর শানে অনেক কথামালা উপহার দিয়েছেন। তাঁর জীবনীকার আল্লামা শায়খ মারায়ী আল-কারামী 'আল-কাওয়াকিবুদ্দুরারী' গ্রন্থে বলেন যে, 'ইসলামের অধিকাংশ মহামনীষী তাঁর প্রশংসায় সোনালী রৌশনী ঢেলেছেন'। আমরা তন্মধ্য হ'তে দু'একটির উল্লেখ করব মাত্র।-

হাফেয মাযী বলেন, 'আমি তাঁর (ইবনে তায়মিয়ার) মত কাউকে দেখিনি। এমনকি তাঁর অনুরূপ কিতাব ও সুন্নাতের জ্ঞানে অধিক জ্ঞানী ও এতদুভয়ের যথার্থ অনুসারী রূপে কোন ব্যক্তি আমার নযরে পড়েনি'।

ক্বাযী আবুল ফাৎহ বলেন, 'আমি যখনই ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্‌র সাথে কোন অধিবেশনে বসেছি, তখনই আমি লক্ষ্য করেছি যে, সমস্ত বিদ্যাসম্ভার তাঁর আঁখিযুগলে উপচে পড়ছে। আর তিনি যা ইচ্ছা গ্রহণ করছেন এবং যা ইচ্ছা ছেড়ে দিচ্ছেন। এ অবস্থা দর্শনে আমি তাঁকে বললাম, আমি ধারণা করি না যে, আপনার মত ব্যক্তিত্ব আর সৃষ্টি হবে'।

তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসুত মনে ক্বাযী ইবনুল হারীরী (রহঃ) বলেছিলেন, যদি 'শায়খুল ইসলাম' উপাধিতে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) ভূষিত না হন, তাহ'লে আর কোন্ ব্যক্তি হবেন? এ প্রসঙ্গে হাফেয যামকালানীর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, গ্রন্থ প্রণয়নে আল্লাহ ইমাম ইবনে তাইমিয়াহকে চমৎকার ও দক্ষ হস্ত প্রদান করেছিলেন। অধ্যায়ের শ্রেণী বিন্যাস, উন্নত শব্দ যোজনায় ও ব্যক্য গঠনে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ইলমের যে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি যে উত্তর প্রদান করতেন, তাতে দর্শক- শ্রোতাকে এমনভাবে হতচকিত করত যে, মনে হ'ত এ বিষয়ে অন্য কেউ কিছুই জানে না'।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ)-এর জীবনী গ্রন্থ 'আল-কাউলুল জালী' -এর প্রসিদ্ধ প্রণেতা এমাদুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে ইবরাহীম আল-ওয়াসেত্বী বলেন, শারঈ ইলম, যুক্তিবিদ্যা ও সৃজনী শক্তিতে তিনি এমন ভাবে

মণ্ডিত ছিলেন যে, তাঁর বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন ও কীর্তিগাথা রচনা সাধ্যাতীত হয়ে পড়েছিল। শুধু সে যুগে নয়, যুগ পরম্পরায় তাঁর দৃষ্টান্ত বিরল।

প্রতিহিংসা পরায়ণদের রোষানলেঃ

অল্প কালেই তাঁর প্রসিদ্ধি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি তাঁর কর্তব্য পালনে ব্যাপৃত হ'লেন। তৎকালীন নব্য জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে কথা ও কলমের জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যাবতীয় রসম-রেওয়াজ ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। শুরু হ'ল বিদ'আতীদের বিরূপ মন্তব্য। সরকারের পদলেহী স্বার্থান্ধরা তাঁর বিরুদ্ধে আদা-জল খেয়ে লাগল। তাঁকে কাফির ফৎওয়া দিতেও কুণ্ঠিত হ'ল না। শুধু তাই নয়; মিথ্যা যুক্তির বাণ ছুঁড়ে ক্ষমতাসীনদের কান ভারী করতে লাগল। ফলে মুসলিম বিশ্বের এই অমূল্য রত্নকে অবশেষে কারাবরণ করতে হ'ল। কখনও কায়রোতে কখনও ইস্কান্দারীয়াতে নির্জন কারার দহন জ্বালা সহ্য করতে হ'ল।

কলমী জিহাদে তাঁর উজ্জ্বল স্বাক্ষরঃ

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ ছিলেন সত্যের পথে অবিচল। মাযহাবী সংকীর্ণতা ও দলীয় গোঁড়ামীর উর্ধ্বে ছিলেন তিনি। কোন প্রকার পার্থিব স্বার্থ হাছিলের মোহ ছিলনা তাঁর। ফলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে তিনি যাবতীয় ফৎওয়া দিতেন। সে জন্য স্বার্থান্বেষী মহল তা আদৌ মেনে নিতে রাযী হ'ল না। সে কারণেই তাঁর প্রতি তাদের বিষ দৃষ্টি নিপতিত হ'ল। অপবাদ ও কুৎসা রটিয়ে পুরো সমাজ বিষিয়ে তুলল। ফলে বারংবার জেল-যুলমের শিকার হ'লেন তিনি। জারী হ'ল তাঁর ফৎওয়ার উপরে নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু তাঁর কলম থেমে যায়নি। যাবতীয় নিন্দাবাদ উপেক্ষা করে দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় অবিচল ও অটল থাকলেন সত্য প্রচারে। বানাওয়াট ও জাল দলীল খণ্ডন করে চললেন নির্বিঘ্নে। যতবার কারাগারে বন্দী হ'লেন ততবারই শংকাহীন ভাবে বন্দীদশাকে স্বাগত জানালেন। বন্দী জীবনকে তিনি সুবর্ণ সুযোগ মনে করতেন। এই সুযোগে তিনি কলমী জিহাদ চালিয়ে যেতেন মনের আনন্দে। কয়েদখানা থেকেও তাঁর 'হক' -এর দাওয়াত অব্যাহত থাকল। এ অবস্থা দেখে কুচক্রীমহল ভীষণ ক্রোধ হ'ল। কেড়ে নিল কাগজ, কলম ও লেখার যাবতীয় উপকরণ। তবুও থেমে যাননি আপোষহীন এই মহান ব্যক্তিত্ব। কয়লার সাহায্যে লিখনী চালিয়ে যেতে লাগলেন।

সারাটি জীবন শুধু জ্ঞান তপস্যায় কাটাননি। শিক্ষার সাথে বাস্তবতার সাদৃশ্য বিধানে তিনি ছিলেন বদ্ধ পরিকর। বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে তিনি শানিয়ে তুলতেন মুজাহিদদের ঈমানী জোশ। জ্ঞান, তপস্যা ও লেখনীর সাথে সাথে যালিম শাসকদের বিরুদ্ধে সমরাঙ্গণেও তাঁর সম পদচারণা ছিল।

আমরা এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তাঁর জীবনের সকল দিকে বিচরণ করতে সচেষ্ট হইনি। কেননা আমাদের লক্ষ্য ছিল জ্ঞান সাধনা ও কলমী জিহাদে এই মহা মনীষীর অবদানের কিঞ্চিৎ মূল্যায়ন। যাতে তরুণ ছাত্র সমাজ জ্ঞান সাধনায় উৎসাহিত হন এবং বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহরা-এর ন্যায় আপোষহীন ভূমিকা পালনের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন।

বর্তমান যুগদর্পণে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহঃ

এই মহাপণ্ডিতের জন্ম ও দ্বীনি খিদমতের সেই সন্ধিক্ষণ এবং বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অবস্থা প্রায় সাদৃশ্যশীল। কেননা, বর্তমানেও সমাজপতি, ক্ষমতাশীল শক্তি ও স্বার্থান্বেষী মহলের ত্রমুখী হামলায় ছহীহ দ্বীনের দাওয়াত অনেকটা বাঁধাগ্রস্থ। বলা যায় তৎকালীন যুগ ও বর্তমান যুগ বাস্তবতার দর্পণে একইরূপ।

কাজেই তরুণ ছাত্র ও যুব সমাজকে আত্মসচেতন হ'তে হবে এবং যুগদর্পণে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) -এর প্রতিভা ও কর্মধারা অবলোকন করে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে যথার্থ ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে হবে। অসি যুদ্ধের চেয়ে মসী যুদ্ধ স্থায়ী ক্রিয়াশীল। এই সত্যের শিক্ষা নিতে হবে মহামতি ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) জীবনাদর্শ থেকে। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই; অথচ তাঁর কলমী জিহাদের জোয়ার বইয়ে চলছে যথারীতি। রুদ্ধ হবে না এর গতি। অবিরাম ভাবে প্রবাহিত হ'তে থাকবে যুগ পরম্পরায়।

অবশেষে নিয়তির ডাকে সাড়া দিতে হ'ল এই মহামনীষীকে। অন্তিম কালেও দু'বৎসর তিন মাস গৃহবন্দী থেকে প্রিয়তমের সান্নিধ্যে পাড়ি জমালেন। জনতার ঢল নামল তাঁর জানাযায়। দামেস্কের অলি-গলি জনফুয়ারায় ভেসে গেল। বাজারের সকল রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল জনতার ভিড়ে।

কথায় বলে, কোন নে'মত বিলুপ্তির পর এর মূল্য বাড়ে। ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বেলায় তাই হ'ল। প্রতিহিংসা পরায়ণগণও মর্ম বেদনায় মুর্ছা গেলেন। আমীর-উমারা, ওলামা-ফুক্বাহা সকলেই শামিল হ'লেন তাঁর জানাযায়। তিনি আজ কবর দেশে চিরনিদ্রায়। অথচ তাঁর রেখে যাওয়া বিদ্যা আজও আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে। অসংখ্য জ্ঞান পিপাসুদেরকে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে 'দ্বীনে হক' -এর পথ দেখিয়ে দিচ্ছে।

পরিশেষে বলব, হে কল্যাণকামী যুব কাফেলা! অস্ত্র ও জনবলের রমরমা কয় দিন? মিছে মাতম ছেড়ে সাধনায় সিদ্ধি অর্জন কর! ছেড়ে দাও সমাজের রসম ও রেওয়াজ। দলীয় গোঁড়ামী ও ব্যক্তি যেদ্ পরিহার কর। নির্ভেজাল দ্বীনের নির্মল হীরক খণ্ড জ্ঞান সাধনা ও দাওয়াতী মশালের উজ্জ্বল দীপ্তি দিয়ে শানিয়ে তুল। ইবনে তাইমিয়াহ মত বাতিলের শত জ্বালা হাসিমুখে বরণ করে নাও। দেখবে তোমার কাগজ দর্পণে সফলতার সোনালী ভুবনে সবুজের সমারোহ। বহমান কাল গেয়ে যাবে তোমার স্মৃতির শ্লোকগাঁথা। ইবনে তাইমিয়ার মত মরেও হবে তুমি চির অমর।

[তথ্য নির্দেশঃ মাহমূদ মেহদী আল-ইস্তাম্বুলী, ইবনে তাইমিয়াহঃ বাত্বালুল ইসলাহিদ্দীনী; মুহাম্মাদ শায়বানী, আওরাকুল মাজমূ'আহ; ডঃ ছালাহুদ্দীন আল-মুনাজ্জাদ, ইবনে তাইমিয়াহ; ইবনে নাসিরুদ্দীন আদ-দিমাস্কী, আর-রাদ্দুল ওয়াফির।]

চিকিৎসা জগৎ

পিত্ত পাথরী

*ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক**

শরীরের ভেতরের রোগ সমূহের মধ্যে পিত্ত পাথরী (Gall stone) একটি মারাত্মক ব্যাধি। ৩০-৪০ বৎসর বয়সের লোকদের মধ্যেই এ রোগ বেশী দেখা যায়। ইতিপূর্বে এ রোগের প্রকোপ ততটা ছিল না। কিন্তু বর্তমানে অনেকেই আক্রান্ত হচ্ছে। যথাসময়ে প্রতিকার বা উপযুক্ত চিকিৎসা করতে না পারলে জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠে।

পিত্তপাথরী কি?

দেহের মধ্যে যকৃত বা লিভারের (Liver) তলদেশে লিভার সংলগ্ন একটি পৃথক ছোট থলি রয়েছে, যা পিত্তাশয় বা পিত্ত থলি (Gall bladder) নামে পরিচিত। এ থলির ভিতরে ক্ষার জাতীয় এক প্রকার রস জমা থাকে। একে পিত্তরস বলা হয়। এ রস খুবই তিক্ত। পরিপাক সাধনই প্রধান কাজ। পিত্ত থলির যান্ত্রিক কার্যাবলীর (Function) যখন গোলযোগ ঘটে তখন পিত্তরস ঠিকমত নিঃসৃত হ'তে পারে না। এভাবে পিত্ত থলি বা পিত্ত নালীতে পিত্তরস ধীরে ধীরে জমাট বেঁধে গুটিকার সৃষ্টি হয়। যাকে পিত্তপাথরী বা গলষ্টোন (Gall stone) বলে।

পিত্ত পাথরীর কারণ সমূহঃ

(১) পিত্ত থলি বা পিত্ত নালীর (জীবানু সংক্রমণ জনিত) প্রদাহ (২) পিত্তথলিতে পিত্তরসের পরিমাণ কম হওয়া কিংবা কোলেষ্টরলের মাত্রা বেশী হওয়া (৩) পিত্তনালী দিয়ে পিত্তরস ঠিকমত নিঃসৃত না হওয়া (৪) ঘরে বসে মানসিক পরিশ্রম করা। শারীরিক পরিশ্রম না করা (৫) বেশী পরিমাণে চুন, তৈলাক্তত উত্তেজক খাদ্য খাওয়া। (৬) নেশা জাতীয় জিনিস খাওয়া (৭) পানি কম খাওয়া (৮) ইষ্ট্রোজেন গ্রহণ করা, ভেগাস নার্ভ কেটে ভেগোটমি (Vegotomy) করা (৯) মহিলাদের দীর্ঘদিন যাবত গর্ভ নিরোধক বড়ি (Pill) খাওয়া ইত্যাদি পিত্ত পাথরী সৃষ্টির সহায়ক কারণ।[১]

পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে পুরুষ অপেক্ষা মহিলাদের মধ্যে পিত্ত পাথরীতে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা পাঁচগুন বেশী। গবেষকদের মতে 'F' -এর সাথে সম্পর্ক যুক্তরা 'A Fat, Fertile, Flatulent, Female of Fifty is the classical sufferer from Gall stone' অর্থাৎ - ঢুষা, স্থুলাঙ্গী, অধিক গর্ভধারিণী ও ৫০ বছর বয়সী মহিলারাই পিত্তপাথরীর রোগী। পর্যবেক্ষণে আরো পাওয়া গেছে আফ্রিকান এবং এশিয়ানদের তুলনায় ইউরোপীয়গণ পিত্তপাথরীতে বেশী আক্রান্ত হয়।[২]

লক্ষণঃ

(১) ডান পাঁজরের নিম্নদেশে ভয়ানক (পিত্তশুল) বেদনা এবং আহারের প্রায় ২/৩ ঘন্টা পরে হয়। বেদনার তাড়নায় রোগী ছটফট করে ও অস্থির হয়ে যায়। বেদনা ক্রমশ সমস্ত পেট ও বুকের মধ্য দিয়ে ডান কাঁধ, পিঠে ছড়িয়ে পড়ে। (২) বেদনার সময় শরীরে ঠাণ্ডা ঘাম হয় এতে শরীর ও যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয়, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, নাড়ী দূর্বল হয়। (৩) রোগীর কাঁপ দিয়ে জ্বর হয়, তাপ ১০২°/১০৩° ডিগ্রী পর্যন্ত উঠে। (৪) মুখে তিতা স্বাদ থাকে। কখনো ব্যাথার সাথে বমি ও পিত্ত বমি হয়। (৫) বেদনা কখনো ২/৩ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। (৬) কখনো এ রোগের সাথে জণ্ডিস দেখা দেয় এবং শরীর হলদেটে হয়ে যায়।

রোগ নির্ণয়ের জন্য লক্ষণাবলী সংগ্রহের সাথে 'এক্স-রে' অথবা 'অল্ট্রাসনোগ্রাফী' করা আবশ্যক।

প্রতিকারঃ

পিত্তপাথরীর সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য পূর্ব বর্ণিত কারণ সমূহ সম্পর্কে সদা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এ ছাড়া 'F' -এর সূত্রটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন। ঘন ঘন গর্ভধারণ করলে পিত্তাশয়ের সংকোচন ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে সজাগ হওয়া দরকার। সর্বোপরি যারা বিভিন্ন প্রয়োজনে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা গ্রহণ করেন, তাদের ক্ষেত্রে পিত্তপাথরী ও মূত্র পাথরী হবার সম্ভাবনা থাকে না।

এলোপ্যাথিতে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পিত্তথলি কেটে ফেলে দেওয়াই হচ্ছে সহজ চিকিৎসা। তবে এতে বড় ধরণের অপারেশনের প্রয়োজন হয়। ইদানিং পাথর বিধ্বংসী কিছু ঔষধও প্রয়োগ হচ্ছে। আধুনিক পদ্ধতিতে 'লেসারোস্কপি'-র সাহায্যে কাটা-ছেঁড়া ছাড়াই পিত্তথলির অপসারণ সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু এতে জটিল ধরণের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকেই যায়। এক্ষেত্রে পিত্তপাথরীর চিকিৎসার জন্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই শ্রেয়। কেননা লক্ষণানুসারে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনে পাথর গলে যায় ও মলের সাথে বেরিয়ে যায় এবং নতুন ভাবে পাথর হ'তে পারে না। ফলে রোগী আরোগ্য লাভ করে।

---

*. ডি, এইচ, এম, এস, (ঢাকা), কলেজ রোড, বিরামপুর, দিনাজপুর।

১. পারিবারিক চিকিৎসা, জুলাই'৯৫ সংখ্যা।

২. পারিবারিক চিকিৎসা, জুলাই'৯৫ সংখ্যা।

কবিতা

পীর-শিষ্য কীর্তি

-নিযামুদ্দীন
নন্দলালপুর, কুষ্টিয়া,
সদস্য, আল্-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী।

মনেতে প্রবোধ, দিয়ে করি শোধ
পিতার প্রতিজ্ঞা স্মরণে,
বিষয় আশয়, আছে যা আমায়
খরচ করিও চরণে।
পিতার বাক্য, করিয়া সাক্ষ্য
প্রতি বছরের ওরশে,
জমা-জমি তার, করে দিয়ে ছাড়,
মাতি আনন্দ হরষে।
লোক-জন ভীড়, ভরতি সে নীড়
আর বাহির আঙ্গিনায়,
মনে ভাবিতাম, না করিব কাম
কেটে যাবে পিতার রঙ্গলীলায়।
পিতার শিষ্য, যবে দেখিল নিঃস্ব
আসিল না আর বাড়ীতে
সবাই গেল, আর নাহি এলো
ভাত নাই যবে হাড়িতে।
বাড়ীর সমুখের জমি, রেখেছিলাম আমি
দেখাইনি কারো খতিয়ান
শিষ্যরা এসে, সবে ভালোবেসে
ওটুকুরও করিল অবসান।
পিতার কবর, দশ বছর ছবর
তখনও আছে পাকাহীন,
দেশের মানুষ, করাইল হুঁশ
কবর কি হবে মাটিতে বিলীন?
শুনিয়া সন্তান, যায় যাক্ মান
বেঁচিব মোর বাস গৃহ,
পিতার থাকা, করিব পাকা
পুণ্যিত হবে মোর গেহ?
জম্‌জমাট করে, বাড়ী গেল ভরে
ওরশ শ্রেষ্ঠ এবারই,
বলিল ভক্ত, বাড়ী হ'লে লুপ্ত
থাকিবেন মোদের বাড়ীতেই।
আশা পেয়ে সে, দেখিল শেষে
একে একে ছাড়িল বাড়ী,
দিক বিদিকে, পড়ে এঁকে বেঁকে
ধোয়ার লোক নেই শেষে হাড়ি।
সর্বস্ব খুইয়ে, পড়িয়াছে নুইয়ে
বাড়ীতে নেই সেই জমক,
পিছু ফেলে সকলে, চলিয়া গিয়াছে
বাজাতে বাজাতে খমক।
রান্নার হাতা নেই, ছাতীর ডাটা নেই
বৃষ্টি এলে যাই ভিজে,
রান্নার খড়ি নেই, তরকারী চাল নেই
কেমনে খাইবে ডাটা সিজে।
দুঃখ দৈন্য, হাত হ'ল শূন্য
পরিবার নিয়ে ভাসে সাগরে
মনে আসে ধিক্কার, অবশেষে চিৎকার
ভিক্ষার ঝুলি নেয় কাঁধেতে
একাধিক ক্রমে, হেঁটে-পরিশ্রমে
ভিক্ষা সে মাগে দ্বারে দ্বারে,
ঝোলা আর ভরেনা, ভিক্ষাতে চলেনা
শিষ্যরা তাড়িয়ে দেয় তারে।
একদিন ঝুলাতে, শুয়ে গাছ তলাতে
ভাবে কোথা যাবে ভিক্ষা মাগিতে
শরঈ আলেম সেথা, তার সাথে বলে কথা
নিয়ে গেল সাথে করে বাড়ীতে।
অনেক বুঝানো পরে, মাথা তার নত করে
কুরআন-হাদীছে মনোনিবেশে
শির্‌ক ও বিদ'আতকে উঠিতে দেবেনা বেড়ে
প্রতিজ্ঞা করে সে এক নিমেষে।
মসজিদের ঝাড়ুদার, বানাইল সবে তার
তওবা করিল সে অন্তরে
চলেছি যত ধাপ, হয়েছে তত পাপ
জ্বালিয়েছি বাতি কত কবরে।
করেছি কবর পাকা, যাবেনাকো আর রাখা
ভাঙ্গিব পিতার কবর এখুনি
ছহীহ্ হাদীছ সমুখে; দেখেছি যবে চোখে
জাল-যঈফ ছেড়েছি আমি তখনি।
চলিল বাড়ীতে সে, ভাঙ্গিবে কবর শেষে
রাখিবেনা পাকা কবর যমীনে,
যদি চাও স্মৃতি রাখা, রোয কিয়ামতে ফাঁকা
সাদা কাগজে পাবে হাতে সেখানে।
ভেঙ্গে দাও পাকা কবর, করিওনা আর ফখর
বিদ'আতীরা পাকা হয়ে বসবে,
তারপরে দেশটারে চুষে খাবে লুটেপুটে
নতুন করে তারা দেশ চসবে।
মারেফতী পীরের দল, শিষ্যদের করে বল
দুনিয়ার নির্যাস লুটে নেয়,
দুনিয়ার বাগানে, ফোটে ফুল যেখানে
সব মধু নিতে চায় চুষে।
ওহে পীর ভয় কর, আল্লাহ্‌র নাম ধর
সব ছেড়ে যেতে হবে ওপারে
পিতা মোর ছিল পীর, ভেঙ্গে গেছে ভবনীড়
তোমরাও কি হাওয়া খাবে হা-করে?
মারেফতীর জুয়া খেলা
বানাওটি ভজন লীলা
হুজরার মজা ছেড়ে ওঠরে।
কবরের ব্যবসা ছাড়
মানতের মোহ ত্যাগ কর
দাওয়াতের রাস্তা ধরে
জিহাদের পথে চলো এগিয়ে।
একটাই পথ আছে, সে পথটি নাও বেছে
চলে গেছেন যে পথে নবীকুল,
চল সবে নবীর পথে, হাশরে রাখিও সাথে
না ভুলি নবীর দেয়া দ্বীনিমূল।

টক-ঝাল-মিষ্টি

- নূরুল হুদা
গ্রন্থ সমালোচক।

*১. উইনার গাইড টু ফাযিল, **বিষয়ঃ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র-'ক' পরীক্ষা ১৯৯৮-৯৯** রচনা ও সম্পাদনায়ঃ এস আব্দুল আউয়াল আল-মামুন ও হাফেয মুহাম্মাদ মুমিনুল হক। পরিবেশনায়ঃ মিনার প্রকাশনী ৩৪/১ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা।*

উক্ত বইয়ের ২০০-২০১ পৃষ্ঠায় 'আহলেহাদীছ' সম্পর্কে যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ 'আহলেহাদীস' এ পরিভাষাটি কোন কোন সময় আহলুল হাদীস, আসহাবুল হাদীস, আহলুস সুন্নাহ, আহলুল আছার, সালাফী, ও আছারী এর সম অর্থে আবার কখনো এটা একটি বিশেষ মত, পথ ও আন্দোলন নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এ বিশেষ দলটির উদ্ভব হয়েছে এখনো দু'শত বছর পুরো হয়নি, তার পরেও আহলেহাদীসের আলেমগণ সে পূর্বেকার আসহাবুল হাদীসের সঙ্গে নিজেদের নাম জুড়ে দিচ্ছেন।.....মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদীর কতক ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে এ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার সামঞ্জস্য থাকায় তাদের কোন কোন বিরুদ্ধ বাদীরা যখন তাদেরকে ওহাবী রূপে আখ্যায়িত করতে লাগল, সে সময় থেকে এরা বিশেষতঃ ভারতীয় উপমহাদেশের একটি বিশেষ সুসংগঠিত সম্প্রদায় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজেদেরকে আহলেহাদীস নামে নামাংকিত করেন'।

*২. হাসান আলী চৌধুরী, **ইসলামের ইতিহাস** (স্নাতক পাস সাবসিডিয়ারী ও সম্মান শ্রেণীর জন্য লিখিত)। চতুর্থ সংস্করণ; জানুয়ারী ১৯৯৬; মুদ্রণেঃ এন, এন প্রিন্টার্স, ২০ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন, ঢাকা ১১০০।*

লেখক তাঁর গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব আহলেহাদিস নামে সমধিক প্রসিদ্ধ'।

*৩. নূরুল মোমেন, **মুসলিম আইন**, প্রকাশকঃ নূরুল হুদা, পরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ, বাংলা একাডেমী ঢাকা। মুদ্রকঃ বিকল্প প্রিন্টিং প্রেস। প্রথম পূণঃমুদ্রণঃ জুন ১৯৯৪।*

লেখক তাঁর বইয়ের ২০ পৃষ্ঠায় ভারমা-র মন্তব্য উল্লেখ করে বলেন, 'আহলেহাদিস ও ওহাবীগণ চারি মজহাবের অন্তর্গত নহে। তাহারা একটি পঞ্চম মজহাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ওহাবীগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর ইবন আবদুল ওহাব নামক ধর্মীয় নেতার শিষ্য'। তিনি তাঁর পুস্তকের ২১ পৃষ্ঠায় আরও বলেন, 'ওহাবীগণ অপ্রামানিক বলিয়া বহু হাদিস ও সুন্নাহ পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহারা মুসলিম ও বুখারীর হাদিস ছাড়া অন্য কাহারও হাদিস গ্রহণ করে না। তাহাদিগকে গায়ের মুকাল্লিদ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত মতে অবিশ্বাসী বলিয়া ধরা হয় এবং তাহারা নিজদিগকে আহল উল হাদিস বলিয়া আখ্যায়িত করে।'

*৪. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ (অধ্যাপক, উর্দু ও ফার্সী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), **স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা'** প্রকাশনায়ঃ মুহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ৬৭, **পুরানা পল্টন ঢাকা-২। মুদ্রণেঃ বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা।***

লেখক তাঁর গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'এ সম্প্রদায় (আহলেহাদীছ) হাদিসের শুদ্ধাশুদ্ধি নিরুপণে কোন কোন সময় হাদিস-সমালোচনার নীতিমালা পুরোপুরি প্রয়োগ করতে এবং দুর্বল (যঈফ) ও জাল (মওযূ) হাদীছ প্রত্যাখ্যান করতেও ইতস্তত করে থাকেন। অন্য কথায়, তাঁরা সকল প্রকার হাদীস গ্রহণে আগ্রহান্বিত'।

মন্তব্যঃ উপরোক্ত পুস্তিকাদির বিবরণ অধিকাংশই বিভ্রান্তিকর ও বানোয়াট। এ ধরনের লেখা সাধারণ পাঠক-পাঠিকাগণকে বিপথগামী বৈ কিছুই করবে না। সম্মানিত গ্রন্থকারদের 'আহলেহাদীছ' সম্পর্কে তেমন কোন জ্ঞান আছে বলে মনে হয় না। বন্ধুদের জানা উচিত যে, আহলেহাদীছ কোন দল, মত, গোষ্ঠী, ইজম, তরীকা বা প্রচলিত অর্থে ব্যক্তি ভিত্তিক কোন মাযহাবের নাম নয় বরং ইহা ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা একটি নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম। যারা সর্বাবস্থায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'তে সরাসরি অথবা তার ভিত্তিতে প্রদত্ত ফায়ছালাকে সকল ব্যাপারে চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন ও নিঃশর্তভাবে তা গ্রহণ করেন, তাঁদেরকেই 'আহলেহাদীছ' বলা হয়।

পরিশেষে সম্মানিত লেখক ও সাধারণ পাঠক-পাঠিকাগণের প্রতি আরয এই যে, এ সম্পর্কে সঠিক তত্ত্ব ও তথ্য অবগত হ'তে হ'লে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত ও জনাব **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** কর্তৃক লিখিত ডক্টরেট থিসিস 'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ' গ্রন্থটি পড়ার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করছি। এতদ্ব্যতীত সম্মানিত লেখকের 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' ও মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ) -এর 'আহলেহাদীস পরিচিতি' বই অধ্যয়ন করুন।

৫. **দৈনিক ইনকিলাব** ২৬শে নভেম্বর'৯৮ ধর্ম-দর্শন কলামে 'বরকতময় মাহে শা'বান' শীর্ষক নিবন্ধে লেখক মাওলানা এম, এ, মান্নান মাহে শা'বানের বরকত বর্ণনা করতে গিয়ে দলীলবিহীন ভাবে হাদীছের নামে অনেক কিছু লিখেছেন। অতঃপর আল-কুরআনের বঙ্গানুবাদ কলামে সূরায়ে দুখান -এর ব্যাখ্যায় পবিত্র রজনী বলতে '১৪ই সাবানের দিবাগত রাত'কে নির্দিষ্টভাবে বুঝানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে, 'সহীহ হাদীসে সাবান মাসের মধ্যবর্তী রাতের বরকত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা স্থান লাভ করেছে'।

আমরা এইসব ভিত্তিহীন বক্তব্যের প্রতিবাদ করছি এবং সাথে সাথে পাঠক সাধারণকে এই কলামে প্রকাশিত ধর্মীয় প্রবন্ধ সমূহ বিশেষ সাবধানতার সাথে গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যায় যাদের উত্তর সঠিক হয়েছেঃ

❑ **হাতেম খাঁ, রাজশাহী থেকেঃ** শামীমা সুলতানা, জান্নাতুল মাওয়া, আরেফিনা, রাযিয়া, তাসনিম, আয়েশা, নীতু, শারমীন, জান্নাতুন নাহার, রহীমা, সারমীন, ছাক্বিবুল, জাশিনুল, আমীকুর, মীযানুর, মুস্তাকীম ও হাসান।

❑ **নগর পাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** শারমীন, খালেদা, মমতাজ, ফরিদা ও সামাউন।

❑ **শেখপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** নাজনীন, হালীমা, রেহেনা, আরযিনা, মাহফূযা, রিযিয়া, কমেলা, রাহেলা, মাহমূদা, খালেদা, তাসমীরা, ময়না, রীনা, শহীদাতুন নেসা, রহীমা, জেসমিন, তাহ্‌মিনা, ফাহিমা, মানসূরা, রহীমা, শারমীন, রেহেনা, রেনু, সালমা, নাসরীন, সালমা ইয়াসমিন, হারুনুর রশীদ, ছিদ্দীকুর, ইনতাজুর, জয়নাল, ইবরাহীম ও ইসমাঈল।

❑ **মিয়াঁপুর, রাজশাহী থেকেঃ** মাহ্‌ফূযা, মাশকুরা, আসমা, রশীদা, মনোয়ারা, আয়েশা, তানজিলা, হাবীবা, ওমর ফারূক, হাবীবুর, মাহতাব, ফরিদুল, আব্দুস সাত্তার ও তাওহীদুল।

❑ **হড়গ্রাম, আমবাগান জামে মসজিদ থেকেঃ** জুলেখা, তানজিলা, ফাতেমা, কাবীরুল, স্বজল, শেখসাদী, সেলিম, ফাতেমাতুয যুহরা, লাবনী, তরীকুল ও তারা খাতুন।

❑ **মোল্লাপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** মাক্‌ছূদা, ওয়াহিদা, জান্নাতুন নাঈম, জেসমিন, খাদীজা, শারমীন ও ফারযানা।

❑ **ইউসেফ মোমেনা বখ্‌শ স্কুল, রাজশাহী থেকেঃ** জেসমিন আখতার, ফরীদা আখতার ও খায়রুন নাহার।

❑ **নতুন ফুদকীপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** আবু সাঈদ, মাসঊদ, তানভীর, হাসীবুল, সাবিনা ও মেরীনা।

❑ **খিরশিন ফকির পাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** শামীমা, রহীমা ও মুনযিলা।

❑ **বালাজান নেসা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী থেকেঃ** জাহেদা, শীলা, মারূফা, নাসিমা, সোহেলী, রাযিয়া, কামরুন নাহার, সাবিনা, শাকীলা, মনিরা, মাজেদা ও মারজাহান।

❑ **হরিষার ডাইং, রাজশাহী থেকেঃ** মুরশিদা, বিলকিস, শরীফা, বিলকিস বানু, নীলা, ছখিনা, রোযিনা, মাসজুদা, আজমীরা, সুমাইয়া, রাবেয়া, মারজিনা, শাহীনা, শরীফা, মাসুরা, মিতা, আয়েশা, সাজেদা, নার্গিস, জাহাঙ্গীর, আব্দুল হান্নান, মাঈনুল, কামরুল, তারেক, আতাউর, উজ্জ্বল, জাকারিয়া, আনারুল, রহিদুল, দুর্‌রুল হুদা, রিয়াযুল, আব্বাস, রবীউল, মনসুর, মুস্তাফীযুর, সিরাজুল, মুকুল ও রায়হান।

❑ **সৈয়দা ময়েযুদ্দীন বালিকা বিদ্যালয়, নরদাশ, রাজশাহী থেকেঃ** লতীফা, শরীফা, আনজুয়ারা, আদুরী, সেলিনা, পারভীন, জোছনা, রাহেলা, রাশেদা, সুইটি, ফিরোযা, কুমারী মিতা রাণী, শামসুন নাহার, আংগুরী, বিলকিস, তাসলিমা, তারা বানু, কমেলা, নূরুন নাহার ও শেফালী।

❑ **গোপালপুর, মোহনপুর, রাজশাহী থেকেঃ** আরিফা, হাসীনা, রীনা, মেরিনা, জাহানারা, ঝরনা, নাছিমা, রেশমা, আফরোযা, ফারহানা, আমীনুল, ছাদিকুল, আব্দুল মুহাইমিন, আমযাদ, শরীফুল, আফযাল, মোখলেছুর, আব্দুল লতীফ, রায়হান ও মোস্তাক।

❑ **রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমপাড়া থেকেঃ** নাযীয়া, সাদীয়া, বিলকিস, কুলসুম ও নাদিম।

❑ **ধুরইল, ডি, এস, সিনিয়র মাদরাসা, মোহনপুর রাজশাহী থেকেঃ** শামীমা ইয়াসমিন, সুফিয়া পারভীন ও ইয়াহ্‌ইয়া সরকার।

❑ **তানোর, রাজশাহী থেকেঃ** রেফাতুন নেসা, নাজমা ও নীলুফা।

❑ **কলারোয়া, সাতক্ষীরা থেকেঃ** রাজু, মণি, নূর হোসায়েন, লালটু, সেলিনা, রেহেনা, সালমা, আজাদ, শরীফ, অলীদ, সোনিয়া, মামুন, সাঈদুর ও শরাফত।

❑ **কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসা, সাতক্ষীরা থেকেঃ** মুসাম্মাৎ তামান্নায়ে জান্নাত।

❑ **বোয়ালিয়া মাঝের পাড়া মক্তব, সাতক্ষীরা থেকেঃ** রাজু, মণি, নুর হোসায়েন, লালটু, সেলিনা, রেহেনা, সালমা, আজাদ, শরীফ, অলীদ, সুনিয়া, মামুন ও সাঈদুর।

❑ **বুলারাটি, সাতক্ষীরা থেকেঃ** রাযিয়া সুলতানা।

❑ **ইটাপোতা, লালমণিরহাট থেকেঃ** শফীকুল ইসলাম।

❑ **তুলাগাঁও দাখিল মাদরাসা, কুমিল্লা থেকেঃ** আফরোযা আখতার (শিরীন)।

❑ **পীরগাছা, রংপুর থেকেঃ** মুসাম্মাৎ আশরাফুন নাহার।

❑ **শালীয়া, ঝিনাইদহ থেকেঃ** মুহাম্মাদ মাহফূযুল ইসলাম বিন সিকান্দার আলী খান।

❑ **মুহাম্মাদপুর, কুষ্টিয়া থেকেঃ** ওবায়দুর রহমান ও শামীম হোসায়েন।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানের উত্তরঃ

১. মে'রাজের ঘটনা বিশ্বাস করার জন্য, রাসূল (ছাঃ), হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে ছিদ্দীক উপাধী দেন।

২. পুরুষদের মধ্যে হযরত আবুবকর (রাঃ), নারীদের মধ্যে খাদীজা (রাঃ) ও বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ)।

৩. হযরত আবুবকর ও হযরত ওমর (রাঃ)।

৪. হযরত আবুবকর (রাঃ)।

৫. ছিয়াম পালন, জানাযার ছালাত ও রুগীর সেবা।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষার উত্তরঃ

১. ১ দিন।

২.

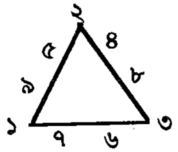

৩. ৯, ৯×২ = ১৮, ১+৮ = ৯।
৯×৮ = ৭২, ৭+২ = ৯।

৪. ৩৫ জন (৫৫-১৫ =৪০ − ২ = ২০ + ১৫ = ৩৫)

৫. ১২টি, (৯৯ − ৯ = ১১ + ১ = ১২)

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

১. হযরত ওমর (রাঃ) -এর উপাধি কি ছিল? তাঁর পিতা ও মাতার নাম কি ছিল?

২. হযরত ওমর (রাঃ) সর্বমোট কতগুলি হাদীছ বর্ণনা করেছেন? তাঁর ছেলে ও মেয়ের সংখ্যা কত এবং তাঁদের নাম কি?

৩. কোন্ ছাহাবীকে একপথে চলতে দেখলে শয়তান অন্য পথে চলতে শুরু করত?

৪. কত হিজরীর কোন্ তারিখে হযরত ওমর (রাঃ) খেলাফতের আসন অলংকৃত করেন? তাঁর খেলাফতকাল কতদিন ছিল?

৫. মৃত্যু পথযাত্রী হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) -এর নিকট কিসের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন?

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা
(রামাযান সম্পর্কে)

১. রামাযান ও ছিয়াম শব্দের অর্থ কি? কত হিজরীর, কোন্ মাসে ছিয়াম ফরয হয়?

২. রামাযানের ছিয়াম ফরয করা হয়েছে পবিত্র কুরআনের কোন্ পারার কোন্ সূরার কত নং আয়াতের মাধ্যমে?

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে'। মুহূর্ত দু'টি কি কি?

৪. সাহারীর আযান আছে কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর জীবদ্দশায় কোন্ দুইজন ছাহাবী সাহারী ও ফজরের আযান দিতেন?

৫. রামাযান মাসে এমন একটি রাত আছে যার মর্যাদা হাযার মাসের চেয়েও উত্তম। পবিত্র কুরআনের কোন্ সূরার কত নং আয়াতে এর উল্লেখ আছে?

রামাযানের সংক্ষিপ্ত সিলেবাসঃ

সুপ্রিয় সোনামণিরা।

মাহে রামাযানের শুভাগমন উপলক্ষ্যে তোমাদের সকলকে জানাই "আহ্লান সাহ্লান"। তোমাদের জন্য পবিত্র রামাযানের একটি সংক্ষিপ্ত সিলেবাস দেয়া হ'ল। তোমরা সকলে তা যথাযথ ভাবে মেনে চলবে আশা রাখি। তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে আল্লাহ আরও সুন্দর, মধুময় ও পরিপূর্ণ ইসলামী ভাবধারায় গড়ে তুলতে সাহায্য করুন। আমীন।

১. বিশুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শিখবে।

২. নিয়মিত ছালাত ও ছিয়াম পালন করবে এবং ছালাতুল লাইল বা তারাবীর ছালাত আদায় করার অভ্যাস গড়ে তুলবে গড়ে তুলবে।

৩. প্রতিদিন অর্থসহ কুরআনের কিছু আয়াত ও একটি করে দো'আ মুখস্থ করবে এবং হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠের অভ্যাস।

৪. নিম্নে বর্ণিত সূরা ও আয়াতসমূহ মুখস্থ করবে।

(১) সূরা সমূহঃ

(ক) সূরা ফাতিহা, (খ) নাস (গ) ফালাক্ব, (ঘ) ইখ্লাছ, (ঙ) নছর (চ) কাওছার (ছ) ফীল (জ) আছর (ঝ) ক্বদর ও (ঞ) ত্বীন।

(২) আয়াত সমূহঃ

(ক) সূরা হজ্জ ২৩ ও ২৪ আয়াত (খ) সূরা আহ্যাব ২১ এবং (গ) সূরা দাহ্র এর ১৯ ও ২০ আয়াত।

৫. নিম্নের দো'আ সমূহ মুখস্থ করবেঃ

(ক) ছালাতে ব্যবহৃত সকল দো'আ (খ) ছিয়ামেঃ চাঁদ দেখা, ইফতার ও ইফতারের শেষে দো'আ, ক্বদরের রাতের দো'আ ও ঈদের তাকবীর। (গ) ওযূ শুরু ও শেষের দো'আ, খাওয়ার দু'টি, ঘুমানোর দু'টি, মসজিদের দু'টি, পায়খানা, প্রস্রাবের দু'টি দো'আ। মাতা-পিতার জন্য, জ্ঞান কামনার এবং মহামারী ও বিপদ-আপদে পড়ার দো'আ।

৬. **প্রতিযোগিতাঃ** রামাযানে সোনামণি সংগঠনের প্রতিটি শাখা, এলাকা ও যেলা কমিটি নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করবে-

(ক) শুদ্ধ করে কুরআন তেলাওয়াত বিষয়ে প্রতিযোগিতা।

(খ) দশটি ছোট ছোট হাদীছ আরবী উচ্চারণ (ইবারত) ও অর্থসহ মুখস্থ বলা বিষয়ে প্রতিযোগিতা।*

(গ) সোনামণি সংগঠনের নামকরণ, মুলমন্ত্র, উদ্দেশ্য ও গুনাবলী।

(ঘ) ছালাত ও ছিয়ামে ব্যবহৃত দো'আ ও মাসআলা মাসায়েল সমূহ।

(ঙ) তাহরীকে প্রকাশিত কবিতা, সাধারণ জ্ঞান, ধাঁধাঁ ইত্যাদি বিষয়ের উপর আবৃত্তি ও গ্রুপ/শাখা ভিত্তিক প্রতিযোগিতা।

(চ) আযান, ইক্বামত, জাগরণী/সোনামণি গান প্রতিযোগিতা।

(ছ) রচনা লিখন প্রতিযোগিতাঃ (১) রাসূল (ছাঃ) -এর বাল্যজীবন (২) আরবী ভাষা ও (৩) সোনামণি সংগঠন।

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত বিষয়ের মধ্য থেকে যে কোন তিনটি বিষয় নির্ধারণ করে ঈদ উপলক্ষ্যে প্রতিযোগিতা করবে।

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
পরিচালক
সোনামণি

** আহলেহাদীছ যুবসংঘের সংশ্লিষ্ট যেলা সভাপতিদের নিকট থেকে হাদীছগুলো সংগ্রহ করে নিবে।*

কবিতা

বাগানের ফুল

-ওবায়দুর রহমান (৩য় শ্রেণী)
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

এই পৃথিবীর ফুল বাগানে
আমরা ফুলের কলি,
সব জায়গায় ছড়াব মোরা
ফুলের সুবাস গুলি।
ফুল গুলি যেমন গন্ধ ছড়ায়
তাদের হৃদয় খুলি,
তেমনি মোরা ছড়াব সুবাস
কুরআন-হাদীছ বলি।
এসো ভাই কচি-কাঁচা
আর সোনামণি যত,
আমাদেরকেও হ'তে হবে
সেই সুবাসী ফুলের মত।

***

বন্যা

-আব্দুর রাকীব (৪র্থ শ্রেণী)
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

হায়! সর্বনাশা বন্যা
তুই ফারাক্কারই কন্যা,
করলি মোদের ঘড় ছাড়া
হ'লাম সবাই সর্বহারা।
ঘর-বাড়ী সব ডুবালি
পানির ভিতর চুবালি,
নাই কিছু, যায় প্রাণ
ভিক্ষা করলে যায় মান।
আছে শুধু একটু জান
পেলাম শুধু লোক দেখানো ত্রাণ,
হায়! আল্লাহ হ'ল কি!
দেশের লোক করে কি!
কিছু আছে শয়তানের চেলা
বন্যার করবে মোকাবেলা,
আল্লাহ তুমি রহম কর!
মোদের তুমি রক্ষা কর!

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

বুড়িগঙ্গা এখন বিষগঙ্গা

ঢাকার ময়ল-আবর্জনা, মলমূত্র সহ দূষিত বর্জ্য বুড়িগঙ্গার বুকে ফেলা হচ্ছে নিয়মিত। নদী প্রায় ভরাট। স্রোত নেই। বিষাক্ত এই ময়লা-আবর্জনা পচে চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। তাছাড়া বুড়িগঙ্গার পার্শ্বে হাযারীবাগ এলাকায় ১৫৫টি ট্যানারী ইউনিট চালু রয়েছে। ট্যানারী থেকে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত বর্জ্য সরাসরি বুড়িগঙ্গায় ফেলা হচ্ছে। হিসাব মতে ৭০ টন শিল্প বর্জ্য নদীতে ফেলা হয়। এক কথায় স্যুয়ারেজ লাইন দিয়ে ঢাকা শহরের প্রায় কোটি নাগরিকের তাবত ময়লা পড়ছে বুড়িগঙ্গায়।

বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ দপ্তরের সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, বুড়িগঙ্গার প্রতি লিটার পানিতে আলক্যানির পরিমাণ ২৪ মিলিগ্রাম। ক্রোমিয়ামের পরিমাণ ২৬ মিলিগ্রাম, যার মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতিতে ক্যান্সার রোগের বিস্তার ঘটায়। তাছাড়া মানব দেহে কিডনী ও স্নায়ুতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্থ করা ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের রোগ-জীবানু ছড়াচ্ছে প্রতিনিয়ত। বর্জ্যর বিষাক্ত ছোঁয়ায় ধাতব বস্তু যেমন সোনা-রূপা ইত্যাদি ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ মারাত্মক ভাবে কমে যাচ্ছে।

বুড়িগঙ্গার দূষণজনিত স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নগর জীবনকে মারাত্মক হুমকীর মুখোমুখি করেছে। আবর্জনা, যানজট, বায়ু দূষণের বিষাক্ত ছোঁয়ায় ঢাকার নাগরিক জীবন বিপন্ন।

ম্যারাথন হরতালে অচল বাংলাদেশ

গত ৮, ৯ ও ১০ নভেম্বরের টানা ৬০ ঘণ্টা লাগাতার হরতালে গোটা দেশ যেন থেমে গিয়েছিল। স্থবির হয়ে পড়েছিল সবকিছু। বর্তমান সরকারের আমলে সবচেয়ে দীর্ঘ এই হরতালে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক। বিরোধী দলের দাবী মতে, ৬ জন মারা গেছে, আহত ৪'শ, গ্রেফতার ৭'শ। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, একদিনের হরতালে ৪'শ কোটি টাকা করে ক্ষতি হচ্ছে। ৭ নভেম্বর বিএনপির জনসভায় হামলা এবং নারকীয় তান্ডবতার জের হিসাবে বিএনপি এই হরতাল আহবান করে।

অর্থমন্ত্রীর হিসাব সত্য হ'লে হরতালের ক্ষতির একটা ব্যালেন্স মিলানো যায়। বিএনপি সরকারের আমলে আওয়ামীলীগ হরতাল দিয়েছিল ১৭৩ দিন। তা হ'লে ঐ সময়ে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৭০ হাযার কোটি টাকা। সংবাদ সম্মেলনে গত ১০ নভেম্বরে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, বিএনপি হরতাল না করলে বিরোধী দলে গেলে আওয়ামী লীগও হরতাল করবে না। আরও শক্ত করে তিনি বলেছেন, এটা তাঁর ব্যক্তিগত মত নয়, সিদ্ধান্তটি

সরকারের। অসহায় পীড়িত বিপন্ন মানুষের প্রশ্নঃ আসলে কি তাই?

বিরোধী দলে গেলেও হরতাল করব না

-প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৫ নভেম্বর গণমাধ্যম সম্পাদকদের সাথে মতবিনিময় কালে বলেছেন, তাঁর দল আওয়ামী লীগ দেশে আর কখনো হরতাল ডাকবে না, এমনকি ভবিষ্যতে বিরোধী দলে গেলেও না। তিনি বলেছেন, শর্তহীন ভাবেই হরতাল না ডাকার ঘোষণা দিচ্ছি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসাবে। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা ছিল অপ্রত্যাশিত। তাঁর এই ঘোষণার চেয়েও জনগণের আকর্ষণ ছিল বিরোধী দলীয় প্রধান বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি। কারণ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার বাস্তবায়ন করতে হ'লে বিরোধীদের ভূমিকাই এই মুহূর্তে প্রধান। উৎসুক জনতার অধীর আগ্রহের সমাপ্তি ঘটলো 'এক-দুই-তিন নয় প্রয়োজনে লাগাতার হরতাল চলবে' খালেদা জিয়ার এই মন্তব্যে।

তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কেউ কেউ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা বলছেন, সরকার কিংবা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য সংলাপ কিংবা অন্য উদ্যোগ নেয়া হয়নি। নিছকই সস্তা বাহবা নেয়ার জন্য তিনি একথা বলেছেন। অপরদিকে হরতাল বর্জন করার পূর্বশর্ত হিসাবে ১২ দফা শর্ত জুড়ে দিয়েছে বিএনপি। তাদের শর্তগুলোও নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছে বিজ্ঞজনেরা।

ভিজিএফ কার্ডের সাতকাহন!

ভিজিএফ কার্ড বিতরণে নানা ধরনের অনিয়ম ঘটছে বলে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে স্বজনপ্রীতির, দলীয়করণের। কোথাও কোথাও এমন ঘটনাও ঘটছে যে, যাদের কার্ড পাওয়া উচিত তারা না পেয়ে অন্যরা পাচ্ছে। আবার নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে কম চাল-গম বিতরণের অভিযোগও উঠছে। ভিজিএফ কার্ড দেয়ার জন্য তালিকা প্রস্তুতের কাজটি ঢাকা থেকে সরকারের তত্ত্বাবধানে করা হচ্ছে না। করছেন স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বাররা।

জেনে রাখুন

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়' (Ministry of Labour and Employment) নামকরণ করা হয়েছে।

খ্রীষ্টান রাষ্ট্র বানানোর ষড়যন্ত্র

পার্বত্য চট্টগ্রামে এনজিওরা ছেয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য বিষয়ক চুক্তির পর অনাকাংক্ষিত হারে এনজিও তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় এবং সরকারের সাথে কোন প্রকার সমন্বয় ব্যতীত নানাবিধ কর্মকাণ্ড এনজিও গুলো চালানোর চেষ্টায় সরকার ক্ষুব্ধ হয়ে গত কয়েক মাস আগে অনির্দিষ্টকালের জন্য তাদের কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেয়। কিন্তু সরকারী নির্দেশ তারা মানছে না। ৩টি পার্বত্য জেলায় অন্তত ১ ডজন এনজিও সংক্রিয়। নাম না জানা অনেক এনজিও গোপনে খ্রীষ্টান আদর্শ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাদের মদদদাতা এবং সাহায্য দাতা পশ্চিমা এবং দক্ষিণ ও পূর্ব এশীয় কিছু দেশ। খবরে প্রকাশ সেবার নামে এনজিও গুলো ভারতের ৭টি রাজ্য ও পার্বত্য এলাকা নিয়ে নতুন খ্রীষ্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।

পেঁয়াজের ঝাঁঝ সংসদে

পেঁয়াজের মূল্য নিয়ে পদত্যাগের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। গত ২৩ নভেম্বর জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের কয়েকজন সদস্য বলেন, ১০ টাকা কেজির পেঁয়াজ আজ ৭০/৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'পেঁয়াজের দাম কিছুটা বেড়েছে তা ঠিক। কিন্তু ৭০/৮০ টাকা হয়ে গেছে এমন অসত্য কথা বলা ঠিক নয়, পেঁয়াজের দাম যদি কেউ ৫০ টাকা কেজিও প্রমাণ করতে পারে তবে আমি পদত্যাগ করবো'। বিরোধী দল থেকে অবশ্য কেউ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেননি।

[দেশের বিভিন্ন যেলায় ৭০/৮০ টাকা এবং ফরিদপুরে ১০০ টাকায় পেঁয়াজ বিক্রির সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীর মনে হয় তা দৃষ্টিগোচর হয়নি। বিরোধী দল কেন যে চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করলেনা তা আমাদের বোধগম্য নয়। -সম্পাদক]

কুকুর নিজের জীবন দিয়ে ৩ জনকে বাঁচালো

এক পোষা কুকুর নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে ৩ মনিবকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছে। এই ঘটনায় বিস্মিত সবাই। অতিসম্প্রতি বগুড়ায় এই আশ্চার্যাতি ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ পুকুরে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়েছিল। গৃহবধূ জহুরা গোসল করতে নামতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। জহুরার চিৎকারে তার ১ পুত্র ও ১ কন্যা ছুটে আসে। মাকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুকুরে। ফলে ৩ জনই বিদ্যুতায়িত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এমন সময় আগমন ঘটে পোষা কুকুরটির। মনিবের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে ওঠে কুকুরটি। অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য এমন সময় কুকুরটি হঠাৎ পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দাঁত দিয়ে কামড়ে বিদ্যুতের তার টেনে ছিঁড়ে ফেলে। গৃহবধূ ও তাঁর সন্তানদ্বয় প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু মনিবের প্রাণ রক্ষা করলেও কুকুরটি ততক্ষণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

[মানুষের জন্য কুকুরের এইভাবে প্রাণ বিসর্জন যে কোন বোধ সম্পন্ন মানুষের বিবেককে নাড়া না দিয়ে পারে না। যেখানে মানুষ মানুষকে খুন করছে অহরহ, সেখানে সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মাখলুকাতের জন্য কুকুরের এই আত্মত্যাগ কি একটুও লজ্জিত করে না আমাদের? -সম্পাদক]

আম উৎপাদনের ব্যাপক ক্ষতি

চাঁপাই নবাবগঞ্জ এখন বিরাণ ভূমি। শতাব্দীর মহাপ্লাবনে লাখ লাখ আম গাছ মরে গেছে। ফলে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে কয়েক শ' কোটি টাকা। ৭ লাখ আম গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। ৩ লাখ বড় আম গাছের আংশিক ক্ষতি

হয়েছে। বেসরকারী নার্সারীর ১ কোটি আমের চারা মরে গেছে। যার দাম ৩০/৪০ কোটি টাকা। জেলার ১৪২৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা গাছ শূন্য হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আম গাছের ক্ষতি পূরণ হতে ২৫ থেকে ৫০ বছর লাগবে।

বাংলাদেশ শ্রম বাজার হারাচ্ছে

বিদেশে বাংলাদেশের শ্রম বাজার ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের প্রধান শ্রম বাজার মধ্যপ্রাচ্যে এখন জনশক্তি রপ্তানির অবস্থা করুণ। ফলে দেশ কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার লোভনীয় বাজারে বাংলাদেশের শ্রম রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেছে। মালয়েশিয়ার বিশাল বাজারেও আধিপত্য হ্রাস পাচ্ছে দ্রুত। কেবলমাত্র সউদী আরবে সীমিত আকারে জনশক্তি পাঠিয়ে রপ্তানি প্রতিষ্ঠানগুলো টিকে আছে।

মালয়েশিয়া দীর্ঘদিন বন্ধ রাখার পর পুনরায় ১ লাখ ২০ হাযার বিদেশী শ্রমিক আমদানী করবে বলে সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু তারা কেবল ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যাণ্ড থেকে এ বিপুল সংখ্যক শ্রমিক আমদানী করবে।

বাংলাদেশী শ্রমিকদের অবৈধভাবে মালয়েশিয়া যাওয়া, সেখানে নানা সমস্যা সৃষ্টি এবং সর্বোপরি এদেশের সরকারের সাথে মালয় সরকারের শীতল সম্পর্কের কারণে এখন আর তারা বাংলাদেশী শ্রমিক নিতে চাচ্ছে না। তা সত্ত্বেও সেখানকার কল-কারখানার নিয়োগ কর্তারা বাংলাদেশের শ্রমিক নিতে বেশ আগ্রহী বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশ থেকে বৈধভাবে মালয়েশিয়া গমনকারী শ্রমিকদের প্রায় সকলের চাকুরীর মেয়াদ ৬ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। নতুন করে শ্রম রপ্তানি শুরু করতে না পারলে বাংলাদেশ সেখানকার বিশাল শ্রম বাজার হারাবে।

হরতালের বলি সালামের মায়ের প্রশ্ন "আমার স্বামীরে মেরেছিলো বিদেশী মিলিটারী কিন্তু আমার ছেলেরে মারলো কারা?"

গত ৯ নভেম্বর'৯৮ ফুটপাতে ভাত বিক্রেতা অরাজনৈতিক ব্যক্তি আবদুস সালাম পথ চলার সময় বোমার আঘাতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে মারা যান। পুত্র শোকে মা রূপবান (৭০) এখন মৃত্যু পথযাত্রী। শিরোনামটি সালামের মায়ের উক্তি। ক্রোধ, ঘৃণা, ক্ষোভ, অভিমান প্রকাশ পেয়েছে এক অসহায় মায়ের উক্তিতে। পেয়েছে ধিক্কার আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, আমাদের রাজনীতি।

১১০ টাকায় সন্তান বিক্রি

যশোরঃ অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রির পর সুফিয়া বেগম এখন কাঁদছে। তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়নি। এক কাপড়ে করুণ অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। দেড় বছর আগে রিক্সাচালক আশরাফ আলীর সাথে তার বিয়ে হয়। কিন্তু সন্তান হওয়ার পরে সে স্ত্রীকে বলে, রিক্সা চালিয়ে সংসার চলে না। বাচ্চা মানুষ করবে কি করে? যে নেয় তাকে দিয়ে দাও। গত ২৯ নভেম্বর'৯৮ রবিবার সাংবাদিকদের কাছে সুফিয়া কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'আমার স্বামীর কথামত কোলের মণিকে অন্যের হাতে তুলে দিয়েছি। বিনিময়ে পেয়েছি ১১০ টাকা'।

[বাংলাদেশের খেটে খাওয়া মানুষ কেমন শান্তিতে আছে এই মর্মান্তিক ঘটনা তার বাস্তব প্রমাণ। রাজনীতি, অর্থনীতি, সবকিছুর মূলেই হ'ল সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠা। আধুনিক রাজনীতি সন্ত্রাস ও সামাজিক অশান্তি ছাড়া আমাদেরকে কিছু দিতে পেরেছে কি? সমাজ বিজ্ঞানিরা বিষয়টি নিয়ে ভাববেন আশা করি। - সম্পাদক]

ছাত্র রাজনীতি করে যদি রাতারাতি কোটিপতি হওয়া যায় তাহ'লে লেখাপড়া করবে কে?

-প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন।

প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেছেন, 'দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, জোরপূর্বক চাঁদা আদায় ও নানারূপ ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য বর্তমানের ছাত্র রাজনীতি দায়ী। ছাত্র নেতারা এর সাহায্যে অতি অল্প সময়ে কোটিপতি হয়ে যাচ্ছে। যদি লেখাপড়া না করে সন্ত্রাসী ছাত্র রাজনীতি করে রাতারাতি কোটিপতি হওয়া যায় এমনকি এমপি বা মন্ত্রীও হওয়া যায় তাহ'লে কষ্ট করে লেখাপড়া করতে যাবে কে'? গত ২৯ নভেম্বর'৯৮ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ম সমাবর্তনে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি একথা বলেন।

উল্লেখ্য যে, প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত ও পরে গীতা পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সমাবর্তনে ১৯৭০ সাল হ'তে '৯৮ সাল পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে বিভিন্ন ডিগ্রি প্রাপ্ত ৫২ হাযার গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে মাত্র ৯৮০ জন সনদপত্র গ্রহণের জন্য নাম রেজিষ্ট্রেশন করেন। যার জন্য ১৫ লক্ষ টাকা বাজেট নির্ধারণ করা হয়। সমাবর্তনটি চরম অব্যবস্থাপনা, বিশৃংখালা এবং ত্রুটিপূর্ণ দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অনুষ্ঠিত হয়। গ্র্যাজুয়েট ও শিক্ষক মহলে চরম ক্ষোভ বিরাজ করে। এতে চারজন ডক্টরেট ডিগ্রিধারীর মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র শিক্ষক ডঃ আব্দুস সালাম (আরবী) সনদপত্র গ্রহণ করেন।

২৮ বছর পর অনুষ্ঠিত এই বহু আকাংক্ষিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি কয়েকটি ছাত্র সংগঠন বিভিন্ন কারণে বয়কট করে। একটি ছাত্র সংগঠন চ্যান্সেলর প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন কর্তৃক গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত ভিসি প্রফেসর ইউসুফ আলীকে অগণতান্ত্রিক ভাবে অপসারণ করার প্রতিবাদে অন্যায় ভাবে চাপিয়ে দেওয়া সরকার দলীয় ভিসি প্রফেসর আব্দুল খালেক কর্তৃক আয়োজিত সমাবর্তনে যোগ দেয়নি। অন্যদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যাদের অবদান

ছিল বিশেষ করে রাজশাহী-র মরহুম মাদার বখ্শ -এর নাম উচ্চারিত না হওয়ায় রাজশাহীবাসী চরম ক্ষুব্ধ হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে পচা বিরিয়ানী পরিবেশন করা হ'লে রাগে দুঃখে অনেকেই তা ছুঁড়ে ফেলেন এবং বিভিন্ন ধ্বনি দিতে থাকেন। একই দিন সন্ধ্যায় উক্ত উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে প্রায় অর্ধ শতাধিক ছাত্রী লাঞ্ছিত হয়।

মঙ্গল প্রদীপ জ্বালালেন ভিসি আজাদ চৌধুরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ চৌধুরী গত ২৬শে নভেম্বর'৯৮ বৃহস্পতিবার মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের নবনির্মিত নাট্য মিলনায়তন 'নাট-মণ্ডল' -এর শুভ উদ্বোধন করেন।

[পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক হিন্দুদের লালিত 'মঙ্গল প্রদীপ' জ্বালিয়ে কোন কিছুর শুভ উদ্বোধন করার এই ঘটনা আমাদের সাংস্কৃতিক গোলামীর ইঙ্গিত বহন করে। ভারতের 'বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' -এর ভাইস চ্যান্সেলর সে দেশের বৃহত্তম সংখ্যালঘু মুসলিম নাগরিকদের সম্মানে কোন কিছুর শুভ উদ্বোধনের সময় নিশ্চয়ই 'বিসমিল্লাহ' বলেন না। তবে কেন ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি এই অন্ধ গোলামীর প্রদর্শনী? -সম্পাদক]

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহিম

ভিশান হজ্ব সেবা প্রকল্প

(পরিচালনায় ভিশান)

আপনি কি উত্তমরূপে বিশুদ্ধভাবে হজ্ব সমাধা করতে চান?

আমরা হজ্বযাত্রার যাবতীয় সেবা বিশেষ করে নন ব্যালটি হজ্বযাত্রীদের টিকিট, ভিশা, রিয়ালড্রাফ্‌ট, ইমিগ্রেশান, মক্কা মদীনায় এয়ারকণ্ডিশন গাড়ী, বাড়ী, খানাপিনা ও সুচিকিৎসা বহুবার হজ্ব করেছেন এবং দীর্ঘদিন থেকে মক্কায় অবস্থান করছেন এমন অভিজ্ঞ ব্যক্তির মাধ্যমে হজ্ব ও জিয়ারতের ক্ষেত্রে যাবতীয় সহযোগিতা করে থাকি।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন!

আলঃ নূরুল আফসার দারকামেল সারে ইব্রাহিম খলিল মক্কা মিস্‌ফালাহ ফোনঃ ৫৪৩২৫০৫	ভিশান প্রধান কার্যালয় তেরখাদিয়া পশ্চিমপাড়া সেনানিবাস, রাজশাহী। ফোনঃ ৭৬০৭৭৬ ৭৬০৮৮৯

ভিশানের চাঁপাইনবাবগঞ্জ, গোদাগাড়ী, তানোর, নাচে-াল, কাকন, বাঘা, চারঘাট, দুর্গাপুর যেকোন শাখা কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে পারেন।

বিদেশ

ভারতের ক্যান্সার কাশ্মীর

কাশ্মীর ভারতের ক্যান্সার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্যা কাশ্মীর টাইমস-এ এক সাক্ষাৎকারে কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জি এস শাহ এ কথা বলেন। "কাশ্মীর কোন সমস্যা নয়" এল কে আদভানীর ঐ উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, যেখানে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কাশ্মীর সংকটকে দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তার প্রত্যক্ষ হুমকী হিসাবে চিহ্নিত করেছে, সেখানে এ ধরনের উক্তি বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। পৃথক এক সাক্ষাৎকারে জিএস শাহ বলেন, বিগত ৮/৯ বছরে কাশ্মীর সংঘাতে লক্ষাধিক লোক প্রাণ হারিয়েছে। কাশ্মীর এখন মহা সংকটপূর্ণ অঞ্চল। এমনকি যখন আমরা গণভোটের সম্মুখে ছিলাম তখনও। আমরা কখনও বলি না যে, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যদি তাই হ'ত তাহ'লে ভারত সরকার পার্লামেন্টে কেন কাশ্মীর নিয়ে এত হৈ চৈ করে? কই তারা তো মহারাষ্ট্র, রাজস্থান নিয়ে কোন তুলকালাম কাণ্ড ঘটায় না। শুধু কাশ্মীর নিয়ে কেন? কাশ্মীরের জনগণ সবসময় বলে আসছে আমরা ভারতের বশ্যতা স্বীকার করি না।

সামরিক সংঘাতে ২০ লাখ শিশু নিহত

ম্যালেরিয়ায় বিপন্ন শিশু-কিশোর!

ম্যালেরিয়া রোগে প্রতিদিন বিশ্বব্যাপী ৩ হাযার শিশুর জীবন কেড়ে নিচ্ছে এবং প্রতিবছর ৩০ থেকে ৫০ কোটি লোক এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। অপরদিকে ১৯৮৭ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী এ পর্যন্ত বিভিন্ন সামরিক সংঘাতে ২০ লাখের মত শিশু-কিশোর প্রাণ হারিয়েছে। ১৮ বছরের কম বয়সী ৩ লাখের মত শিশু-কিশোরকে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সংঘাতে ব্যবহার করা হচ্ছে। শিশু-কিশোরদের সৈনিক হিসাবে কাজে না লাগানো থেকে বিভিন্ন দেশ বিরত থাকছে না।

ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে জাতিসংঘের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং এ রোগে প্রতিবছর বিভিন্ন বয়সের ২০ লাখের বেশী লোক মারা যাচ্ছে। এ রোগে আক্রান্ত বেশী আফ্রিকা মহাদেশ।

শিশু-কিশোরদের সৈনিক হিসাবে কাজে লাগানো নিরুৎসাহিত করার একটি উদ্যোগ হিসাবে জাতিসংঘ এক রিপোর্টে বলেছে যে, শান্তি রক্ষা মিশনের জন্য সৈন্য নিয়োগের ক্ষেত্রে ১৮ বছরের কম বয়সকে গ্রহণ করা যাবে না এবং সবচেয়ে ভাল হয় তাদের বয়স অন্তত ২১ হ'লে।

অতিসম্প্রতি জাতিসংঘের মহাসচিব জনাব কফি আনান এক ভাষণে ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত উপরোক্ত তথ্য এবং বক্তব্য প্রদান করেন। শিশু-কিশোরদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণে উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি ওলারা ওতুনু সম্প্রতি পৃথক এক রিপোর্টে অপর তথ্য পেশ করেন।

জার্মানীতে জাগরণ ইসলাম ধর্মের

জার্মানীতে ইসলাম ধর্মের প্রতি দিন দিন মানুষের কৌতুহল বাড়ছে। ১৯৯৭ সালে জার্মানীর এক মহিলার রিসার্চ স্কলারের সমীক্ষা অনুযায়ী বিগত ৪ বছরে জার্মানীতে প্রায় ৮ হাযার মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যারা ইসলাম গ্রহণ করছেন, তাদের অধিকাংশই হচ্ছেন কলেজে পড়ুয়া ছাত্রী। ইসলাম গ্রহণ করার পর নতুন মুসলিম মহিলাগণ যথারীতি নিজেদের একটি আলাদা সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছেন। বর্তমানে 'জমঈয়াতু তালীমুল কুরআন' নামক একটি সংগঠনের ছত্রছায়ায় তারা তৎপরতার সাথে কাজ করে চলেছেন। উক্ত মহিলার রিচার্স স্কলারের বক্তব্য হ'ল, জার্মানীতে চারিত্রিক অধপতন, ক্রমবর্ধমান বেহায়াপনা, বিধ্বস্ত সমাজ ব্যবস্থার কারণে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য তরুণীরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে। বিশেষ করে জার্মানীর যুব সমাজে ইসলামের প্রতি আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলেছে।

১৯৯৬ সালে জার্মানীর এক জঙ্গলে আল্লাহ্র কুদরতে এক অপূর্ব নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল। দেশটির একটি জঙ্গলের বৃক্ষলতা এমন সুবিন্যস্তভাবে বেড়ে উঠেছিল যে, তার দিকে নজর করলেই বুঝা যেত সেখানে কোন দক্ষ শিল্পি নিপুণ হাতে অংকন করেছেন ইসলামের পবিত্র কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। এই অলৌকিক বস্তুকে যারা স্বচক্ষে দেখেছেন তাদের অধিকাংশই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। কিন্তু জার্মানীর ইসলাম বিদ্বেষী সরকার এই অলৌকিক নযীরকে লোহার বেষ্টনী দ্বারা পরিবেষ্টন করে দিয়েছে।

নোবেল বিজয়ী ৮ জন

৩ মার্কিন চিকিৎসা বিজ্ঞানী এ বছরের চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এরা হচ্ছেন রবার্ট এফ ফারচ গট, লুইস জে. ইগনারো এবং ফেরিড মুরাদ। শরীরবৃত্ত চিকিৎসা নিয়ে গবেষণার জন্য এবারের পুরস্কার দেয়া হয়েছে। পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল প্রাপ্তরা হ'লেন, ডানিয়েল টি.সুই, ইস্ট এল. স্টমার ও রবার্ট বি. লাফলিন। এঁরা আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। আণবিক কণিকার তরল পদার্থের ন্যায় আচরণ সংক্রান্ত আবিষ্কারের জন্য পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল দেয়া হয়। রসায়নে নোবেল পেলেন ওয়াল্টার কোহন ও জন পপল। এঁরা অস্ট্রেলীয়ায় জন্মগ্রহণকারী বৃটিশ বিজ্ঞানী। তাঁদের উদ্ভাবন ছিল পদার্থের অনুতে মধ্যস্থিত বস্তু ও এর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবন।

উল্লেখ্য যে, নোবেল পুরস্কারের মূল্য ৯ লাখ ৭২ হাযার ডলার।

মুসলিম জাহান

ইরাকে মার্কিন শক্তি প্রয়োগের বিরুদ্ধে সউদী আরবের হুঁশিয়ারী

সউদী আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স সউদ আল-ফয়সাল ইরাকের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে গত ৮ই নভেম্বর'৯৮ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন এবং বলেন, আমরা ইরাকী জনগণের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেটা দেখার জন্য খুবই আগ্রহী। গত সপ্তাহে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী উইলিয়াম কুহেন সউদী আরব সফর করেন। ইরাকের উপর হামলা চালানোর জন্য সউদী ভূখণ্ড ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে না বলে তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

চেচেন নেতাদের মৃত্যুদণ্ড?

চেচনিয়ার স্পষ্টভাষী ভাইস প্রেসিডেন্ট ভাখা আরসানভ বলেছেন, তিনি নিজে সহ চেচেন নেতৃবর্গের উচিত নিজেদের মধ্যে ক্রমাগত বিবাদ-বিসংবাদের কারণে ইসলামী আদালতে যাওয়া এবং সম্ভাব্য মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হওয়া। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, চেচেন সরকার ও তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষে পরিচালিত এবং তারা চেচনিয়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট বিশৃংখলা দূর করতে ব্যর্থ হয়েছেন। রাশিয়ার সাথে ১৯৯৪-৯৬ সালের যুদ্ধের পর এই চেচেন ভূখণ্ডে এই বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়েছে। জনাব ভাখা আরসানভ বলেন, 'রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমরা একযোগে জেহাদ করেছি এবং এখন আমরা একত্র হ'তে পারছি না। আমাদের উচ্চাভিলাষ এবং একে অপরের কথা শুনতে অনীহাই চেচনিয়াকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে এসেছে'।

তিনি বলেন, সমগ্র চেচনিয়ায় চালু করা শরিয়া আদালত বা ইসলামী আদালতে অভিযুক্ত হ'লে তাদের মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হওয়া উচিত। গত বুধবারে এক টেলিভিশন ভাষণে আরসানভ অনুরূপ বিবৃতি দেন। এসব ভাষণে তিনি প্রকাশ্য মৃত্যুদণ্ডের জন্য ফাঁসির মঞ্চ ও গিলোটিন স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, চেচনিয়ার বর্তমান অপরাধ দমনের জন্য সীমাহীন নিষ্ঠুরতা দরকার।

আফগানিস্তানে অপরাধ প্রায় বন্ধ

-নওয়াজ শরীফ

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ বলেছেন, তিনি চান তার দেশের বিচার ব্যবস্থা প্রতিবেশী আফগানিস্তানের তালিবান ইসলামী সরকারের মত হোক। জনাব শরীফ

বলেন, 'আজ আফগানিস্তানে অপরাধ বলতে গেলে বন্ধই হয়ে গেছে। আমি শুনেছি যে কেউ এমনকি মাঝরাতেও সোনাভর্তি গাড়ী চালিয়ে নিঃশংকচিত্তে নিরাপদে যেতে পারবে। আমি এ ধরনের ব্যবস্থাই পাকিস্তানে চাই'।

নওয়াজ শরীফ পাকিস্তানে যে কোন বৃটিশ আইনের স্থলে কুরআনের আইন চালু করার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন করার পদক্ষেপ নিয়েছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে এই মর্মে একটি বিল জাতীয় পরিষদে পাশ হয়েছে। সিনেটে অনুমোদন পেলে বিলটি আইনে পরিণত হবে।

যাকাত দাতা ভাইগণ লক্ষ্য করুন

আপনি **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ** -এর একটি 'অনন্য উপহার' (গিফ্ট প্যাকেট) মাত্র ৩০০/= (তিন শত) টাকার বিনিময়ে খরিদ করে 'ফী সাবীলিল্লাহ'-র খাতে ব্যয় করুন। যেখানে আছে আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপরে কৃত ডক্টরেট থিসিস, ছালাতুর রাসূল ও অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তকাদি। আপনি আপনার যাকাতের পয়সা দিয়ে একাধিক কপি মাসিক **আত-তাহরীক**ও খরিদ করে বিলি করতে পারেন। যা আপনি নিজে অথবা আপনার প্রেরিত তালিকা মতে আমরা যথাস্থানে প্রেরণ করতে পারি। আপনার পসন্দ মত স্থানে এবং উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে ও লাইব্রেরীতে হাদিয়া দিন। আপনার প্রদত্ত্ব উপহার পুস্তক সমূহ পাঠ করে যদি একজন ভাইও ছহীহ দ্বীনের পথে ফিরে আসেন, তবে সেটাই হবে আপনার জন্য 'ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ' স্বরূপ। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত আপনার আমলনামায় যুক্ত হবে। অথবা আপনার নিজের টাকায় খরিদ করে আপনার পরলোকগত পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের নামে দান করুন। যা তাদের জন্য ও আপনার জন্য নেকী বৃদ্ধির কারণ হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রকাশ থাকে যে, হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত বই সমূহ পবিত্র রামাযান মাসে ৩০% কমিশনে বিক্রি হবে ইনশাআল্লাহ। আপনি এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

সুপারি হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়

নিয়মিত সুপারি খাওয়া মেয়েদের হৃদরোগের ঝুঁকি নাটকীয়ভাবে কমিয়ে দিতে পারে। মার্কিন ডাক্তাররা একথা জানিয়েছেন। বোষ্টনের হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথের ডাক্তার ফ্রাংক হু ও তার সহকর্মীরা ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ৩৪ থেকে ৫৯ বছর বয়সী ৮৬ হাযার মহিলার উপর সুপারি খাওয়ার প্রভাব নিয়ে গবেষণা চালানোর পর এ কথা বললেন। ডাক্তারদের ১০ বছরের গবেষণার এ ফলাফল ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত হয়। এতে দেখা যায়, সপ্তাহে যারা নিয়মিতভাবে ৫ বার সুপারি খান তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি ৩৫ শতাংশ কম।

অক্সিজেন বার

বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের জন্য একটি 'বার' চালু হয়েছে নয়াদিল্লীতে। ভারতে এটিই প্রথম 'অক্সিজেন বার'। ভয়াবহ দূষণ আক্রান্ত দিল্লী নগরীতে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের এ সুযোগ গ্রাহকদের আকৃষ্ট করেছে। সাধারণত 'বার' বলতে পানশালাকেই বোঝানো হয়। কিন্তু দিল্লীর অক্সিজেন বারে মদ্যপান বা নাচ-গানের কোন সুযোগ নেই। এখানে গ্রাহকরা আসবেন এবং বিশাল আয়না লাগানো দেয়ালের সামনে চামড়ার ঘোড়ানো চেয়ারে বসে অক্সিজেন মেশিনের মাধ্যমে শুধু বায়ু সেবন করবেন।

উচ্চমাত্রার স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়

মানব দেহের এক ধরনের প্রোটিন স্ট্রোকে ক্ষতিগ্রস্থ মস্তিষ্ককে রক্ষা করতে পারে বলে আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানিয়েছেন। ইঁদুরের উপর পরীক্ষা চালানোর পর গবেষকরা জানান, উত্তাপজনিত 'প্রোটিন-৭২' নামক এ প্রোটিনটি পুষ্টির অভাবে অথবা উত্তাপ ও রাসায়নিকের প্রভাবে দেহ কোষে উৎপাদিত হয়। এ প্রোটিনটি উচ্চমাত্রার স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়। এ আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানী ইঁদুরের মাথার একাংশে রক্ত প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে সেখানে ক্ষতিকারক নয় এমন ভাইরাসের সাহায্যে এক ধরনের ডিএনএ প্রবেশ করান। ডিএনএ গুলো অতিমাত্রায় এ বিশেষ ধরনের 'প্রোটিন ৭২' তৈরী করে। এ চিকিৎসা ৯৫ শতাংশ স্নায়ুকোষকে পুনরুজ্জীবিত করে।

অমূল্য রতন

বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের গণিত শাস্ত্র বিষয়ক একটি পাণ্ডুলিপি সম্প্রতি ২০ লাখ ডলারে নিলামে বিক্রি হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি ১ হাযার বছর আগে পশুর চামড়ার ওপর লেখা। আমেরিকার একজন সৌখিন সংগ্রহকারী পাণ্ডুলিপিটি কিনে নেন। ১৭৪ পৃষ্ঠার এই পাণ্ডুলিপিতে প্রাচীন গ্রীক গণিতবিদ আর্কিমিডিসের ২টি সুবিখ্যাত তত্ত্ব রয়েছে। একটি ভাসমান বস্তু সংক্রান্ত অপরটিতে যান্ত্রিক উপপাদ্যের পদ্ধতি রয়েছে।

পাঠকের মতামত

ভুল ভাঙলো

মাসিক **আত-তাহরীক** -এর 'দরসে কুরআন' আমার প্রিয় বিষয়। তাই 'আত-তাহরীক' হাতে পেয়েই সেটা সর্বাগ্রে পড়ি। প্রতিবারের ন্যায় এবারও তাই করলাম। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা নভেম্বর '৯৮ -এর দরসের বিষয় ছিল 'ইক্বামতে দ্বীন'। তাই বিশেষ আগ্রহ নিয়ে 'দরসে কুরআন' পড়লাম। ইক্বামতে দ্বীনের উপর প্রাথমিক কিছু ধারণা থাকলেও পূর্ব ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গেল। কারণ ধারণা ছিল ইক্বামতে দ্বীন অর্থ ইক্বামতে হুকুমত অর্থাৎ শুধু রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা। আর এটিই হ'ল আসল ইবাদত। অন্যান্য ইবাদত যা করা হয় তা ইশা'আতে দ্বীনের কাজ। যার মূল্য খুবই কম। আর ইক্বামতে দ্বীন ও ইশা'আতে দ্বীন দু'টি পৃথক কাজ। এখন 'আত-তাহরীকে'র 'ইক্বামতে দ্বীন' শিরোনামের দরসটি পড়ে বুঝলাম এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ একজন মুমিন তাঁর সার্বিক জীবনে দ্বীন কায়েম করবেন। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন কায়েম করতে হবে। আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সুন্নাহ্র আলোকে জীবন পরিচালনার সব কাজই ইক্বামতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই ইসলামী হুকুমত কায়েমের লক্ষ্য সহ জীবনের সার্বিক দিকগুলি দ্বীন অনুযায়ী পরিচালিত করতে হবে এবং 'দাওয়াত ও জিহাদে'র মাধ্যমেই সমাজ ও রাষ্ট্রে দ্বীন কায়েম হবে ইনশাআল্লাহ।

আমার ধারণা পরিষ্কারে সহায়তার জন্য মাননীয় প্রধান সম্পাদক মহোদয়কে অশেষ ধন্যবাদ এবং আল্লাহ্র নিকটে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। ওয়াস্সালাম। ইতি-

ছাদেকুল ইসলাম
১০৩৪, শেওড়াপাড়া (৩য় তলা)
সিঙ্গার ভিলা, বেগম রোকেয়া সরণী
মীরপুর, ঢাকা। ফোনঃ ৯১৩২০৪৩।

[সম্মানিত লেখককে আত-তাহরীক -এর পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দাবী করছি ভবিষ্যতে আমাদের বিভিন্ন লেখার ব্যাপারে সুপরামর্শ পাঠাতে। -সম্পাদক]

অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' এক আলোকবর্তিকা

যেদিন থেকে মাসিক **'আত-তাহরীক'** পত্রিকার স্বাদ পেয়েছি, সেদিন থেকে নতুন মাস আগমনের সাথে সাথে পত্রিকা হাতে না আসা পর্যন্ত অস্থির লাগত। যাই হোক আল্লাহ্র অশেষ অনুগ্রহে নভেম্বর'৯৮ সংখ্যা মাসের ১ তারিখেই হাতে পেয়ে গেলাম।... **আত-তাহরীক** -এর একাই স্বাদ গ্রহণ করিনি বরং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত জন সকলকে স্বাদ গ্রহণ করানোর চেষ্টা করছি। ফলে এ পর্যন্ত কয়েকজনকে বাৎসরিক গ্রাহকও করেছি।

প্রায় এক বৎসর যাবৎ আমি মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর নিয়মিত পাঠক। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে **'আত-তাহরীক'** -এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইসলামের নামে বহু পত্রিকা বিশেষ করে বহু মাসিক পত্রিকা ইসলামের গলা কাটছে। যা সাধারণ জনগণের বুঝ শক্তির সম্পূর্ণ বাইরে। যাদের ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি মৌলিক জ্ঞান আছে, তারাই একমাত্র এ সকল পত্রিকার জালিয়াতি ধরতে পারছেন। সাধারণ মুসলমান প্রত্যেকেই হক গ্রহণ করতে চায়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বাতিল যতটুকু এগিয়েছে, হক তার চেয়ে অনেক পিছনে। এমনকি মনে হয় সামাজিক ভাবে বিলুপ্তির পথে। এর প্রধান কারণ, প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে হক পন্থী আলেমদের যতটুকু ভূমিকা রাখা দরকার ছিল, ততটুকু না রাখা এবং যুগোপযোগী পন্থায় এগিয়ে না আসা।

ইতিপূর্বে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রচার ও প্রসারের সীমানা ছিল নির্দিষ্ট এলাকা ভিত্তিক। যার ফলে **'আহলেহাদীছ'** শব্দটিই এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান শুনেনি। রাজধানী ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থানে **'আহলেহাদীছ'** ভাইদেরকে অনেকেই শী'আ, কাদিয়ানী ইত্যাদি বিভিন্ন বাতিল ফিরকায় অভিহিত করে থাকে। এমতাবস্থায় **ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** যুগোপযোগী নির্দেশনায় **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** -এর ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসার দাবীদার। মনে হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন বাংলাদেশে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** আলোকবর্তিকা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। একদিন সেই আলো বাংলাদেশের আনাচে কানাচে পৌঁছে যাবে ইনশাআল্লাহ। তাই এই আন্দোলনের দ্রুত প্রচার ও প্রসার কামনা করছি। ইতি-

মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
৪৩০ দক্ষিণ দনিয়া, নয়াপাড়া
ডেমরা, ঢাকা-১২৩৬।

[সম্মানিত লেখক পত্রের মাধ্যমে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন এবং শেষে অনেকগুলি মূল্যবান পরামর্শ দান করেছেন। আমরা তার পরামর্শগুলিকে সাদরে গ্রহণ করছি এবং সাধ্যমত বাস্তবায়নের চেষ্টা করব বলে আশ্বস্ত করছি। -সম্পাদক]

ছহীহ সনদ ভিত্তিক লেখার জন্য ধন্যবাদ

মাননীয়
সম্পাদক
মাসিক **আত-তাহরীক**

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

আপনাদের পত্রিকা পড়ে ভালই লাগছে। কেননা নির্ভেজাল বা ছহীহ সনদের মাধ্যমে আপনারা সব ধরনের লেখা লিখে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা আপনাদের খেদমত কবুল করুন- আমীন। নিবেদক-

শামসুল আলম
পোঃ বক্স নংঃ ১৩৩৯, উনাইযাহ
আল-ক্বাছীম, সঊদী আরব।
ফোন- ৩৬৪২৬১৩, ৩৬৪৮৩৪০

*[সম্মানিত পত্র লেখককে অসংখ্য ধন্যবাদ। সম্মানিত লেখক সঊদী আরবের উনাইযাহ ও ইয়াম্বু-তে চারটি এবং বাংলাদেশের বরিশাল, কুমিল্লা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, নোয়াখালী, সন্দ্বীপ (চট্টগ্রাম) -এর জন্য ছয়টি মোট ১০টি গ্রাহক চাঁদার নগদ চেক পাঠিয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। এ জন্য **আত-তাহরীক** সম্পাদকীয় বিভাগের পক্ষ থেকে সম্মানিত পত্র লেখক ও তাঁর সাথী ভাইদের জন্য রইল অসংখ্য মোবারকবাদ। -সম্পাদক]*

সংগঠন সংবাদ

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন'৯৮

গত ২৯ ও ৩০ শে অক্টোবর'৯৮ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** -এর যৌথ উদ্যোগে ২ দিন ব্যাপী বার্ষিক কর্মী সম্মেলন'৯৮ রাজশাহী মহানগরীর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী প্রাঙ্গণে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল ১০ টায় যথারীতি তেলাওয়াতে কালামে পাকের পরে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** -এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী দেশের ৩৭টি জেলা থেকে আগত আন্দোলন ও যুবসংঘের কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে স্বাগত ভাষণ দেন। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** -এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি জান্নাত পাগল কর্মীদের আন্তরিক মুবারকবাদ জানিয়ে বলেন, আমরা যে আন্দোলন করি এ আন্দোলনকে সর্বাধিক ছহীহ এবং নির্ভেজাল আন্দোলন বলে বিশ্বাস করি। কারণ আমরা মানব রচিত কোন বিধানকে সামনে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি না। আমরা আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধানকে আমাদের সামগ্রিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। তিনি বলেন, আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানই অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধানকে ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠা দানের দূরদর্শী পরিকল্পনা নিয়ে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** কাজ করে যাচ্ছে। মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, রাজনৈতিক বিজয় আমাদের নিকটে মুখ্য নয়। আমরা চাই আদর্শিক বিজয়। কেননা সাময়িক রাজনৈতিক বিজয় কোন মৌলিক বিজয় নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর অনুপম আদর্শের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মহানবী (ছাঃ) আরবের শ্রেষ্ঠ বিজেতা বা শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক হয়ে জন্মগ্রহণ করেননি। বরং তিনি ছিলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শিক নেতা। আমরা তাঁর আদর্শকে কবুল করে নিয়েছি এবং তাঁর আদর্শকে যথাযথ প্রতিষ্ঠা দানের জন্য আমাদের সার্বিক যিন্দেগীকে আল্লাহর রাহে কুরবানী করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছি।

অতঃপর তিনি আন্দোলন, যুবসংঘ ও মহিলা সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মীদেরকে স্বাগত জানিয়ে মহান আল্লাহ পাকের নামে দু'দিন ব্যাপী বার্ষিক কর্মী সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সারগর্ভ উদ্বোধনী ভাষণের পরে পূর্ব নির্ধারিত বিষয় সমূহের আলোকে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। প্রথম দিন সকাল ১০টা হ'তে রাত ৯.৩০ মিনিট পর্যন্ত এবং পরের দিন সকাল ৭.৩০ মিনিট হ'তে বাদ জুম'আ পর্যন্ত সম্মেলন অব্যাহত থাকে।

সম্মেলন উপলক্ষ্যে 'যুবসংঘে'র নওদাপাড়া মাদরাসা শাখার কর্মী ও 'সোনামণি' সংগঠনের সদস্যরা মাটিতে কারুশিল্পের নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। 'সকল বিধান বাতিল কর অহি-র বিধান কায়েম কর' 'মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ' ইত্যাদি আদর্শিক শ্লোগান সমূহ ও অন্যান্য শিল্প নৈপুণ্য মাটি দ্বারা লিখে প্রদর্শন করা হয়। যা সম্মেলনে আগত কর্মীদের নজর কেড়েছে। কারু শিল্পে ৭টি গ্যালারীর মধ্যে প্রথম স্থান দখল করে 'জিহাদ গ্যালারী'। দ্বিতীয় স্থান ২ নং গ্যালারী এবং তৃতীয় স্থান 'সোনামণি' গ্যালারী।

সম্মেলনে সাংগঠনিক কর্ম তৎপতার উপর ভিত্তি করে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র জেলা সমূহের মধ্য থেকে দু'টি করে চারটি জেলাকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী হিসাবে নির্বাচন করা হয়। আন্দোলনের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান প্রাপ্ত জেলা দু'টি হচ্ছে যথাক্রমে সাতক্ষীরা ও বগুড়া। যুবসংঘে'র জেলা দু'টি হ'ল যথাক্রমে পাবনা ও নরসিংদী। জেলা সমূহকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সম্মেলনে বর্তমান'৯৭-৯৯ সেশনের প্রথম বছরের বার্ষিক রিপোর্ট ও আগামী বছরের কর্মপরিকল্পনা পেশ করেন। অতঃপর পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন, সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান দফতর সম্পাদক আব্দুল বাকী, কুমিল্লা যেলা সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা সভাপতি ও শুরা সদস্য গোলাম যিল কিবরিয়া, আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান, ঢাকা যেলা আহবায়ক হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সম্মেলন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম ও তাঁকে সহযোগিতা করেন যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। ইসলামী জাগরণী উপহার দেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠি প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, সদস্য মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন ও সোনামণি শিল্পী আব্দুল্লাহিল কাফী।

সম্মেলনের এক পর্যায়ে ইতিপূর্বে গৃহীত 'আন্দোলন' -এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সাধারণ পরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যদের গ্রুপ ভিত্তিক মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা

হয়। তাদের মধ্যে ৩ জন মহিলা সহ ১৯ জন সাধারণ পরিষদ সদস্য ও ১০ জন কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মানে উন্নীত হন। **'যুবসংঘে'র** ৬১ জন প্রাথমিক সদস্য কর্মী মানে উন্নীত হয়। 'আন্দোলন' -এর সাধারণ পরিষদ সদস্যদের মধ্যে রাজবাড়ী জেলা হ'তে দু'জন মা ও মেয়ে এবং গাইবান্ধা পশ্চিম জেলা হ'তে একজন গৃহবধু সাধারণ পরিষদ সদস্যা মানে উন্নীত হন।

সম্মেলনে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ গৃহীত হয়ঃ

১। ইমাম প্রকল্পঃ সংগঠনের তত্ত্বাবধানে ও **'তাওহীদ ট্রাষ্ট'** -এর সৌজন্যে প্রতিষ্ঠিত তিন শতাধিক জামে মসজিদ এবং সংগঠনের আওতাধীন জামে মসজিদ সমূহে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইমামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত কমপক্ষে ২০০/= টাকা করে হ'লেও সংগঠনের পক্ষ থেকে এ সকল ইমামদের ভাতা প্রদানের কথা ব্যক্ত করার সাথে সাথে বিভিন্ন জেলার কয়েকজন আগ্রহী দাতা এই প্রকল্পে তাদের বার্ষিক অনুদান প্রদানের কথা ঘোষণা করেন।

দানশীল মুমিন ভাইদেরকে অত্র প্রকল্পে বার্ষিক ২৫০০/= আহলেহাদীছ আন্দোলন কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ড হিসাব নং ৩২৪৫ ইসলামী ব্যাংক সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী বরাবরে পাঠানোর অনুরোধ রইল। - সম্পাদক।

২। হজ্জ প্রকল্পঃ বহু কষ্ট ও অর্থ ব্যয় করে বাংলাদেশের হাজীগণ হজ্জ করতে যান। কিন্তু ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরা আদায়ের ভাগ্য অনেকেরই হয় না। এ বিষয়টি সামনে রেখে **'আল-কাওছার হজ্জ প্রকল্প'** নামে হজ্জ প্রকল্প ঘোষণা করা হয় এবং এ বছর হজ্জে গমনেচ্ছু নন-ব্যালটি ভাইদেরকে ৩০ নভেম্বর'৯৮ -এর মধ্যে স্ব স্ব পাসপোর্টের ফটোকপি সহ কেন্দ্রে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয় (সম্মেলনের পরপরই সকল জেলা সভাপতি বরাবরে কেন্দ্র থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করা হয়েছে)। প্রকাশ থকে যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক আবেদনকারী পাওয়া গেলে তাদের উপযুক্ত গাইডের মাধ্যমে সহজে হজ্জ করানোর ব্যবস্থা করা হবে। তাদের জন্য যাতায়াত টিকেট ও বিমানের সিট রিজার্ভেশন ও মক্কা-মদীনার হারাম শরীফের নিকটবর্তী বাসা ভাড়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হজ্জে গমনের পূর্বে তাদেরকে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক দো'আ কালাম শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। বর্তমানে আগামী ২০শে ডিসেম্বর'৯৮ পর্যন্ত সময় বর্ধিত করা হয়েছে।

৩। আল-কাওছার বহুমুখী সমবায় সমিতিঃ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও সংগঠনের অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে 'আল-কাওছার বহুমুখী সমবায় সমিতি' নামে প্রকল্প ঘোষণা করা হয়। উক্ত সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে সহযোগিতা করার জন্য সকলের প্রতি আকুল আবেদন জানানো হয়। এতে কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য যে, উক্ত সমবায় সমিতি ইতিমধ্যে সরকারী রেজিষ্ট্রেশন লাভ করেছে এবং সত্বর এর বিস্তারিত কর্মসূচী ও কাগজপত্র 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সকল যেলা সভাপতি বরাবরে পাঠানো হবে ইনশাআল্লাহ।

সম্মেলনে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ

১। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র যৌথ কর্মী সম্মেলন এই মর্মে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করছে যে, বর্তমানে বাংলাদেশে সার্বিক সামাজিক অশান্তির জন্য প্রধানতঃ তিনটি বিষয় দায়ী। (ক) ধর্মহীন বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থা (খ) সূদ ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা এবং (গ) দল ও প্রার্থী ভিত্তিক প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থা। এই অবস্থা নিরসনের জন্য আমরা নিম্নোক্ত দাবী ও প্রস্তাবনা সমূহ বিবেচনার জন্য দেশের সরকার ও জনগণের নিকট পেশ করছি।-

(ক) সর্বত্র দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা এবং তার জন্য জনগণকে স্বাধীনভাবে প্রার্থী শূন্য ব্যালট -এর মাধ্যমে তাদের পসন্দমত যোগ্য ব্যক্তিকে জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রতিনিধি নির্বাচনের অবাধ সুযোগ প্রদান করা। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া ও প্রত্যাহার করার প্রচলিত প্রথা, ভোট প্রার্থীকে ভোটের জন্য প্রচারণা চালানো, ভোটারদের ঘুষ দেওয়া, মিথ্যা ওয়াদা ও প্রতারণার মাধ্যমে ভোট নেওয়া দলীয় সন্ত্রাস এবং অন্যান্য চাপ সৃষ্টি করা ইত্যাদি অনৈসলামী পদ্ধতি বাতিল ঘোষণা করা। সাথে সাথে নির্বাচক ও নির্বাচিতদের জন্য নির্দিষ্ট গুণাবলী নির্ধারণ করা, যাতে কোন দোষযুক্ত ব্যক্তি নিজে ভোটার হ'তে না পারে বা জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কোনরূপ নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ না পায়।

(খ) জনগণ বা সংসদ নয় বরং আল্লাহ্কে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসাবে ঘোষণা করা এবং তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে গ্রহণ করা।

(গ) বৈষয়িক ও কারিগরী শিক্ষার সাথে সাথে শিক্ষার সকল স্তরে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য স্ব স্ব ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা।

(ঘ) ইসলামী অর্থ ও বিচার ব্যবস্থা কঠোর ভাবে বাস্তবায়ন করা।

২। ফিলিস্তিন, কসোভা, কাশ্মীর সহ বিশ্বে বিভিন্ন দেশে মুসলিম নাগরিকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সুপরিকল্পিত নির্যাতনের বিরুদ্ধে এই সম্মেলন কঠোর নিন্দা জানাচ্ছে এবং নির্যাতন বন্ধের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

৩। ডঃ কুদরত-ই-খুদার ইসলামী মূল্যবোধ বিধ্বংসী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন না করার জন্য সরকারের নিকটে জোর দাবী জানাচ্ছে।

৪। ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী নাস্তিক্যবাদী লেখিকা তাসলীমা নাসরীন সহ সকল নাস্তিক বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী বিচার করার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছে।

৫। নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস দমন ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধপূর্বক জনজীবনে নিরাপত্তা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের নিকটে জোর দাবী জানাচ্ছে।

৬। সূদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, লটারী, যৌতুক প্রথা নগ্নতা বেহায়াপনা ও ধূমপান আইনতঃ নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছে।

৭। রেডিও, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকা সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে অশ্লীল অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করে ইসলামী অনুষ্ঠান সমূহ সঠিকহারে প্রচারের জন্য দাবী জানাচ্ছে এবং বিশেষ করে 'ডিশ এন্টেনা' নিষিদ্ধ করার জোর দাবী জানাচ্ছে।

আমীরে জামা'আত ও সিনিয়র নায়েবে আমীরের ঝটিকা সফর

১৩ই নভেম্বর'৯৮ শুক্রবার দিবাগত রাতে 'দারুল ইফতা'র সকল সদস্যের উপস্থিতিতে নওদাপাড়া আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী লাইব্রেরীতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক চলছে। হঠাৎ টেলিফোন এল আলহাজ্জ মালিক মুহাম্মাদ সাঈদ সন্ধ্যা ৬-১০ মিনিটে ঢাকায় এক ক্লিনিকে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন)।

অর্ধ রাত্রিতে বৈঠক শেষ করে ভোর ৬ টার ট্রেন ধরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ও সিনিয়র নায়েবে শায়খ **আব্দুছ ছামাদ সালাফী** জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। বেলা ১১ টায় যমুনা সেতুর পূর্ব প্রান্তে অবতরণ করে পূর্ব থেকেই অপেক্ষমান গাড়ীতে অতি দ্রুত তাঁরা দুপুর ১-১০ মিনিটে ময়মনসিংহ গোল পুকুরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৌঁছেযান। সেখানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর ময়মনসিং যেলা আহবায়ক জনাব আবদুল আউয়াল সহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র ময়মনসিংহ জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য হিতাকাংখী বন্ধুরা তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। বিশেষ করে মরহুমের কনিষ্ঠ পুত্র মাওলানা আব্দুল কাদের মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে বুকে জড়িয়ে ক্রন্দন করেন। অতঃপর বাদ যোহর কনিষ্ঠ পুত্রের ইমামতিতে জানাযার ছালাত সম্পন্ন হয়। জানাযায় ময়মনসিংহ শহরের বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত ঢাকা থেকে 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর সভাপতি ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য এস, এম, মাহমুদ আলম ও জামালপুর থেকে জমঈয়তের সাবেক কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী অধ্যাপক আব্দুল গণী ও নাটোর থেকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর নাটোর জেলা সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জনাব আব্দুল আখের ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

পশ্চিম বঙ্গের হোগলী জেলার গুড়গুড়িপোতা গ্রামে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণকারী মালিক মুহাম্মাদ সাঈদ ছাত্র জীবনে বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট শেখ মুজীবুর রহমানের সহপাঠী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শাহ আযীযুর রহমানের রুমমেট ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি বৃটিশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন ও ১৯৪৭ সালে পিতার মৃত্যুর কারণে ইস্তেফা দেন। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে তিনি সপরিবারে ময়মনসিংহ শহরে স্থায়ীভাবে হিজরত করেন ও 'ক্যালকাটা মুসলিম জুয়েলার্স' নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, যা অদ্যাবধি চালু আছে। তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জুয়েলারী সমিতির সহ-সভাপতি ও মৃত্যুকালীন সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ জুয়েলারী সমিতির ময়মনসিংহ যেলা শাখার সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র ও ২ কন্যা সহ বহু নাতি-নাতনী রেখে যান। আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি।

ময়মনসিংহ গোলপুকুরপাড় 'আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ও মাদরাসা' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। তিনি আমৃত্যু মসজিদ ও মাদরাসা কমিটির সভাপতি ছিলেন। ময়মনসিংহে আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রচার ও প্রসারে আলহাজ্জ মালিক মুহাম্মাদ সাঈদ -এর যথেষ্ট অবদান ছিল।

ফেরার পথে মুহতারাম আমীরের জামা'আত সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ থানার উপকণ্ঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর হিতাকাংখী মুরব্বী আলহাজ্জ ছফদার আলী ওরফে ছবদের শেখ (৮২)-কে দেখতে 'হাজী বাড়ী' গমন করেন। প্যারালাইসিসে আক্রান্ত জনাব হাজী ছাহেব আমীরে জামা'আতকে এভাবে পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠেন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত, সিনিয়র নায়েবে আমীর, কামারখন্দ মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল খালেক রহমানী ও আরবী প্রভাষক মাওলানা আব্দুস সালাম ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ হাজী ছাহেবের শয্যা পাশে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করেন ও তাঁর আশু রোগমুক্তির জন্য দো'আ করেন। অতঃপর সেখান

থেকে রাত্রি সোয়া আটটায় রওয়ানা দিয়ে রাত পৌনে একটায় দারুল ইমারত নওদাপাড়া, রাজশাহীতে পৌঁছেন।

যুবসংঘের অফিস উদ্বোধন

গত ২০ শে নভেম্বর শুক্রবার বাদ মাগরিব ঢাকা জেলা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র নতুন অফিস উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ৯৪ কাযী আলাউদ্দীন রোডে অবস্থিত নাজিরা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের দোতলায় এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা যুবসংঘের আহবায়ক হাফেয আব্দুছ ছামাদ -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** -এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের ক্রান্তিলগ্নে অবস্থান করছে। সরল মতি যুব সমাজ দুষ্টমতি সমাজ নেতাদের ইন্ধনে দেশব্যাপী সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত হয়েছে। এই পতনশীল সমাজকে পুনরায় উন্নতি ও অগ্রগতির পথে টেনে আনার জন্য যুব সমাজকে আল্লাহ্‌র পথে ফিরিয়ে আনা ব্যতীত অন্য কোন বিকল্প নেই। এ প্রসঙ্গে তিনি 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সংগ্রামী ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং তাদেরকে যেকোন উস্কানীর মুখে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে আকড়ে ধরে আল্লাহ্‌র পথে টিকে থাকার জন্য ও আহলেহাদীছ আন্দোলকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্‌বান জানান। অনুষ্ঠানে বংশাল জামে মসজিদের খতীব বর্ষিয়ান আলেম ও বাগ্মী মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র যুব কাফেলাকে কারু কোন কথায় কর্ণপাত না করে স্থির লক্ষ্যে দৃঢ় পদে এগিয়ে যাবার আহবান জানান। তিনি বলেন, আমাদের পরে এ শূন্য আসন পূরণ করার জন্য যুবকদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, যাত্রাবাড়ী মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার শিক্ষক ও বংশাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা নু'মান, নাজিরা বাজার জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা আব্দুল মালেক ও খতীব মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, মাদরাসাতুল হাদীছ -এর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুছ ছামাদ, মুহাম্মাদপুর আল-আমীন জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আব্দুস সাত্তার ত্রিশালী ও মুতাওয়াল্লী জনাব নজরুল ইসলাম, বাংলা দুয়ার জামে মসজিদের খতীব ও 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম আহবায়ক মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী ও বৃহত্তর ঢাকা জেলা যুবসংঘের সাবেক সভাপতি জনাব তাসলীম সরকার। হাফেয শামসুল হক পরিচালিত এই অনুষ্ঠানে মাওলানা যিল্লুর রহমান নদভী সহ বিপুল সংখ্যক ওলামা, কর্মী ও সুধীও যোগদান করেন।

উল্লেখ্য যে, ঢাকা জেলা 'যুবসংঘে'র কার্যালয় ১৯ নং ছিদ্দীক বাজার হ'তে নাজিরা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের নিকটবর্তী ২২০ বংশাল রোড ২য় তলায় স্থানান্তরিত হয়।

ব্যতিক্রমধর্মী ওলামা সমাবেশ

গত ২১শে নভেম্বর ঢাকার উত্তরায় **'তাওহীদ ট্রাষ্ট'** অফিস মিলনায়তনে এক ব্যতিক্রমধর্মী ওলামা সবাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে রাজধানীতে অবস্থানরত বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও মাদরাসার শিক্ষকগণ ছাড়াও পটুয়াখালি, ভোলা, বরগুনা, বরিশাল ও নোয়াখালী প্রভৃতি যেলার বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম যোগদান করেন। দীর্ঘ ১৪ ঘন্টার এই বিরতিহীন বৈঠকে ছহীহ্ হাদীছের সাথে প্রচলিত ইসলামী প্রথা সমূহের পার্থক্যের উপরে ব্যাপক পর্যালোচনা ও মত বিনিময় করা হয় এবং ছহীহ্ হাদীছের ভিত্তিতে আলেমদের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য ও ভালবাসার বন্ধন সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো হয়। অংশগ্রহণকারী ওলামায়ে কেরাম এই মহতী উদ্যোগে অত্যন্ত খুশী হন এবং সুন্দর ফল লাভে আল্লাহ্‌পাকের শুকরিয়া আদায় করেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** -এর পরিচালনায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সিনিয়র নায়েবে আমীর আব্দুছ ছামাদ সালাফী, নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ, সাহিত্য সম্পাদক মাওলানা মুসলিম, মতিঝিল এজিবি কলোনী জামে মসজিদের খতীব মাওলানা মোশাররফ হোসায়েন আকন্দ ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ঢাকা জেলা সহ-সভাপতি জনাব ছাদেকুল ইসলাম। সার্বিক উদ্যোগ ও আয়োজনে ছিলেন, ঢাকা জেলা সংগঠনিক সম্পাদক জনাব আমীনুল ইসলাম ও **'তাওহীদ ট্রাষ্ট'** -এর কর্মীবৃন্দ।

আহলেহাদীছ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড -এর সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৪শে নভেম্বর'৯৮ মঙ্গলবার বাদ আছর নবগঠিত আহলেহাদীছ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড-এর প্রথম বৈঠক দারুল ইমারত নওদাপাড়া রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের আহ্‌বায়ক শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বোর্ডের সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন মাদরাসার প্রধানগণ যোগদান করেন। বৈঠকে সকল মাদরাসার জন্য সমন্বিত ও যুগোপযোগী একক সিলেবাস, বোর্ড কর্তৃক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বোর্ডের তহবিল গঠন, বিভিন্ন মাদরাসাকে সদস্য করণ, মাদরাসা সমূহ পরিচালনার নীতিমালা প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়।

দেশব্যাপি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত

বিগত ২৬ ও ২৭শে নভেম্বর'৯৮ বৃহস্পতি ও শুক্রবার দেশব্যাপি ৬ টি জোনে বিভক্ত আঞ্চলিক কেন্দ্র সমূহে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর সকল যেলা তাবলীগ সম্পাদক ও যেলা সভাপতি/সহ-সভাপতিদের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে আহলেহাদীছ আন্দোলন পরিচালনার জন্য তাবলীগী কার্যক্রম যোরদার করার উপরে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩৬)ঃ বর্তমানে কিছু আলেম ও সাধারণ মানুষকে দেখা যায় যে, রুকূ থেকে উঠে সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে আগে হাটু রাখে ও পরে হাত রাখে। হাটু আগে রাখতে হবে না হাত আগে রাখতে হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ আশরাফ আলী
লালগোলা বাজার
মুর্শিদাবাদ, পঃ বঙ্গ, ভারত
ও
আলী আব্বাস বিন আবদুল্লাহ
ছাতিহাটী বাজার
কালিহাতী, টাংগাইল।

উত্তরঃ সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে আগে হাত রাখতে হবে এবং পরে হাটু রাখতে হবে। ইহাই ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সিজদা করতে ইচ্ছা করবে তখন সে যেন উটের মত না বসে। বরং তার উভয় হস্তকে যেন উভয় হাটু রাখার পূর্বে রাখে' (আবূদাউদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৮৯৯; 'সিজদা ও তার ফযীলত' অধ্যায়, সনদ ছহীহ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে ছহীহ মরফূ রেওয়ায়াত এসেছে এই মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদা কালে উভয় হস্তকে (যমীনে) রাখতেন হাটুদ্বয়ের পূর্বে'। হাদীছটিকে হাকেম ছহীহ বলেছেন এবং যাহবী তা সমর্থন করেছেন। দ্রষ্টব্যঃ আলবানীর তাহকীককৃত মিশকাত ১/২৮২ পৃঃ, টীকা নং ১।

ইমাম আওযা'ঈ বলেন, আমি লোকদেরকে পেয়েছি এই অবস্থায় যে, তারা স্বীয় হস্তগুলিকে তাদের হাটুর পূর্বে রাখত। ইমাম মারওয়াযী উক্ত আছারটি স্বীয় 'মাসায়েল' গ্রন্থে (১/১৪৭/১) ছহীহ সনদে সঙ্কলন করেছেন -আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী (ছাঃ) পৃঃ ১৪০। প্রকাশ থাকে যে, নবী (ছাঃ) সিজদায় যাওয়ার সময় হাটু আগে রাখতেন বলে দারেমী ও সুনান চতুষ্টয়ের বরাতে ওয়ায়েল বিন হুজ্‌র (রাঃ) থেকে মিশকাতে (হা/৮৯৮) যে বর্ণনাটি সঙ্কলিত হয়েছে, তা ছহীহ নয়, বরং যঈফ। তাছাড়া আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি কওলী ও ওয়ায়েল (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি ফে'লী। দলীল গ্রহণের সময় কওলী হাদীছ অগ্রগণ্য হয়ে থাকে।

এতদ্ব্যতীত দুই সিজদার পরে যমীনে হাতের উপর ভর না দিয়ে দুই হাটুতে দুই হাত রেখে দাঁড়ানোর হাদীছগুলি 'যঈফ'। -আল্লামা যায়লা'ঈ হানাফী, নাছবুর রা'য়াহ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৮৯। মালিক ইবনে হুয়াইরিছ (রাঃ) নবী (ছাঃ)-এর ছালাত এভাবে দেখান যে, তিনি (ছাঃ) দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা তুলে বসলেন এবং যমীনের উপর ভর দিলেন, তারপর দাঁড়ালেন। -বুখারী ১১৪ পৃঃ। কেউ অক্ষম হ'লে বা কোন ওযর থাকলে শরীয়ত সেক্ষেত্রে তাকে ছাড় দিয়েছে। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ অর্থঃ এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর তিনি কোন সংকীর্ণতা রাখেননি (হজ্জ ৭৮)। আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ আলবানীর তাহকীক কৃত মিশকাত (১/২৮৩ পৃঃ) টীকা নং ১; ইরওয়াউল গালীল হা/৩৫৭।

প্রশ্ন (২/৩৭)ঃ আমি একজন ব্যবসায়ী। সৎভাবে ব্যবসা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমার দোকানে অনেক ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় করার পর এর মূল্য বৃদ্ধি করে ভাউচার দিতে বলেন। এমনকি খালি ভাউচারও দিতে বলেন। না দিলে দ্রব্য না নিয়ে চলে যান। এমতাবস্থায় আমি কোন পথ অবলম্বন করে ব্যবসা করব তা কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানাবেন।

মুস্তাফীযুর রহমান
শামসুন বই ঘর
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ভাউচারে আপনাকে ঐ মূল্যই লিখতে হবে যা আপনি ক্রেতার নিকট থেকে নিয়েছেন। ক্রেতা মূল্য বেশী লিখে ভাউচার দিতে বললে কিংবা খালি ভাউচার দিতে বললে তা করবেন না। কারণ ভাউচারে প্রকৃত মূল্যের বেশী লেখা সততার পরিপন্থী কাজ। সুতরাং যদি আপনি তাকে মূল্য বৃদ্ধি করে ভাউচার লিখে দেন, তাহ'লে আপনি নিজে মিথ্যাবাদী হবেন ও মিথ্যুকের সহায়তাকারী বলে বিবেচিত হবেন। অথচ মিথ্যা বলা বা লেখা এবং মিথ্যা ও গর্হিত কাজে সহায়তা করা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমাদেরকে কি সবচেয়ে বড় গুনাহ গুলির সংবাদ দেব না? একথাটি তিনি তিনবার বললেন। ছাহাবীগণ বলেছেন, জি হাঁ, হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা। তিনি তখন হেলান দিয়ে ছিলেন। এবার তিনি বসলেন ও বললেন, সাবধান! এর পরের বড় কবীরা গুনাহ হলঃ মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া। -বুখারী, হাদীছ নং ২৬৫৪ 'সাক্ষী সম্পর্কে যা বলা হয়েছে' অধ্যায়; মুসলিম 'কিতাবুল ঈমান'; অনুচ্ছেদঃ 'কাবীরা গুনাহ ও এর মধ্যে যে গুনাহ সবচেয়ে বড় তার বিবরণ'।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা গুনাহের কাজে ও সীমা লঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর না (সূরা মায়েদা ২)।

আপনি কাউকে সাদা ভাউচারও দিবেন না। কারণ একথা একপ্রকার নিশ্চিত যে, সে ঐ ভাউচার নিজ খেয়াল-খুশীমত পূরণ করবে ও দ্রব্যের মূল্য বেশী করে বসাবে। আর ঐ ধরণের ক্রেতা দু'রকমের হ'তে পারে ১- হয়তো সে মালিকের পক্ষ থেকে দ্রব্য কিনতে এসেছিল এবং মালিককে ঠকানোর উদ্দেশ্যেই সে আপনার কাছ থেকে সাদা ভাউচার নিয়েছে। ২- অথবা সে নিজে দোকানদার। স্বীয় দোকানের ক্রেতাদের ঠকানোর জন্য ঐ রূপ করছে। যাতে করে ক্রেতা তার দোকানের দ্রব্য ঐ ভাউচার দেখে বেশী দামে কিনে নিয়ে যায়। কাজেই উপরোক্ত অবস্থায় ক্রেতাকে সাদা ভাউচার দিলে গর্হিত কাজে সহযোগিতা করা হবে, যা তা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

অবশ্য ক্রেতা সাদা ভাউচার নেওয়ার পিছনে শরীয়ত সম্মত কোন কারণ দর্শাতে পারলে এবং আপনি নিশ্চিত হ'লে সাদা ভাউচার দেওয়া যেতে পারে।

মোদ্দা কথা হ'ল, আপনি যেহেতু সৎভাবে ব্যবসা করতে চান, সেহেতু আপনি কোন ক্রেতাকে মূল্য বৃদ্ধি করে ভাউচার লিখে দিবেন না এবং শারঈ ওযর ব্যতীত কাউকে সাদা ভাউচারও দিবেন না। সে আপনার দোকানের দ্রব্য ক্রয় করুক বা না করুক। রূযীর মালিক আল্লাহ।

প্রশ্ন (৩/৩৮)ঃ ছালাতে রুকু থেকে উঠে হাত কোথায় থাকবে? বর্তমানে কিছু লোককে রুকু থেকে উঠে বুকে হাত বাঁধতে দেখা যায়। এটা কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান
সাং কৃষ্ণপুর, পোঃ ধোপাঘাটা
থানাঃ মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ রুকু থেকে উঠার পর উভয় হাত স্বাভাবিক ভাবে ছেড়ে দেওয়া অবস্থায় রাখা উচিত। কেননা রুকুর পরে বুকে হাত বাঁধার কোন স্পষ্ট দলীল নেই।

রুকু থেকে উঠার পর বুকে হাত বাঁধার পক্ষে নম্নের কয়েকটি প্রসিদ্ধ দলীল পর্যালোচনা সহ পরিবেশিত হলঃ

১. ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে দেখেছি যে, যখন তিনি ছালাতে দণ্ডায়মান হতেন, তখন স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর ধরে রাখতেন। -নাসাঈ ২/১২৬ পৃঃ; সনদ ছহীহ 'ছালাত' অধ্যায়। অত্র হাদীছের বক্তব্য প্রমাণ করে যে, নবী (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে দণ্ডায়মান অবস্থায় ডান হাতকে বাম হাতের উপর ধরে রাখতেন। কাজেই অত্র হাদীছ রুকুর আগের ও পরের উভয় অবস্থাকে শামিল করে। সুতরাং রুকু থেকে উঠেও হাত বেঁধে রাখতে হবে।

পর্যালোচনাঃ অত্র হাদীছে যে দাঁড়ানোর কথা এসেছে তা দ্বারা রুকুর আগের দাঁড়ানো উদ্দেশ্যে হবে, রুকুর পরের দাঁড়ানো নয়। কারণ একই রাবীর একই মর্মের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপঃ

ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখতে পেলেন যে, তিনি ছালাতে প্রবেশ করার সময় তার উভয় হাত উত্তোলন করলেন এবং তাকবীর দিলেন। হাম্মাম তাঁর উভয় কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানোর বর্ণনা দিয়েছেন। তারপর তিনি একটি কাপড় শরীরে জড়িয়ে নিলেন। অতঃপর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন। যখন তিনি রুকু করার ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন স্বীয় হাত দু'টিকে কাপড় থেকে বের করলেন। অতঃপর উভয় হাত উঠালেন (রাফ'উল ইয়াদায়েন করলেন)। অতঃপর তাকবীর দিয়ে রুকু করলেন। যখন তিনি 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললেন, তখন স্বীয় দুই হাত উত্তোলন করলেন এবং যখন সিজদা করলেন, তখন উভয় হাতের তালুর মাঝে সিজদা করলেন'। -ছহীহ মুসলিম ১/৩৯ পৃঃ; 'ছালাত' অধ্যায়।

লক্ষণীয় বিষয় হলঃ ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) নবী (ছাঃ)-এর প্রথম ক্বিয়ামে রাফ'উল ইয়াদায়েন ও বুকের উপর হাত বাঁধার কথা উল্লেখ করেছেন। তারপরে তাঁর হাত উঠানোর কথা বলেছেন রুকু কালীন ও রুকু হ'তে উঠাকালীন সময়ে। অথচ পুনরায় বুকে হাত বাঁধার কথা আর উল্লেখ করেননি। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (ছাঃ) রুকুর পরে আর হাত বাঁধতেন না। =দ্রষ্টব্যঃ আব্দুর রউফ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-কামালী, আহকাম মুখতাছারাহ্ ফিল মানহিয়াতিশ্ শার'ঈয়াহ্ ফী ছিফাতিছ ছালাতে (আল-জাহরা কুয়েত ১৪১৬/১৯৯৬) পৃঃ ৮৩।

২. ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বলেন, 'আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাম হাতের উপর ডান হাত ধরে রেখেছেন ছালাতের মধ্যে।' -মুসনাদে আহমাদ, বৈরুত ছাপা ৫/৪১৬ পৃঃ; হা/১৮৩৯২। অত্র হাদীছ দ্বারা রুকূর পরে বুকে হাত বাঁধা প্রমাণ হয় না। কেননা **প্রথমতঃ** অত্র হাদীছটি 'শায' হওয়ার কারণে 'যঈফ'। **দ্বিতীয়তঃ** অত্র হাদীছে বলা হয়েছে 'ফিছ ছালাতে' অর্থাৎ ছালাতের মধ্যে। সুতরাং ছালাতের মধ্যে বলতে ছালাতের ঐ অংশ উদ্দেশ্য হবে, যে অংশে তিনি বুকে হাত বাঁধতেন বলে ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আর তাহ'ল রুকুর আগে (ছহীহ মুসলিম)। **তৃতীয়তঃ** মুসনাদে আহমাদে প্রথম ক্বিয়ামে হাত বাঁধা সম্পর্কে পাঁচটি বর্ণনা এসেছে। দেখুনঃ মুসনাদে আহমাদ ৪/৩১৯, ৪/৩১৭-৩১৮, ৪/৩১৮, ৩/৩১৮-৩১৯, ৩/৩১৯ পৃঃ।

চতুর্থতঃ ইহাও বলা যেতে পারে যে, হাদীছের উক্ত অংশ

'আমি তাঁকে বাম হাত ডান হাতে ধরা অবস্থায় দেখেছি ছালাতের মধ্যে' এই কথাটি ধারাবাহিকতা বুঝানোর জন্য আসেনি। বরং অত্র হাদীছে রুকুর বর্ণনার পরে ঐ কথাটি আসলেও উহা দ্বারা প্রথম ক্বিয়ামে হাত বাঁধা উদ্দেশ্য হবে। কেননা 'ওয়াও' হরফটি সর্বদা ধারাবাহিকতা বুঝানোর জন্য আসে না। যেমন- সূরা আলে ইমরানের ৪৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে মরিয়ম! তোমার পালনকর্তার উপাসনা কর এবং সিজদা কর ও রুকু কর রুকুকারীদের সাথে'।

অত্র আয়াতে রুকূর পূর্বে সিজদা করার নির্দেশ এসেছে। অথচ সিজদা রুকূর পরে হয়ে থাকে।

ছহীহ বুখারী থেকেও এই মর্মে একটি হাদীছ পেশ করা যায়। তাহ'লঃ ছাহাবী বারা বিন আযেব (রাঃ) বলেন, 'আমি গভীর দৃষ্টিতে রাসূল (ছাঃ) -এর ছালাত পর্যবেক্ষণ করেছি। অতঃপর আমি পেয়েছি তাঁর ক্বিয়ামকে, তাঁর রুকুকে, রুকুর পরে তাঁর স্থির হ'য়ে দাঁড়ানোকে, তাঁর সিজদাকে, দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠককে, অতঃপর সিজদাকে, অতঃপর সালাম ও মুছল্লীদের দিকে ফিরে বসাকে। সবগুলির মধ্যে সময়ের দূরত্ব প্রায় সমান'। -মুসলিম, 'ছালাত' অধ্যায়, ৩৮ নং পরিচ্ছেদ, হা/৪৭১। উক্ত হাদীছে ক্বিয়াম দ্বারা বারা বিন আযেব (রাঃ) প্রথম ক্বিয়াম তথা রুকূর পূর্বের ক্বিয়ামকে বুঝিয়েছেন। যা প্রত্যেক আলেমের নিকটে স্পষ্ট। সুতরাং মুসনাদে আহমাদের হাদীছে 'ক্বিয়াম' এর কথা থাকার কারণে ছালাতে রুকূর পরবর্তী ক্বিয়ামকেও শামিল করা ভুল হবে।

তাছাড়া স্বয়ং ইমাম নাসাঈ (যার হাদীছ দিয়ে রুকূর পরে হাত বাঁধা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে) উক্ত হাদীছে উল্লেখিত ক্বিয়াম দ্বারা প্রথম ক্বিয়ামকেই বুঝেছেন। দ্বিতীয় কিয়াম তথা রুকূর পরের ক্বিয়ামকে এর মধ্যে গণ্য করেননি। এজন্যই তিনি প্রথম ক্বিয়ামের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য উক্ত হাদীছটি স্বীয় কিতাবে নিয়ে এসেছেন। যদি তিনি ঐ সাথে দ্বিতীয় ক্বিয়ামকেও গণ্য করতেন, তাহ'লে রুকূর পরের ক্বিয়ামের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য আবার ঐ হাদীছটি উল্লেখ করতেন। অথচ তা করেননি। কারণ তাঁর নীতি হ'ল এই যে, বিভিন্ন মাসআলা বর্ণনা করার জন্য একই হাদীছকে তিনি বার বার নিয়ে আসেন।

৩- ছালাতে ভুলকারী জনৈক ব্যক্তিকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমার মাথা উঠাও এবং তুমি সোজা হয়ে খাড়া হয়ে যাও। যতক্ষণ না অস্থি সমূহ স্ব স্ব জোড়ে ফিরে আসে'। -তিরমিযী, নাসাঈ, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৮০৪। অপর রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন এমনভাবে যে, মেরুদণ্ডের প্রত্যেক জোড় স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসে'। -বুখারী, মিশকাত, 'ছালাত' অধ্যায়; হা/৭৯২। এখানে 'ফাক্বার' (فَقَارٌ) -এর অর্থ কেবলমাত্র মেরুদণ্ড বা পিঠের হাড়গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখার ব্যাপারে আছমা'ঈ প্রমুখ অভিধানবিদগণের ব্যাখ্যা রয়েছে। -মুহিব্বুল্লাহ শাহ্, নায়লুল আমানী (করাচীঃ ১৯৮৫) পৃঃ ৭। এতদ্ব্যতীত প্রথমোক্ত ছহীহ হাদীছে 'ফাক্বার' -এর ব্যাখ্যায় 'এযাম' (عِظَامٌ) শব্দ এসেছে, যার অর্থ অস্থি সমূহ। যার দ্বারা দেহের সকল অস্থি বুঝায়। হাতের অস্থি তার মধ্যে অন্যতম। এক হাদীছ অন্য হাদীছের ব্যাখ্যা করে। সুতরাং উভয় হাদীছের শব্দের প্রতি লক্ষ্য করলে রুকূর পরে হাত ছেড়ে রাখার পক্ষে দলীল রয়েছে বলে নিশ্চিত ভাবে অনুমিত হয়।

আল্লামা নাছেরুদ্দীন আলবানী বলেন, আমার এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, রুকূ থেকে উঠে পুনরায় বুকে হাত বাঁধার বিষয়টি 'ভ্রান্তিকর বিদ'আত' (بدعة ضلالة)। কেননা এবিষয়ে কোনরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। যদি এর কোন ভিত্তি থাকত, তাহ'লে একটি সূত্রে হ'লেও বর্ণিত হ'ত। সালাফে ছালেহীন -এর কেউ এরূপ করেননি বা হাদীছের ইমামগণের মধ্যে কেউ এরূপ বলেননি। -ঐ, ছিফাতু ছালাতিন নবী (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী ১১শ সংস্করণ ১৪০৩/১৯৮৩) 'দীর্ঘ ক্বিয়াম ও প্রশান্তি' অধ্যায়, পৃঃ ১২০ -এর টীকা দ্রষ্টব্য।

মিশকাতের ভাষ্যকার আল্লামা ওবায়দুল্লাহ্ মুবারকপুরী (রহঃ) সাহাল বিন সা'দ বর্ণিত বুকের উপরে হাত বাঁধার বিষয়ে বুখারী শরীফের হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, 'ক্বিয়াম বলতে রুকূর পূর্বের ক্বিয়ামকেই বুঝায় এবং তখন বুকে হাত বাঁধার নির্দেশ রয়েছে অত্র হাদীছে। এক্ষণে রুকূর পরে পুনরায় বুকে হাত বাঁধা সম্পর্কে কোন মরফূ, স্পষ্ট ও ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। অতএব এখানে হাতের আসল অবস্থার উপরে আমল করতে হবে। আর সেটা হ'ল স্বাভাবিক ভাবে হাতকে ছেড়ে দেওয়া। -মির'আত (লাহোরঃ মাকতাবা সালাফিইয়াহ ১৪ সংস্করণ ১৩৮০/১৯৬১) ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৫৮।

পরিশেষে বলব, উক্ত বিষয়টি ছালাতের মধ্যেকার সুন্নাতের পর্যায়ভুক্ত। অতএব এ বিষয়ে সকল প্রকার বাড়াবাড়ি হ'তে বিরত থাকা উচিত।

প্রশ্ন (৪/৩৯)ঃ আলেমগণ বলেন, যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে আল্লাহ্র রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। এমনকি সে ঘরে ছালাতও হয় না। তাহ'লে যে সকল লোক হজ্জ করতে যায়, তাদের ফটো তুলতে হয়। এমনকি টাকার মধ্যেও প্রাণীর ছবি বিদ্যমান। এমতাবস্থায় এই টাকা ও ছবি সাথে থাকলে ছালাত ও হজ্জ হবে কি-না?

মুহাম্মাদ শিহাব ইবনে আলাউদ্দীন
সাং- বীর পাকুটিয়া
পোঃ নাগবাড়ী
কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তরঃ 'যে ঘরে কোন প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে আল্লাহ্র রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না'। একথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। তিনি বলেন, (রহমতের) ফেরেশতাগণ ঐ ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে। -বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৮৯, পোশাক- পরিচ্ছেদ অধ্যায়, ছবিব বিবরণ অনুচ্ছেদ। কাজেই যে ঘরে ছবির থাকে, সে ঘরে ছালাত আদায় করা অনুচিত।

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) -এর ঘরে একটি পর্দা ছিল, যা দ্বারা তিনি তার ঘরের এক পার্শ্ব ঢেকে ছিলেন। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, (আয়েশা!) তোমার এই পর্দাটি সরিয়ে নাও। কারণ এর ছবিগুলি আমার ছালাতের মধ্যে ভেসে উঠছে। -বুখারী ফৎহ সহ, হা/১৫ 'যদি কেউ ক্রুশ যুক্ত কাপড়ে কিংবা ছবি বিশিষ্ট কাপড়ে ছালাত আদায় করে, তবে তার ছালাত নষ্ট হবে কি না' অধ্যায়।

অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, ছবি বিশিষ্ট কাপড় বা ছবির দিকে ছালাত আদায় করলে ছালাত নষ্ট হবে না। কারণ মহানবী (ছাঃ) ছবি বিশিষ্ট কাপড়ের দিকে ছালাত আদায় করার পরেও তিনি তা দ্বিতীয়বার পড়েননি। যেমন অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর একটি কাপড় ছিল, যাতে ছবি (অংকিত) ছিল এবং তা জানালার দিকে লম্বালম্বি টাঙ্গানো ছিল। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করতেন। তিনি বললেন, (হে আয়েশা!) একে আমার নিকট হ'তে পশ্চাতে সরিয়ে রাখ। তিনি ওটাকে পিছন দিকে সরালেন ও পরে তা দিয়ে কয়েকটি বালিশ বানালেন'। - মুসলিম, 'পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায় হা/২১০৭।

ফটো তোলা নিঃসন্দেহে কবীরাহ গুনাহ। -বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হাদীছ নং ৪৪৯৮। হজ্জের ক্ষেত্রে যে ফটো তোলা হয়, তা নিরুপায় হয়ে ও যরূরী ভিত্তিক। এ ধরণের ছবি তোলাতে কোন গুনাহ হবে না বলে আশা করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তোমাদের সাধ্যমত' (তাগাবুন ১৬)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, আল্লাহ কারও উপরে তার সাধ্যাতিরিক্ত ভার চাপান না' (বাক্বারাহ ২৮৬)। সুতরাং উল্লেখিত অবস্থায় হজ্জের জন্য ফটো তোলা যাবে এবং হজ্জও করা যাবে। ফটো তোলার জন্য হজ্জ হবে না, এমন কথা আদৌ প্রমাণিত নয়। অপরদিকে ছবি বিশিষ্ট টাকা সাথে নিয়ে ছালাত ও হজ্জ আদায় করা যাবে। এতে কোন অসুবিধা নেই।

প্রকাশ থাকে যে, ছবি তোলা হারাম। আর যেহেতু হজ্জ করতে হ'লে ছবি তোলা আবশ্যক, এজন্য কোন কোন আলেম হজ্জ করতে নিষেধ করে থাকেন এবং নিজেও সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করা হ'তে বিরত থাকেন। এটা মোটেও ঠিক নয়।

***প্রশ্ন (৫/৪০)ঃ** জনৈক ব্যক্তি সূদের ব্যবসা করে অনেক সম্পদের মালিক হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সে তওবা করে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক আমল করছে। এমতাবস্থায় ঐ অবৈধ সম্পদ ভক্ষণ করা যাবে, না তা বর্জন করতে হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা উত্তর দানে বাধিত করবেন।*

মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান
সাং- বাখড়া
পোঃ- মোলামগাড়ী হাট
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ অবৈধ পথে অর্জিত ঐ সম্পদ সে ভক্ষণ করতে পারবে না। বরং তা সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন' (বাক্বারাহ ২৭৫)। হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদখোর, সূদ দাতা, তার লেখক ও সাক্ষীদ্বয় -এর উপর লা'নত করেছেন। -মুসলিম, মিশকাত ২৪৪ পৃঃ। এখানে তওবা করার আগে ও পরের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। কেউ কেউ বলেন যে, বিদায় হজ্জের খুৎবায় মহানবী (ছাঃ) বলেছিলেন, 'আইয়ামে জাহেলিয়াতের সমস্ত বিষয় আমার দুই পায়ের নীচে (মওকূফ করা হ'ল)। আর সর্বপ্রথম সূদ মওকূফ করছি আমি চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সূদ'।- মুসলিম, মিশকাত, 'হজ্জ (মানাসিক)' অধ্যায়, 'বিদায় হজ্জের ঘটনা' পরিচ্ছেদ, হা/২৫৫৫। কিন্তু যে অর্থ সূদ হিসাবে এর পূর্বে কুফরী অবস্থায় নেওয়া হয়েছে তা ফেরত দেওয়ার কথা বলা হ'ল না। বরং বিগত সময়ের অবৈধ কাজকে মাফ করে দেওয়া হ'ল। কুরআনে করীমের ভাষায় 'যা সে ইতিপূর্বে করেছে তা ক্ষমা করা হ'ল' (মায়েদাহ ৯৫)। -এর ফায়ছালা আল্লাহ্র দিকেই ন্যস্ত করা হ'ল। এর উপর ভিত্তি করে ঐ সম্পদ খাওয়া বা ব্যবহার করা জায়েয বলা যেতে পারে। কিন্তু উক্ত বিষয়টি কাফেরদের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হয়েছে একজন মুসলমান সম্পর্কে। মুসলমান সূদের হুরমত জানা সত্ত্বেও উক্ত হারাম অর্থ উপার্জন করেছে। কাজেই এটাকে কুফরীর হালতের সাথে তুলনা করা যায় না।

এক্ষণে সূদী ব্যবসার মাধ্যমে সঞ্চিত অর্থ আনুমানিক হিসাব করে সম্ভব হ'লে যাদের নিকট হ'তে সূদ নেওয়া হয়েছে, তাদেরকে ফেরত দিতে হবে। অন্যথায় দায়মুক্ত হবার জন্য যে কোন দ্বীনী কাজে (নিজের নেকীর উদ্দেশ্যে নয়) ব্যয় করে দিতে হবে এবং এই চরম অপরাধের জন্য তাকে খালেক মনে তওবা (যুমার ৫৩, তাহরীক ৮) করতে হবে'।

প্রশ্ন (৬/৪১)ঃ জর্দা, বিড়ি, সিগারেট সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম
সাং- গজারিয়া
পোঃ কামালের পাড়া
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ জর্দা, বিড়ি, সিগারেট খাওয়া বা পান করা হারাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর স্বর্ণযুগে ধূমপানের কোন উপকরণ ছিল না। কিন্তু তিনি এমন কিছু নীতিমালা দিয়ে গেছেন, যা দ্বারা এর হুরমত প্রমাণিত হয়। যেমন- স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, প্রতিবেশী, সফরসঙ্গী, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের জন্য ক্ষতিকর, সম্পদের অপচয় ইত্যাদি। এধরণের সব কিছুকেই তিনি হারাম করে গেছেন। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা অপচয় করো না'। 'নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই' (ইস্‌রা ২৬, ২৭)। মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার দেওয়া কষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়'। -মুসলিম, মিশকাত 'আদাব' অধ্যায় 'সৃষ্টিকুলের প্রতি অনুগ্রহ' পরিচ্ছেদ, মিশকাত হা/৪৯৬৩। আর ধূমপান প্রতিবেশী ও সঙ্গীদেরকে অবশ্যই কষ্ট দেয়। বাকী থাকল গুল, জর্দা ও আলাপাতা। এ ব্যাপারে মূলনীতি হল- আল্লাহ বলেন, রাসূল তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল করেন ও যাবতীয় অপবিত্র (খবীছ) বস্তু হারাম ঘোষণা করেন' ...(আ'রাফ ১৫৭)।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লামন এরশাদ করেন যে, 'মাদকতা আনয়নকারী প্রত্যেক বস্তুই মদ ও প্রতিটি মাদক দ্রব্য হারাম'। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্য পান করল ও তওবা না করে মারা গেল, সে আখেরাতে (হাউয কাউছারের পানি) পান করতে পারবে না'।- মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যার বেশী পরিমাণে মাদকতা আসে, তার কম পরিমাণও হারাম। -তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৩৬৪৫।

জর্দা বা তামাক ভক্ষণে যে কোন সাধারণ ব্যক্তি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। ভুক্তভুগীদের মতে কেউ কেউ বলে থাকেন যে, মদ, জুয়া ইত্যাদির নাম নিয়ে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু তামাক ইত্যাদির ব্যাপারে স্পষ্ট কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না। তদুত্তরে বলা হবে, গাঁজা, ভাং, চুরুট, হিরোইন, ফেনসিডিল, কোকেন ইত্যাদিকে কি তাহ'লে হালাল বা মাকরূহ বলা হবে, না হারাম বলতে হবে? হাদীছে যেকোন মাদকদ্রব্যকে হারাম করা হয়েছে এবং ধূমপান ও মাদক দ্রব্য সেবনের বহুবিধ ক্ষতির দিক রয়েছে, যার কারণে এগুলো নিঃসন্দেহে হারাম।

প্রশ্ন (৭/৪২)ঃ বিবাহে ডিমাণ্ড বা যৌতুক নেওয়া যাবে কি-না? বিবাহের সময় ধার্যকৃত মোহর পরিশোধ করতে হবে কি? যদি কেউ অর্ধেক মোহর পরিশোধ করে, তবে বাকী অর্ধেকের জন্য স্ত্রীর নিকট মাফ চাইতে পারবে কি-না। এ বিষয়ে যথার্থ উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ মোখলেছুর রহমান
বাখড়া, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বিবাহে ডিমাণ্ড বা যৌতুক নেওয়া নিষেধ। ইহা ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থী। বরং মোহর পরিশোধ করা অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে খুশীমনে তাদের মোহর দিয়ে দাও। যদি তারা তোমাদেরকে খুশীমনে কিছু দেয়, তাহ'লে তা তোমরা সানন্দে খেতে পার' (নিসা ৪)।

বিয়ের সময় ধার্যকৃত মোহরের অর্ধেক পরিশোধ করা হ'লে বাকী অর্ধেক অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। স্ত্রীর নিকট হ'তে মাফ করিয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করা যাবে না। তবে তিনি যদি খুশী মনে মাফ করে দেন, তাতে কোন দোষ নেই।

প্রশ্ন (৮/৪৩)ঃ আমার ১০০টি কলা গাছ হয়েছে। এখনো ফল হ'তে প্রায় ৭/৮ মাস বাকী। কলাগাছের সুন্দর চেহারা দেখে ব্যবসায়ীরা এখুনি গাছগুলো ক্রয় করতে চাচ্ছে। এমতাবস্থায় আমি কি এখন কলা গাছগুলি বিক্রি করতে পারি?

ফরীদুল ইসলাম
সাং- বড় সোহাগী
পোঃ ও থানাঃ গোবিন্দগঞ্জ
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ফল খাওয়ার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ফলের গাছ বিক্রি করা জায়েয নয়। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই ফল ব্যবহারোপযোগী না হ'লে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। -বুখারী ১ম খণ্ড ২৯২ পৃঃ; মুসলিম ২য় খণ্ড ৭ পৃঃ; মিশকাত ২৪৭ পৃঃ।

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'মুহাক্বালা, মুযাবানা, মু'আওয়ামা' থেকে নিষেধ করেছেন। -মুসলিম ২য় খণ্ড পৃঃ ১১।

উক্ত হাদীছে তিন ধরণের ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হ'ল 'মু'আওয়ামা'। ইমাম নববী বলেন, ফল কয়েক বছরের জন্য বিক্রয় করাকে শরীয়তে 'মু'আওয়ামা' বলে।- নববী সহ মুসলিম, ২য় খণ্ড ১০ পৃঃ। 'নেহায়া' গ্রন্থে আল্লামা জাযারী বলেন,

'মু'আওয়ামা' হচ্ছে গাছে ফল আসার পূর্বেই ২/৩ বা ততোধিক বছরের জন্য খেজুর গাছের ফল অথবা গাছ বিক্রয় করা। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় বাতিল। -তিরমিযী তোহফা সহ ৪র্থ খণ্ড হাদীছ নং ১৩২৭, পৃঃ ৪৫১। হাদীছদ্বয় দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, অনুপযোগী ফল বা ফলের গাছ বিক্রি করা জায়েয নয়। কাজেই আপনি আপনার এরূপ কলার গাছ বিক্রি করতে পারেন না।

প্রশ্ন (৯/৪৪)ঃ মসজিদ ছোট। জুম'আর ছালাতের সময় বৃষ্টির কারণে বাইরেও ছালাত আদায় করা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় একই স্থানে দুই জামা'আতে জুম'আর ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান
বর্ষাপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ ছালাতে জুম'আর স্বতন্ত্র কিছু আহকাম রয়েছে, যা অন্যান্য ছালাতের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেমন,

(১) অন্যান্য ছালাতের ক্বাযা হুবহু আদায়ী ছালাতের মতই আদায় করতে হয়। কিন্তু ছালাতে জুম'আ ছুটে গেলে সেটি আর জুম'আ হিসাবে আদায় করতে হয় না। বরং তার পরিবর্তে যোহর আদায় করতে হয়।

(২) অন্যান্য ছালাত আদায়ে প্রথম জামা'আতে শরীক হ'তে না পারলেও উক্ত ছালাতকে ওয়াক্তের মধ্যে পড়তে পারলে সেটি ক্বাযা হিসাবে গণ্য হয়না বরং আদা হিসাবেই গণ্য হয়। কিন্তু ছালাতে জুম'আর প্রথম জামা'আত ছুটে গেলে পরে ওয়াক্তের মধ্যে পড়লেও আর জুম'আ হিসাবে দু'রাক'আত পড়তে পারবেনা বরং তাকে জুম'আর পরিবর্তে যোহর হিসাবে চার রাক'আত পড়তে হবে। তবে অন্য কোন মসজিদে গিয়ে যদি এক রাক'আত জামা'আত ধরতে পারে, তবে তার জুম'আর ছালাত আদায় হয়ে যাবে। তাকে আর যোহর হিসাবে চার রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে না। এ বিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে দ্বিমত নেই। মহানবী আরো বলেন, যে ব্যক্তি ছালাতে জুম'আর এক রাক'আত পেয়ে গেল সে ছালাতে জুম'আ পেয়ে গেল' (আল-ফিকহুল ইসলামী.... ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৩; ইবনু মাজাহ 'জুম'আর অপরিহার্যতা' অধ্যায়, পৃঃ ৭৮।

ইমাম তিরমিযী বলেন, অধিকাংশ বিদ্বান ছাহাবী ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি ছালাতে জুম'আর এক রাক'আত পাবে, সে তার সাথে দ্বিতীয় রাক'আত পড়ে ছালাত পূর্ণ করবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের তাশাহহুদে বসে থাকা অবস্থায় ছালাতে শামিল হবে, সে (দু'রাক'আত না পড়ে) চার রাক'আত পড়বে'। এই মত সুফিয়ান ছওরী, ইবনুল মুবারক, শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাকের। -তিরমিযী 'যে ব্যক্তি জুম'আর এক রাক'আত পেল' অধ্যায় ১ম খণ্ড পৃঃ ১১৮। জমহুর ওলামার অভিমতও তাই। -আল-ফিকহুল ইসলামী....২য় খণ্ড পৃঃ ১৭৩।

বুঝা গেল যে, ছালাতে জুম'আর এক জামা'আত শেষ হ'তেই ছালাতে জুম'আ আদায়ের অবকাশ শেষ হয়ে যায়। ফলে অবহেলা ক্রমে হোক বা অসুবিধার কারণে হোক পুনরায় একই স্থানে জুম'আর জামা'আত হিসাবে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা বিধি সম্মত নয়। বরং একবার জামা'আত হয়ে গেলে এরপর যোহর হিসাবে চার রাক'আত পড়াই বিধি সম্মত। প্রথম জামা'আতেই যতদূর সম্ভব মুছল্লী শামিল হয়ে ছালাতে জুম'আ আদায় করবে এবং যারা বাকী থেকে যাবে, তারা যোহর হিসাবে চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে। যেমনটি মসজিদে মুছল্লী সংকুলান না হওয়ার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে এবং যে বিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। -আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২য় খণ্ড পৃঃ ৩১৪।

প্রশ্ন (১০/৪৫)ঃ আযান ও একামতের সময় 'মুহাম্মাদ' নাম শুনে কি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিস্তারিত জানতে চাই।

আবুল ফযল মোল্লা
সাং- আগড়া কুণ্ডা
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ আযান ও এক্বামতের সময় 'মুহাম্মাদ' নাম শুনে 'ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলতে হবে না। বরং শ্রোতাকে এক্বামতের সাথে সাথে ঐ শব্দগুলি বলতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনো, তখন তোমরা সে যা বলে তার অনুরূপ বল। অতঃপর আমার উপর দরূদ পড়। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার উপর ১০ বার রহমত করেন। তারপর আমার জন্য আল্লাহর নিকটে 'ওয়াসীলা' চাও। আর তা হচ্ছে জান্নাতের একটি উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থান। যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হ'তে একজন ব্যতীত কারো জন্য উপযোগী নয়। আমি আশা করি আমিই হব সেই বান্দা। আর যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওয়াসীলা' চাইবে তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে। -মুসলিম, মিশকাত ৬৪ পৃঃ।

প্রকাশ থাকে যে, 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ' ও 'হাইয়া 'আলাল ফালাহ' বলার সময় শ্রোতাকে 'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলতে হবে। -মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৮।

প্রশ্ন (১১/৪৬)ঃ 'মাসিক মদীনা' যে ১৯৯৬ সংখ্যায় প্রশ্নোত্তর পর্বের ৩০ নম্বর প্রশ্নোত্তরে দেখলাম স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী তাকে গোসল দিতে পারে না। তবে স্ত্রী স্বামীকে প্রয়োজনে গোসল দিতে পারে। কুরআন ও হাদীছের আলোকে সঠিক উত্তর জানার প্রত্যাশায় রইলাম।

মুহাম্মাদ রশীদুল ইসলাম
শোলাগাড়ী আলিম মাদরাসা
কোচা শহর ,গোবিন্দগঞ্জ
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ এবিষয়ে সঠিক উত্তর হ'ল এই যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়কে গোসল দিতে পারে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা আমি মাথায় ব্যথা অনুভব করলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন, যদি তুমি আমার পূর্বে মৃত্যুবরণ কর, তাহ'লে আমি তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখব, তোমাকে গোসল দিব, তোমাকে কাফন পরাব, তোমার জানাযা পড়ব এবং দাফন করব। - ইবনু মাজাহ 'জানায়েয' অধ্যায়, ১০৫ পৃঃ সনদ ছহীহ। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি এখন যা বুঝলাম যদি তা পূর্বে বুঝতাম, তাহ'লে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর স্ত্রী ব্যতীত অন্য কেউ তাঁকে গোসল দিত না'। -ইবনে মাজাহ 'জানায়েয ' অধ্যায় ১০৫ পৃঃ সনদ ছহীহ। হাদীছ দু'টি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী তাকে গোসল দিতে পারে এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী তাকে গোসল দিতে পারে।

প্রশ্ন (১২/৪৭)ঃ বর্তমানে দেখা যায় ছেলে ছালাত আদায় করে। কিন্তু পিতা আদায় করেন না। এমতাবস্থায় ঐ পিতাকে কি করতে হবে? বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে? না বাড়ী থেকে নিজেই চলে যেতে হবে? দলীল ভিত্তিক উত্তর দানে বাধিত করবেন?

মুহাম্মাদ যিয়াউল হক
আখেরীগঞ্জ, ভগবান গোলা
মুর্শিদাবাদ, পঃ বঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ পিতার উপরে ছেলের কোন কর্তৃত্ব নেই। সে দ্বীনের পথে পিতাকে ফিরিয়ে আনার সাধ্যমত চেষ্টা করবে। যদি পিতা উপদেশ গ্রহণ না করেন, তবুও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবেনা বরং তার সাথে বাহ্যিক সদাচরণ করতে হবে। - লোকমান ১৫। সম্ভব হ'লে তার সাথে পৃথক হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কেননা মুমিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্যকারী বিষয় হ'ল ছালাত। -মুসলিম 'ঈমান' অধ্যায়।

প্রশ্ন (১৩/৪৮)ঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ইসলামী বিপ্লব করার কর্মসূচী আছে কি? যদি থাকে তাহ'লে তারা কিভাবে তা বাস্তবায়ন করতে চায়?

-মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ
চাতরা ইসলামিক কালচারাল ইনস্টিটিউট
শিবগঞ্জ, চাপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সত্যিকার অর্থেই একটি খাঁটি ইসলামী আন্দোলন। এই বিপ্লবী আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হ'ল আক্বীদা ও আমলের সংস্কারের মাধ্যমে এমন একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা **যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ**। আর এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কল্পেই আন্দোলনের সকল কর্মসূচী প্রণীত। যা দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে ইনশাআল্লাহ।

এখানে 'দাওয়াত' বলতে সংগঠনের গৃহীত কর্মসূচীর মাধ্যমে নিখুঁতভাবে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র বিধান সকলের নিকট তুলে ধরে তার প্রতি মানুষকে আহবান জানানো বুঝায়। আর 'জিহাদ' বলতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র অভ্রান্ত সত্য প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং কোনরূপ সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রচলিত প্রথার চাপের মুখে নতি স্বীকার না করাকে বুঝায়।

প্রকাশ থাকে যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' একদিকে যেমন পাশ্চাত্য ধারার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী নয় এবং রাজনীতির নামে তার সাথে কোনরূপ আপোষেও রাযী নয়। অন্য দিকে তেমনি **'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার'** -এর পথ পরিহার করে শুধু কতিপয় ভেজাল দো'আ ও আমলের 'ফাযায়েল' প্রচারে সীমাবদ্ধ থেকে তাবলীগের দায়িত্ব শেষ করাকে যথেষ্ট মনে করে না। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' আপোষহীন ভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিমূলে অটল থেকে ব্যক্তির আক্বীদা ও আমলের পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক ও স্থায়ী পরিবর্তন ঘটাতে চায়। কেননা ব্যক্তির আক্বীদা-আমল ও চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ব্যতীত স্থায়ীভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব নয়।

এ আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হ'লে 'আন্দোলন' কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকা পাঠের আবেদন রইল।

প্রশ্ন (১৪/৪৯)ঃ ছালাত শেষে বসার পদ্ধতি কি? মসজিদে ফরয ছালাত শেষে মুক্তাদীদেরকে নিয়ে ইমাম দুই হাত তুলে মুনাজাত করবেন আর মুক্তাদীগণ 'আমীন' 'আমীন' বলবেন, শরীয়তে এর অনুমতি আছে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

আবুল ফযল মোল্লা
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ (ক) ছালাত শেষে ইমাম সরবে একবার 'আল্লাহু আকবার' ও তিন বার 'আসতাগফিরুল্লাহ' বলে ডানে অথবা বামে কিংবা সরাসরি মুক্তাদীগণের দিকে ফিরে বসবেন। - বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'ছালাতের বিবরণ' অধ্যায় হা/৯৪৪-৪৬। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সালাম ফিরানোর পরে 'আল্লা-হুম্মা আনতাস সালাম............ওয়াল ইকরাম' পড়া পর্যন্ত বসতেন। -তিরমিযী তোহফা সহ হা/২৯৭। উক্ত সময়টুকু পর্যন্ত শেষ বৈঠকের ন্যায় বসার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তী বসার পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট কোন প্রমাণ নেই। ইমাম ও মুক্তাদী এ সময় নিজের সুবিধা মত বসে তাসবীহ-তাহলীল ও যিক্‌র-আযকার করবে। কারণ সালাম ফিরানোর পরে ছালাতে যা কিছু হারাম ছিল, তা মুছল্লীর জন্য হালাল হয়ে যায়। -আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত 'ত্বাহারৎ' অধ্যায় হা/৩১২; ঐ, 'ছালাত' অধ্যায় হা/৭৯১।

(খ) ফরয ছালাতের শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিত ভাবে হাত উঠিয়ে প্রচলিত মুনাজাত পদ্ধতিটি ধর্মের নামে একটি নতুন সৃষ্টি। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম হ'তে এর পক্ষে ছহীহ বা যঈফ সূত্রে কোন প্রমাণ নেই। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন-

* ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ), মজমূ'আ ফাতাওয়া, ২২ খণ্ড ৫১৯ পৃঃ (ফিকহ- ছালাত খণ্ড)।
* হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ), যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড ৯৩ পৃঃ।
* আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, মজমূ'আ ফাতাওয়া, ১ম খণ্ড ১৬১ পৃঃ।
* ওবায়দুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী, মাসিক মুহাদ্দিছ (বেনারস থেকে প্রকাশিত) জুন '৮২ সংখ্যা।
* আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী, ফায়যুল বারী, ২য় খণ্ড ১৬৭ পৃঃ।
* মুফতী ফয়যুল্লাহ হাটহাযারী, 'ফাতাওয়া মুনাজাত বা'দাছ ছালাওয়াত'।
* মুহাম্মাদ ইকবাল কীলানী (বাদশা সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়ায) কিতাবুছ ছালাত, পৃঃ ৯৮।
* মুফতী মুহিব্বুদ্দীন (সাং কাযীর জোড় পুকুরিয়া, পোঃ আশার কোটা, লাঙ্গলকোট, কুমিল্লা; প্রকাশকঃ ওলামা কল্যাণ পরিষদ, বৃহত্তর নোয়াখালী), 'ফরজ নামাজের পর সম্মিলিত মুনাজাত'।
* ডঃ ছালেহ বিন গানেম আস-সাদলান, ছালাতুল জামা'আহ, পৃঃ ১৯৩।

আরো দেখুন- মাসিক আত-তাহরীক, ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী '৯৮, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ৩/৪৬।

প্রশ্ন (১৫/৫০)ঃ পরিবহনে ছালাত আদায় করার শারঈ বিধান কি? ট্রেনে ভ্রমণের সময় আশেপাশে বা সামনের সিটে পুরুষ বসে থাকাবস্থায় মহিলা ছালাত আদায় করতে পারবে কি? কিভাবে করবে? দলীল সহ উত্তর পাওয়ার প্রত্যাশায় থাকলাম।

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
সাং- রাজপুর,
সোনাবাড়ীয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ পরিবহনে ছালাত আদায় করা যায়। কেননা মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নৌকায় কিরূপে ছালাত আদায় করতে পারি এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, ডুবে যাওয়ার ভয় না থাকলে দাঁড়িয়ে (রুকূ ও সিজদা সহ) ছালাত আদায় কর। -দারা কুতনী, হাকেম, নায়ল ১ম খণ্ড ২য় অংশ 'নৌকায় দাঁড়িয়ে ছালাত' অধ্যায় পৃঃ ১৪৩; ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড পৃঃ ২৪৭। উল্লেখ্য যে, ট্রেন ও নৌকা দু'টিই যেহেতু পরিবহন, সুতরাং উভয়েরই বিধান এক। উক্ত হাদীছ দ্বারা এটাও সাব্যস্ত হ'ল যে, নিরুপায় অবস্থা ব্যতীত যেমন ডুবে যাওয়ার ভয়, রুকূ-সিজদার জায়গা না থাকা, কিবলা ঠিক রাখা সম্ভব না হওয়া ইত্যাদি ব্যতীত সাধারণ অবস্থায় ছালাত আদায়ের মতই ছালাত আদায় করতে হবে। ট্রেনে ছালাত আদায়ে নারী-পুরুষে কোন তফাৎ নেই। কোন ব্যক্তি (নারী বা পুরুষ) যদি আশেপাশে কিংবা সামনে বসে থাকে, তাতে ছালাতের কোন অসুবিধা নেই। মুছল্লী সামনে একখানি 'সুত্‌রা' রেখে দিয়ে ছালাত আদায় করবে। কেননা মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদগাহে সামনে বল্লম দিয়ে সুত্‌রা করে ছালাত আদায় করতেন এবং জীব-জন্তু সুত্‌রার বাহির দিয়ে যাতায়াত করত। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'সুত্‌রা' অধ্যায়।।